ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১১

মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

নৈতিকতা ও উন্নয়ন

মানুষের জৈববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বিত ও উন্নীত রূপকে বলা হয় নৈতিকতা। নৈতিকতা ও উন্নয়ন দু'টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে যদি বস্তুগত উন্নয়ন হয়, তাহ'লে ঐ উন্নয়ন হবে ক্ষণস্থায়ী এবং তাতে ধস নামতে বাধ্য। বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় যেভাবে শুরু হয়েছে, তাতে পুরা বিশ্ব সভ্যতা এখন হুমকির সম্মুখীন। পরিবার, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র-সর্বত্র নেতৃ পর্যায়ে অধঃপতন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই সাথে তৃণমূল পর্যায়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। প্রবাদ আছে যে, 'আলেমের পতন জগতের পতন'। একইভাবে রাষ্ট্রনেতার পতন রাষ্ট্রের পতন। উপরোক্ত কারণে বিগত যুগে পৃথিবীর ৬টি জাতি আল্লাহ্‌র গযবে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। সে জাতিগুলি হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। এছাড়া কওমে ইবরাহীম ও অন্যান্য জাতি একত্রে সবাই ধ্বংস না হ'লেও অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক কওমের ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল মূলতঃ নেতাদের নৈতিক অধঃপতন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আর বরকতে মুসলিম উম্মাহ একত্রে ধ্বংস হবে না। তবে দেশ ও অঞ্চল ভিত্তিক গযব আমরাই ডেকে নিয়ে আসছি। আমরা যদি ভেবে থাকি যে, আমাদের পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি ও খেস্তি-খেউড় আল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন না বা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, তাহ'লে মারাত্মক ভুল হবে। এই ভুল করেই বিগত জাতিগুলি ধ্বংস হয়েছিল। আমরা যেন সে ভুল না করি। নোনা ধরা ইট দিয়ে গড়া কোন সৌধ যেমন টিকে থাকতে পারে না, নৈতিকতাহীন মানুষ দিয়ে তেমনি কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। প্রশ্ন হ'ল নৈতিকতা গড়বে কি দিয়ে?

জবাবে বলব, মানুষকে আগে নিজের সম্পর্কে জানতে হবে। সে কি আর পাঁচটি প্রাণীর মত? না তার কোন পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে? জানা আবশ্যক যে, মানুষ অন্য সকল প্রাণী থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। তার সাথে অন্য কোন প্রাণীর তুলনা হয় না। মানুষ পশু নয়, ফেরেশতাও নয়। বরং সে হাইওয়ানিয়াত ও মালাকিয়াতের সমন্বিত এক অনন্য প্রাণীসত্তা। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে তাকে সৃষ্টি করেছেন ও পৃথিবীকে আবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তার জীবনের মেয়াদ পূর্বনির্ধারিত। সময় এসে গেলে এক সেকেণ্ডও তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা কারু নেই। তাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে।

সেখানে গিয়ে তাকে তার সারা জীবনের হিসাব দিতে হবে। সেমতে তার জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। আর এখানেই অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য।

দুনিয়ার হিসাবকে শক্তিশালী মানুষ তোয়াক্কা করে না। আর তাই কয়েকটি পরাশক্তি মিলে সারা বিশ্বে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তাদের সংজ্ঞায়িত নীতি ও নৈতিকতার আলোকে। যদিও তা আদৌ নৈতিকতা নয়। একদল মানুষ জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নীরব কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে আত্মার উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে। আর একদল মানুষ দু'হাতে লুটে-পুটে সবকিছু ভোগ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে ফিরছে। অথচ জীবনহীন কৃচ্ছ্রতায় মানুষ শান্তি পায় না। তাইতো দেখা যায়, সংসারবিরাগী পোপ-পাদ্রী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজেদের দুষ্কর্ম দিয়েই নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। কারণ জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন অবকাশ মানুষের নেই। এটা মহান স্রষ্টারই সৃষ্টি কৌশল। অন্যদিকে দেখা যায়, বিগত যুগে জনৈক খুনী ৯৯ জনকে খুন করার পর অনুতাপের আগুনে পুড়ে পরিশুদ্ধ হবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। তাই কৃচ্ছ্রতাবাদ ও ভোগবাদ দু'টিই চরমপন্থী মতবাদ এবং দু'টিই মানব চরিত্রের বহির্ভূত। মানুষের প্রকৃতিতে ভোগ ও ত্যাগ দু'টিই আছে। কিন্তু তা যখন হবে নিয়ন্ত্রিত, তখনই তা হবে কল্যাণময় ও সুষম। আর এই নিয়ন্ত্রণ মানবরচিত কোন আইন দ্বারা হবে না। কেননা তাতে আসবে পুনরায় অমানবীয় বর্বরতা। যেমন বিগত দিনে এসেছিল সমাজ নেতাদের মাধ্যমে নবীগণের উপরে এবং এযুগে আসছে রাষ্ট্রনেতা, বিচারপতি ও বিশ্বসভার মাধ্যমে অগণিত নিরপরাধ বনু আদমের উপরে। ৫৫৭ জন জুরীর অধিকাংশ সক্রেটীসের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেছিলেন। জাতিসংঘের অনুমোদন নিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানে লাখ লাখ বনু আদমকে হত্যা করা হয়েছে। আজও হচ্ছে লিবিয়া ও পাকিস্তানে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সমকামিতা বৈধ করেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে। একইরূপ একটি বিলে অনুমোদন দিয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। উজানের নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে আস্ত একটি নদীমাতৃক ভাটির দেশকে মরুভূমি বানিয়ে ফেলল পার্শ্ববর্তী উজানের দেশটি। সিডর দুর্গত বনু আদমকে ৫ লাখ টন চাউল সাহায্য দেবেন বলে ওয়াদা করে গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশের বাঙ্গালী মন্ত্রী। কিন্তু দিলেন না কিছুই। এটা কোন নৈতিকতা? অথচ ঐ মানুষগুলির জন্য পরাশক্তিগুলি সহ বিশ্বের ৩৩টি রাষ্ট্রের প্রদত্ত অনুদানের চাইতে অনেক বেশী দান করলেন একাই জনৈক সঊদী মুসলিম ভাই, একান্ত গোপনে। আজও বিশ্ব তার নাম জানে না। এটা কোন নৈতিকতা? বলা হচ্ছে, শিক্ষিত জাতি গড়তে পারলেই দেশের উন্নতি হবে। যদি বলি শিক্ষিত পাশ্চাত্য বিশ্বই আজকের পৃথিবীর নব্বই ভাগ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী। যদি বলি, দেশের যত অন্যায়-অনাচার, তার সিংহভাগ সাধিত হয় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্বের শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত মেধাকে ব্যয় করছেন মানব হত্যার পিছনে। শোনা যাচ্ছে, এটম বোমার চাইতে ছয় থেকে দশগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন নিউট্রন বোমা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। যা কেবল জনপ্রাণীর মৃত্যু ঘটাবে। অথচ বস্তুগত অবকাঠামোর কোন ক্ষতি করবে না। প্রশ্ন হ'ল : এই শিক্ষিত লোকগুলির প্রধান টার্গেট এখন মানুষ হত্যা। তাই বলা যায় যে, নৈতিক মূল্যবোধহীন শিক্ষা মানুষের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো এটাই যে, মানুষের রচিত কোন বিধানের অনুসরণ নয়, বরং নৈতিকতা অর্জনের জন্য মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিধানের অনুসরণ করতে হবে। তাঁর প্রেরিত অভ্রান্ত হেদায়াতকে নিজের বিশ্বাসে ও কর্মে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের ওহংৎরহংরপ ও ঊীংৎরহংরপ ঠধষঁব তথা মনোজাগতিক ও বহির্জাগতিক মূল্যবোধকে আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত করতে হবে। তাঁর সন্তুষ্টি ও পরকালে মুক্তিই মূল লক্ষ্য হ'তে হবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যেই মানুষের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হ'তে হবে। তবেই উপ্ত হবে প্রকৃত নৈতিকতা। পরিবারে ও সমাজে আসবে স্বস্তি ও স্থিতি। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রত্যাশী প্রত্যেক মানুষের জন্য এই একটা পথই মাত্র খোলা রয়েছে। আর এ পথই হ'ল ইসলামের পথ। এ পথে ফিরে আসার কারণেই বর্বর আরবরা হয়েছিল বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত। একজন নির্যাতিত মুসলিম নারীর ইয্যত বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছিল তারা অজানা অচেনা সিন্ধু ভূমিতে। তাদের উদার ব্যবহারে মুগ্ধ সিন্ধুবাসীরা সেই থেকে আজও মুসলমান। ভারত বিজেতা সম্রাট বাবর রাস্তায় খেলারত এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে একাই মুকাবিলা করলেন এক মত্ত হস্তীকে। ইয়ারমুকের ময়দানে মৃত্যুকাতর মুসলিম সৈনিক মুখে পানি তুলে নিয়ে ফেরত দিলেন আরেক আহত সৈনিকের জন্য। তাই বলব, মানবসেবা ও মনুষ্যত্বের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে, পশুত্বের মধ্যে নয়। আর মনুষ্যত্ব টিকে থাকে আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসের কারণে। উক্ত বিশ্বাস ও কর্মের আলোকে গড়ে ওঠে উন্নত নৈতিকতা। নৈতিকতার উন্নয়নের মধ্যেই জাতীয় উন্নয়ন নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১৮ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার অপচেষ্টা :

এই ভূমিধ্বস বিজয়ের মধ্যেও শয়তান তার কুমন্ত্রণা অব্যাহত রাখে। মক্কার একজন দুঃসাহসী পুরুষ 'ফাযালাহ বিন ওমায়ের' (فضالة بن عمير) রাসূলকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ত্বাওয়াফ কালীন সময়কেই সে উত্তম সুযোগ বলে ধরে নেয়। সেমতে সে নিজেও ত্বাওয়াফকারী হয়ে রাসূলের কাছাকাছি হয় এবং হত্যার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখনই তার কুমতলবের কথা ফাঁস করে দেন। এতে বিস্মিত ও ভীত হয়ে সে দ্রুত ইসলাম কবুল করে নেয়। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার বুকে হাত রেখে বলেন, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। এতে তার হৃদয় শীতল হয়ে যায়। ফাযালাহ বলেন, এটি আমার নিকটে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয়তর ছিল।[1]

মক্কা বিজয়ের ২য় দিন : রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণ :

২য় দিন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভাষণ দেবার জন্য দণ্ডায়মান হন। যথারীতি হাম্দ ও ছানার পরে তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّهُ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তীওয়ালাদের প্রতিরোধ করেছিলেন এবং তার উপরে তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিনদের বিজয়ী করেছেন। আজ তার হুরমত ফিরে এসেছে, যেমন গতকাল ছিল। অতএব উপস্থিত ব্যক্তিগণ অনুপস্থিতগণের নিকটে এ খবর পৌঁছে দাও'। তিনি আরও বলেন, হে জনগণ! আল্লাহ এই মক্কাকে 'হারাম' সাব্যস্ত করেছেন সেদিন, যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন। এটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত 'হারাম' থাকবে। অতএব আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য এখানে রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয়। এখানকার বৃক্ষ কর্তন করাও হালাল নয়। আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য যুদ্ধের কারণে (বিজয়) দিবসের একটি বিশেষ সময়ের জন্য রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আজ থেকে তার হুরমত ও পবিত্রতা পূর্বের ন্যায় ফিরে এসেছে। অতএব যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকটে আমার এ ঘোষণাটি পৌঁছে দাও'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি একথাও বলেন যে, হারাম এলাকার কোন কাঁটা কেউ উঠাবে না, কোন শিকার কেউ তাড়াবে না, কোন হারানো বস্তু কেউ কুড়াবে না। তবে উক্ত বিষয়ে প্রচার করা যাবে। কোন ঘাস কেউ কাটবে না'। এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর অনুরোধে নিত্য ব্যবহার্য 'ইযখির' (الإذخر) ঘাস কাটার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়।

এই দিন রাসূলের মিত্র বনু খোযা'আহ গোত্রের লোকেরা বনু লাইছ (بنو ليث) গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করে জাহেলিয়াতের সময় তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যার বদলা নেয়। একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ডেকে বলেন, يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ وَارْفَعُو أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ فَقَدْ كَثُرَ إِنْ يَّقَعَ 'হে বনু খোযা'আহ! হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হও। কেননা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'লে এর সংখ্যা বেড়ে যাবে'। فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِيْ هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءُوْا فَدَمُ قَاتِلِهِ وَإِنْ شَاءُوْا فَعَقْلُهُ 'অতএব এর পরে যদি কেউ হত্যা করে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য দু'টি এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা চায় তবে হত্যার বদলে হত্যা করবে অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করবে'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় 'আবু শাহ' নামক জনৈক ইয়ামনবাসী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, أُكْتُبْ لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ 'কথাগুলি আমাকে লিখে দিন হে আল্লাহ্র রাসূল'! তখন রাসূল (ছাঃ) হুকুম দিলেন, أُكْتُبُوْا لأَبِيْ شَاهٍ 'তোমরা আবু শাহকে কথাগুলি লিখে দাও'।[2] রাসূল (ছাঃ)-এর এ নির্দেশের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশায় হাদীছ সংকলনের দলীল পাওয়া যায়।

ছাফা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ :

মক্কা বিজয় সমাপ্ত হওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় দিন ছাফা পাহাড়ের শীর্ষে ওঠেন এবং দু'হাত তুলে আল্লাহ্র নিকটে প্রাণভরে দো'আ করতে থাকেন।

আনছারদের সন্দেহ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনায় রত ছিলেন, তখন আনছারগণ আপোষে বলাবলি করতে থাকেন, হয়তবা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কাতেই থেকে যাবেন। আর মদীনায় ফিরে যাবেন না। কেননা মক্কা তাঁর শহর, তাঁর দেশ ও তাঁর জন্মভূমি (بَلَدُهُ وَوَطَنُهُ وَمَوْلِدُهُ)। দো'আ থেকে ফারেগ হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আনছারদের ডেকে বললেন, তোমরা কি বলছিলে? তারা বললেন, তেমন কিছু নয়। কিন্তু রাসূলের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তারা সব বললেন। তখন জবাবে

১. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১৭; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৩; দিফা' 'আনিল হাদীছ, পৃঃ ১/৩৩, আলবানী, সনদ যঈফ।*

২. *বুখারী ২৪৩৪, ৬৮৮০; মুসলিম হা/১৩৫৫; আবুদাঊদ হা/২০১৭; আহমাদ হা/৭২৪১; ইবনে হিশাম ২/৪১৫ প্রভৃতি।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, مَعَاذَ اللهِ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ 'আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। আমার জীবন তোমাদের সাথে ও আমার মরণ তোমাদের সাথে'।[৩]

জনগণের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ :

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন হাযার হযার লোক ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে জমা হ'তে থাকে আল্লাহ্র রাসূলের হাতে ইসলামের দীক্ষা নেবার জন্য এবং আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের জন্য। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা শেষে উপবেশন করলেন এবং ওমর (রাঃ) তাঁর নীচে বসলেন জনগণের বায়'আত নেবার জন্য (يأخذ على الناس)। সকলে বায়'আত নেন সাধ্যমত শ্রবণ ও আনুগত্যের উপরে (فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا)।

মহিলাদের বায়'আত :

এভাবে পুরুষের বায়'আত শেষ হ'লে মহিলাদের বায়'আত শুরু হয়। একই স্থানে একইভাবে রাসূলের নির্দেশ ক্রমে ওমর (রাঃ) তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন (يبايعهن بـأمره) এবং রাসূলের কথাগুলি তাদের নিকটে পৌঁছে দেন। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের বায়'আত কেবল মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, হাতে হাত লাগাতে হয় না।

হিন্দার বায়'আত :

বায়'আত গ্রহণের এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। যাতে রাসূল (ছাঃ) তাকে চিনতে না পারেন। কারণ হামযার লাশের সঙ্গে তিনি যে নির্মম আচরণ করেছিলেন সেজন্য তিনি লজ্জিত ছিলেন। অতঃপর বায়'আতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, لاَ تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَـيْئًا 'তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। ওমর (রাঃ) একথার উপরে মহিলাদের অঙ্গীকার নিলেন।

(২) এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَلاَ تَـسْرِقْنَ 'তোমরা চুরি করবে না'। একথা শুনে হিন্দা বলে উঠলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে কিছু নেই, তাহ'লে? সেখানে উপস্থিত আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি যা নেবে, সব তোমার জন্য হালাল হবে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চিনতে পেরে হেসে উঠে বললেন, وإنك لهند؟ 'তাহ'লে তুমি হিন্দা'? তিনি বললেন, نعم، فاعف عما سلف يا نـبي الله، 'হাঁ! হে আল্লাহ্র নবী পিছনে যা কিছু ঘটে গেছে সেজন্য আমাকে মাফ করে দিন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মাফ করে দিলেন।

(৩) অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَلاَ يَزْنِيْنَ 'তারা যেন ব্যভিচার না করে'। হিন্দা বলে উঠলেন, أَوَ تَزْنِـي الْحُـرَّةُ؟ 'কোন স্বাধীনা নারী কি যেনা করে'?

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ 'তারা যেন নিজ সন্তানদের হত্যা না করে'। হিন্দা বললেন, رَبَّيْنَـاهُمْ صِغَارًا، وَقَتَلْتُمُوْهُمْ كِبَارًا، فَأَنْتُمْ وَهُمْ أَعْلَـمُ 'আমরা শৈশবে তাদের লালন করেছি, আপনারা যৌবনে তাদের হত্যা করেছেন। এখন এ বিষয়ে আপনারা ও তারাই ভাল জানেন'। উল্লেখ্য যে, তার পুত্র হানযালা বিন আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। হিন্দার একথা শুনে ওমর (রাঃ) হেসে চিৎ হয়ে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃদু হাসলেন।

(৫) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَـانٍ 'তারা যেন কাউকে মিথ্যা অপবাদ না দেয়'। হিন্দা বললেন, আল্লাহ্র কসম! অপবাদ অত্যন্ত জঘন্য কাজ (لأمر قبـيح)। আপনি আমাদেরকে বাস্তবিকই সুপথ ও উত্তম চরিত্রের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِـيْ مَعْـرُوْفٍ 'কোন সদুপদেশে রাসূলের অবাধ্য হবে না'। হিন্দা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার অবাধ্য হব এরূপ মনোভাব নিয়ে আমরা মজলিসে বসিনি'। অতঃপর হিন্দা বাড়ী ফিরে গিয়ে নিজ হাতে বাড়ীতে রক্ষিত মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন আর বলেন, كُنَّا مِنْكَ فِيْ غُـرُوْرٍ 'আমরা তোর ব্যাপারে এতদিন ধোঁকার মধ্যে ছিলাম'।[৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কায় অবস্থান ও কার্যসমূহ :

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে ঊনিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সর্বদা মানুষকে তাক্বওয়ার উপদেশ দেন এবং হেদায়াতের রাস্তাসমূহ বাৎলিয়ে দিতে থাকেন। আবু উসায়েদ আল-খোযাঈকে দিয়ে হারাম শরীফের নতুন সীমানা স্তম্ভসমূহ খাড়া করেন। ইসলামের প্রচারের জন্য এবং মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলার জন্য চারদিকে ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। এছাড়া ঘোষকের মাধ্যমে মক্কার অলি-গলিতে ঘোষণা প্রচার করে দেন যে, مَنْ كَـانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدَعْ فِيْ بَيْتِهِ صَنَمًا إِلاَّ كَسَرَهُ 'যে

৩. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১৬; ফিক্বহুস সীরাহ, ১/৩৯৯ সনদ ছহীহ।*

৪. *আর-রাহীক্ব ৪০৯ পৃঃ।*

ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার বাড়ীতে রক্ষিত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে'।[৫]

বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত সেনাদল :

(১) উযযা (العزى) মূর্তি চূর্ণ : মক্কা বিজয়ের এক সপ্তাহ পরে ২৫শে রামাযান তারিখে খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি অশ্বারোহী দল নাখলায় প্রেরিত হয় 'উযযা' মূর্তি চূর্ণ করার জন্য। এই মূর্তিটি ছিল কুরায়েশ ও সমস্ত বনু কেনানাহ গোত্রের পূজিত সবচেয়ে বড় মূর্তি। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) মূর্তিটি ভেঙ্গে দিয়ে চলে এলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, هَلْ رَأَيْتَ شَيْئًا؟ 'কিছু দেখেছ কি'? বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহ'লে তুমি ভাঙ্গোনি। আবার যাও ওটা ভেঙ্গে এসো'। এবার খালেদ উত্তেজিত হয়ে কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটলেন এবং সেখানে যেতেই এক কৃষ্ণাঙ্গ ও বিস্রস্ত চুল বিশিষ্ট নগ্ন মহিলাকে তাদের দিকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। একে দেখে মন্দির প্রহরী চিৎকার দিয়ে উঠলো। কিন্তু খালেদ তাকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। তারপর রাসূলের কাছে ফিরে এসে রিপোর্ট করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ। এটাই হ'ল উযযা। এখন সে তোমাদের দেশে পূজা পাবার ব্যাপারে চিরদিনের জন্য নিরাশ হয়ে গেল'।

(২) সুওয়া' (سواع) মূর্তি চূর্ণ : আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে একদল সৈন্যসহ রামাযান মাসেই পাঠানো হয় হুযায়েল (بنو هـذيل) গোত্রের পূজিত সুওয়া' নামক বড় দেবমূর্তিটি ভাঙ্গার জন্য। যা ছিল মক্কা হ'তে তিন মাইল দূরে রেহাত্ব (رهـاط) অঞ্চলে। আমর সেখানে পৌঁছলে মন্দির প্রহরী বলল, কি চাও তোমরা? আমর বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এটাকে ভাঙ্গার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন'। সে বলল, তোমরা সক্ষম হবে না'। আমর বললেন, কেন? সে বলল, তোমরা (স্বাভাবিক নিয়মে) বাধাপ্রাপ্ত হবে'। আমর বললেন, حَتَّى الْآنَ أَنْتَ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَهَـلْ يَـسْمَعُ أَوْ يَبْـصِرُ؟ 'তুমি এখনো বাতিলের উপরে রয়েছ? সে কি শুনতে পায় না দেখতে পায়?' বলেই তিনি ওটাকে গুঁড়িয়ে দিলেন। প্রহরীকে বললেন, এবার তোমার মত কি? সে বলে উঠলো, أسلمت لله 'আমি আল্লাহ্‌র জন্য ইসলাম কবুল করলাম'।

(৩) মানাত (منـاة) মূর্তি চূর্ণ : একই মাসের মধ্যে ২০ জন অশ্বারোহী সহ সা'দ বিন যায়েদ আশহালীকে পাঠানো হয় আরেকটি প্রসিদ্ধ মূর্তি মানাত-কে চূর্ণ করার জন্য। *=(এ মূর্তি ভাঙ্গার জন্য আবু সুফিয়ান অথবা আলীকে পাঠানো হয়েছিল। নবীদের দাওয়াতী নীতি, রবী মাদখালী পৃঃ ১২২)*। যা ছিল ক্বাদীদের (قديد) নিকটবর্তী মুশাল্লাল (مـشلل) নামক স্থানে অবস্থিত এবং যা ছিল আউস, খাযরাজ, গাসসান ও অন্যান্য গোত্রের পূজিত দেবমূর্তি। সা'দ মূর্তিটির দিকে অগ্রসর হ'তেই একটি নগ্ন, কৃষ্ণাঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট নারীকে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে আসতে দেখেন। এই সময় সে কেবল হায় হায় (تدعو بالويل) করছিল। সা'দ তাকে এক আঘাতে খতম করে দিলেন। অতঃপর মূর্তি ও ভাণ্ডার গৃহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন।

(৪) বনু জাযীমাহ (بنـو جذيمـة) গোত্রে তাবলীগী কাফেলা প্রেরণ : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুহাজির, আনছার ও বনু সুলায়েম গোত্রের সমন্বয়ে ৩৫০ জনের একটি দলকে বনু জাযীমা গোত্রে পাঠানো হয় তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য, লড়াই করার জন্য নয়। কিন্তু যখন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হল, তখন তারা أسـلمنا 'আমরা ইসলাম কবুল করলাম' না বলে صـبأنا، صـبأنا 'আমরা ধর্মত্যাগী হয়েছি' 'আমরা ধর্মত্যাগী হয়েছি' বলল। এতে খালেদ তাদেরকে হত্যা করতে থাকেন ও বন্দী করতে থাকেন এবং পরে প্রত্যেকের নিকটে ধৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু বনু সুলায়েম ব্যতীত মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণ কেউ এই নির্দেশ মান্য করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণ ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সব ঘটনা খুলে বললে তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠিয়ে দু'বার বলেন, اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَـنَعَ خَالِـدٌ 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে আমি তা থেকে তোমার নিকটে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি'।[৬]

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব :

৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়াহ্‌র সন্ধিকে আল্লাহ 'ফাতহুম মুবীন' বা স্পষ্ট বিজয় অভিহিত করে যে আয়াত নাযিল করেছিলেন *(ফাৎহ ৪৮/১)*, ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় ছিল তার বাস্তব রূপ। প্রকৃত অর্থে মক্কা বিজয় ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যে ফায়ছালাকারী বিজয়, যা মুশরিক নেতাদের অহংকার চূর্ণ করে দেয় এবং মক্কা ও আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যা অদ্যাবধি সেখানে আর ফিরে আসেনি। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসবে না।

(২) মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তিমত্তা এবং সেই সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যা সকলকে মাথা নত করতে বাধ্য করে।

৫. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪০৯; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৪।*

৬. *বুখারী হা/৪৩৩৯; ঐ, মিশকাত হা/৩৯৭৬ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ-৫।*

(৩) মক্কা বিজয়ের ফলে ইসলাম কবুলকারীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যায়। ফলে মাত্র ১৯ দিন পরে হোনায়েন যুদ্ধে গমনের সময় মক্কা থেকেই নতুন দু'হাযার সৈন্য মুসলিম বাহিনীতে যুক্ত হয়। যাদের মধ্যে মক্কার বড় বড় নেতারা শামিল ছিলেন, যারা কিছুদিন আগেও ইসলামের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছেন।

(৪) মক্কা বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে এসে যায়, যা এতদিন কুরায়েশদের একচ্ছত্র অধিকারে ছিল।

(৫) মক্কা বিজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপে মদীনার ইসলামী খেলাফত অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ফলে বাইরের পরাশক্তি ক্বায়ছার ও কিসরা তথা রোমক ও পারসিক শক্তি ব্যতীত তৎকালীন বিশ্বে মদীনার তুলনীয় কোন শক্তি আর অবশিষ্ট রইল না। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত দুই পরাশক্তি খেলাফতে রাশেদাহ্‌র যুগে মুসলিম শক্তির নিকটে পর্যুদস্ত হয় এবং মদীনার ইসলামী খেলাফত একমাত্র বিশ্বশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১। সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। কিন্তু অবশেষে মিথ্যা পরাজিত হয়।

২। সত্যসেবীগণের সাথে আল্লাহ থাকেন। যখন তিনি তাদের দুনিয়াবী বিজয় দান করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য তিনি কারণ সৃষ্টি করে দেন। যেমন দশ বছরের সন্ধিচুক্তি দু'বছরের মধ্যে ভঙ্গ হয় মিথ্যার পূজারীদের হাতেই এবং তার ফলে সহজে মক্কা বিজয় ত্বরান্বিত হয়।

৩। ইসলাম তার অন্তর্নিহিত ঈমানী শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অস্ত্রশক্তির জোরে নয়। সেকারণ বাহ্যিকভাবে হীনতা স্বীকার করেও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। যাতে শান্তির পরিবেশে ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হয়। দেখা গেল তাতে ইসলাম কবুলকারীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল যে, হোদায়বিয়ার সাথীদের সংখ্যা যেখানে ১৪০০ ছিল, মাত্র দু'বছরের মাথায় মক্কা বিজয়ের সফরে সেখানে ১০,০০০ হ'ল।

৪। প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে নয়, উদারতার মাধ্যমেই শত্রুকে স্থায়ীভাবে পরাভূত করা সম্ভব। মক্কা বিজয়ের পর শত্রুদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কায়েম করেন। এজন্যেই বলা চলে যে, মক্কা বিজয় অস্ত্রের মাধ্যমে হয়নি। বরং উদারতার মাধ্যমে হয়েছিল।

৫। সামাজিক শান্তি ও শৃংখলার স্বার্থেই কেবল ইসলাম হত্যার বদলে হত্যা সমর্থন করে। নইলে ইসলামের মূলনীতি হ'ল সাধ্যপক্ষে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডকে এড়িয়ে চলা। যেমন মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বনু খোযা'আহকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কোন উপকার সাধিত হয় না। অনুরূপভাবে বানু জাযীমাহ্‌র প্রতি হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেওয়ায় খালেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকটে অনুযোগ করে বলেন, হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে, আমি তা থেকে তোমার নিকটে নিজকে মুক্ত ঘোষণা করছি।

হোনায়েন যুদ্ধ (غزوة حنين) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস

পটভূমি : মুসলমানদের আকস্মিক মক্কা বিজয়কে কুরায়েশ ও তাদের মিত্রদলগুলি মেনে নিলেও নিকট প্রতিবেশী বনু হাওয়াযেন ও তার শাখা ত্বায়েফের বনু ছাক্বীফ গোত্র এটাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা মনে করল, মুসলমানেরা এরপর সমৃদ্ধ নগরী ত্বায়েফ হামলা করতে পারে। অতএব আগেই যদি আমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারি, তাহ'লে আমাদের সম্পদ যেমন রক্ষা পাবে তেমনি ত্বায়েফে মক্কাবাসীদের যত বাগ-বাগিচা ও জায়গীরসমূহ রয়েছে, সব আমাদের দখলে এসে যাবে'।[৭] এছাড়া মুসলমানদের কাছ থেকে মূর্তি ভাঙ্গার বদলা নেওয়া যাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা মক্কা ও ত্বায়েফের মধ্যবর্তী বনু মুযার ও বনু হেলাল এবং অন্যান্য গোত্রের লোকদেরকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিল। তবে বনু হাওয়াযেন-এর দু'টি শাখা গোত্র বনু কা'ব ও বনু কেলাব এই অভিযান থেকে পৃথক থাকে। তারা বলে যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়া যদি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপরে বিজয়ী হবেন। অতএব আমরা এলাহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব না'।

এ সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হাওয়াযেন নেতা মালেক বিন আওফ নাছরীর (مالك ابن عوف النَّصْري) নেতৃত্বে চার হাযার সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী হুনায়েন-এর সন্নিকটে আওত্বাস (أوطاس) উপত্যকায় অবতরণ করল। যা ছিল হাওয়াযেন গোত্রের এলাকা ভুক্ত। তাদের নারী-শিশু, গবাদি-পশু ও সমস্ত ধন-সম্পদ তারা সাথে নিয়ে আসে এই উদ্দেশ্যে যে, এগুলির মহব্বতে কেউ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাবে না। বরং প্রাণপণ যুদ্ধ করে তারা যুদ্ধ জয়ে উদ্বুদ্ধ হবে। তাদের প্রবীণ নেতা ও দক্ষ যোদ্ধা দুরাইদ বিন ছাম্মাহ (دريد بن الصمة) এগুলিকে সঙ্গে আনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তোমরা এগুলিকে দূরে সংরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দাও। যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হ'লে ওরা এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। আর পরাজিত হ'লে ওরা বেঁচে যাবে'। কিন্তু তরুণ সেনাপতি মালেক বিন আওফ তার এ পরামর্শকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেয় এবং সবাইকে যুদ্ধের ময়দানে জমা করে। মূলতঃ দুরাইদের পরামর্শ মতে কাজ করলে তার সুনাম হবে, এবিষয়টি মালেক বরদাশত করতে পারেনি। আবু হাদরাদ আসলামী (রাঃ)-কে গোপনে পাঠিয়ে

৭. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৫৬১।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের সব খবর জেনে নিয়ে বললেন, تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شـــآء الله 'এসবই আগামীকাল মুসলমানদের গণীমতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ'।

ইসলামী বাহিনী হোনায়েন-এর পথে :

৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শনিবার মক্কা থেকে ২,০০০ নওমুসলিম সহ ১২,০০০ সেনাদল নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হোনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[৮] এটা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কায় আগমনের ঊনিশতম দিন। এই সময় আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

যাতু আনওয়াত্ব :

'হোনায়েন' হ'ল মক্কা ও ত্বায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম, যা মক্কা হ'তে আরাফাতের রাস্তা ধরে ১০ মাইলের কিছু (بضعة عشر ميلا) দূরে অবস্থিত একটি পাহাড় বেষ্টিত উপত্যকা। ১০ই শাওয়াল বুধবার ভোর রাতে মুসলিম বাহিনী হোনায়েন উপস্থিত হয়। যাওয়ার পথে তারা একটি বড় সতেজ-সবুজ কুল গাছ দেখতে পান। যাকে 'যাতু আনওয়াত্ব' (ذات أنواط) বলা হ'ত। মুশরিকরা এটিকে 'মঙ্গল বৃক্ষ' মনে করত। এখানে তারা পশু যবহ করত, এর উপরে অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত, এখানে পূজা দিত ও মেলা বসাত। তা দেখে কেউ কেউ বলে উঠলো, اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ 'আমাদের জন্য (হে রাসূল) একটি যাতে আনওয়াত্ব দিন, যেমন ওদের রয়েছে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন, اللهُ أَكْبَرُ، قُلْتُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى 'আল্লাহু আকবর! সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন নিহিত, তোমরা ঠিক সেইরূপ কথা বলছ, যেরূপ মূসার কওম বলেছিল, اِجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ 'আমাদের জন্য একটি উপাস্য দিন, যেমন তাদের বহু উপাস্য রয়েছে'। আর মূসা তাদের জওয়াবে বলেছিলেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ 'তোমরা মূর্খ জাতি' *(আ'রাফ ৭/১৩৮)*। তিনি বললেন, إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'এটাই হ'ল রীতি। তোমরা পূর্বের লোকদের রীতি অবশ্যই অবলম্বন করবে'।[৯]

আমরা কখনোই পরাজিত হব না :

এ সময় নিজেদের সৈন্যসংখ্যা বেশী দেখে কেউ কেউ বলে উঠেন, لَنْ نُغْلَبَ اليومَ مِـــنْ قِلَّـــةٍ 'শত্রু সংখ্যা কম হওয়ার কারণে আজ আমরা কখনোই পরাজিত হব না'। একথায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বড়ই কষ্ট পান।

যুদ্ধ শুরু : মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় :

ভোর রাতে মুসলিম বাহিনী হোনায়েন পৌঁছল। শত্রুপক্ষের ছাক্বীফ ও হাওয়াযেন গোত্রের দক্ষ তীরন্দাযরা আগেই ওঁৎ পেতে ছিল। তারা গিরিসংকটের সংকীর্ণ পথে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দলকে নাগালের মধ্যে পাওয়া মাত্রই তীরবৃষ্টি শুরু করে দিল। তাদের এ আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সবাই দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগল। বিভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলেন ৯, ১০, ১২ অথবা ১০০ জনের কম সংখ্যক লোক।[১০] এ দৃশ্য দেখে নওমুসলিম কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব বলে ওঠেন, لا تنتهي هزيمتهم دون البحر الأحمـــر 'লোহিত সাগরে পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত এদের পালানোর গতি শেষ হবে না'। আরেক জন ব্যক্তি জাবালাহ অথবা কালদাহ ইবনুল জুনায়েদ চীৎকার দিয়ে বলে ওঠল, ألا بطل السِّحْرُ اليـــومَ 'দেখ জাদু আজ বাতিল হয়ে গেল'। অর্থাৎ প্রথম ধাক্কাতেই এদের ঈমান শেষ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল এবং পূর্বের অবিশ্বাসে ফিরে যেতে উদ্যত হ'ল।

এই সংকটপূর্ণ সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বীরত্ব ও তেজস্বিতা ছিল অতুলনীয়। তিনি স্বীয় খচ্চরকে কাফের বাহিনীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য উত্তেজিত করতে থাকেন ও বলতে থাকেন, أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ 'আমি নবী। মিথ্যা নই'। 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র'।[১১] অর্থাৎ আমি যে সত্য নবী তার প্রমাণ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপরে নির্ভর করে না। এ সময় রাসূল (ছাঃ) ডানদিকে ফিরে ডাক দিয়ে বলেন, هَلُمُّوْا إِلَيَّ أيها الناسُ، أَنَا رَسُوْلُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، 'আমার দিকে এসো হে লোকেরা! আমি আল্লাহ্র রাসূল'। 'আমি আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ'।[১২] এসময় তাঁর নিকটে অল্প সংখ্যক মুহাজির ও তাঁর পরিবারের কিছু লোক ব্যতীত কেউ ছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই নওমুসলিম আবু সুফিয়ান বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব রাসূলের খচ্চরের লাগাম এবং চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব খচ্চরের রেকাব টেনে ধরে রেখেছিলেন, যাতে সে রাসূলকে নিয়ে সামনে বেড়ে যেতে না পারে। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খচ্চর থেকে নামলেন ও দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ أَنْزِلْ نَصْرَكَ 'হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য নামিয়ে দাও'।

---

৮. *মানছূরপুরী বলেন, এদের মধ্যে অনেক চুক্তিবদ্ধ মূর্তিপূজারী ছিল; রহমাতুল লিল আলামীন ১/১২৭।*

৯. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০৬; তিরমিযী হা/২১৮০; ঐ, মিশকাত হা/৫৪০৮ 'ফিতান' অধ্যায়; আহমাদ হা/২০৮৯২।*

১০. *ফাৎহুল বারী ৮/২৯-৩০ পৃঃ।*

১১. *বুখারী হা/২৮৬৪, ২৮৭৪।*

১২. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪১৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৮৯ পৃঃ, সনদ ছহীহ।*

অতঃপর তিনি চাচা আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন ছাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করার জন্য। কেননা আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দরাজ কণ্ঠের মানুষ। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন, أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ 'বায়'আতে রিযওয়ানের সাথীরা কোথায়'? তাঁর এই আওয়ায পাওয়ার সাথে সাথে গাভীর ডাকে দুধের বাছুর ছুটে আসার মত লাব্বায়েক লাব্বায়েক ধ্বনি দিয়ে চারদিক থেকে ছাহাবীগণ ছুটে এলেন।[১৩] কারু কারু এমন অবস্থা হয়েছিল যে, স্বীয় উটকে ফিরাতে সক্ষম না হয়ে স্রেফ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়ে ছুটে রাসূলের নিকটে চলে আসেন।

এরপর হযরত আব্বাস (রাঃ) يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ 'হে আনছারগণ!' বলে আনছারদের আহ্বান করলেন। অবশেষে দেখা গেল যে, যে গতিতে মুসলমানেরা ফিরে গিয়েছিল, তার চেয়ে দ্রুত গতিতে তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করল। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মুষ্টি বালু উঠিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, شَاهَتِ الْوُجُوْهُ 'চেহারাগুলো বিকৃত হৌক'।[১৪] এই এক মুঠো বালু শত্রুপক্ষের প্রত্যেকের দু'চোখে ভরে যায় এবং তারা পালাতে থাকে। ফলে যুদ্ধের গতি স্তিমিত হয়ে যায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنْهَزَمُوْا وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ 'মুহাম্মাদের প্রভুর কসম! ওরা পরাজিত হয়ে গেছে'।[১৫] নিঃসন্দেহে এটা ছিল আল্লাহর গায়েবী মদদ, যা তিনি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন।

শত্রুপক্ষের শোচনীয় পরাজয় :

ধূলি নিক্ষেপের পরপরই শত্রুদের পরাজয়ের ধারা সূচিত হয় এবং সত্তরের অধিক লাশ ফেলে তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে শুরু করে। তাদের নেতা মালেক বিন আওফ বড় দলটি নিয়ে স্বীয় স্ত্রী-পরিজন ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ত্বায়েফের দুর্গে আশ্রয় নেন'। আরেকটি দল তাদের নারী-শিশু ও গবাদি পশু নিয়ে আওত্বাস ঘাঁটিতে চলে যায়। আরেকটি দল নাখলার দিকে পলায়ন করে।

প্রথমোক্ত দলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ১০০০ সৈন্যসহ খালেদ বিন ওয়ালীদকে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় দলটির জন্য আবু আমের আল-আশ'আরীকে একটি সেনাদল সহ পাঠানো হয়। তিনি তাদের উপরে জয়লাভ করেন। কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তৃতীয় দলটির পিছনে একদল অশ্বারোহীকে পাঠানো হয়। যাদের হাতে তারা পরাভূত হয় এবং তাদের প্রবীণ নেতা দুরাইদ বিন ছাম্মাহ নিহত হয়।

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা :

মানছূরপুরীর হিসাব মতে হোনায়েন যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে শহীদের সংখ্যা ছিল ৬ এবং কাফির পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল ৭১।

বিপুল গণীমত লাভ :

আওত্বাস ঘাঁটিতে শত্রুপক্ষের নিকট থেকে যে বিপুল গণীমত লাভ হয়, তার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

বন্দী : ৬,০০০ নারী-শিশুসহ, **উট :** ২৪,০০০, **দুম্বা-বকরী :** ৪০,০০০-এর অধিক, **রৌপ্য :** ৪,০০০ উক্বিয়া। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সব সম্পদ একত্রিত করে 'জি'র্রানাহ' (الجعرانة) নামক স্থানে জমা রাখেন এবং মাসঊদ বিন আমর গেফারীকে তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ত্বায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং অবসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি গণীমত বণ্টন করেননি। বন্দীদের মধ্যে হালীমার কন্যা রাসূল (ছাঃ)-এর দুধবোন শায়মা বিনতুল হারেছ (شيماء بنت الحارث السعدية) আস-সা'দিয়াহ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চিনতে পেরে নিজের চাদর বিছিয়ে তাতে বসতে দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। অতঃপর তাকে তার ইচ্ছানুযায়ী তার কওমের নিকটে ফেরৎ পাঠান।

বস্তুতঃ এটাই ছিল সেই ওয়াদার বাস্তবতা, যে বিষয়ে আল্লাহ বলেছিলেন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ- ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ- ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- (التوبة ٢٥-٢٧)-

অনুবাদ : 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক স্থানে, বিশেষ করে হোনায়েনের দিন। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করে ফেলেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। বরং প্রশস্ত যমীন তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পিঠ ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে'। 'অতঃপর আল্লাহ তাঁর বিশেষ প্রশান্তি 'সাকীনা' অবতীর্ণ করেন স্বীয় রাসূল ও মুমিনদের উপরে এবং নাযিল করেন এমন সেনাদল, যাদের তোমরা দেখোনি এবং কাফিরদের তিনি শাস্তি প্রদান করেন। আর এটি ছিল তাদের কর্মফল'। (এ ঘটনার পরে) আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন, তওবার তাওফীক দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবাহ ৯/২৫-২৭)*।

---

১৩. *মুসলিম হা/১৭৭৫ 'হুনায়েন যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৮৮৮।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ-৭।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৮।*

শেষোক্ত আয়াতে যে তওবার কথা বলা হয়েছে, তাতে ইঙ্গিত রয়েছে শত্রুপক্ষের নেতা মালেক বিন আওফ ও তার সাথীদের প্রতি। যারা পরে সবাই ইসলাম কবুল করে ফিরে আসেন। -*ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

ত্বায়েফ যুদ্ধ (غزوة الطائف) :

এটি ছিল মূলতঃ হোনায়েন যুদ্ধেরই বর্ধিত অংশ। হোনায়েন যুদ্ধ হ'তে পালিয়ে যাওয়া সেনাপতি মালেক বিন আওফ নাছরী তার দলবল নিয়ে ত্বায়েফ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য এক হাযার সৈন্যসহ খালেদ বিন ওয়ালীদকে পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হোনায়েন-এর গণীমত সমূহ জি'র্রানাহতে জমা করে রেখে নিজেই ত্বায়েফ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে তিনি নাখলা, ইয়ামানিয়াহ, ক্বারনুল মানাযিল, লিয়াহ (لِيَـــة) প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করেন এবং লিয়াহতে অবস্থিত মালেক বিন আওফের একটি সেনাঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেন। অতঃপর ত্বায়েফ গিয়ে দুর্গের নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করেন এবং দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধের সময়কাল ১০, ১৫, ১৮, ২০ ও ৪০ দিন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। অবরোধের প্রথম দিকে দুর্গের মধ্য হ'তে বৃষ্টির মত তীর নিক্ষিপ্ত হয়। তাতে মুসলিম বাহিনীর ১২ জন শহীদ হন। অনেকে আহত হন। পরে তাদের উপরে কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয়, যা খায়বর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। শত্রুরা পাল্টা উত্তপ্ত লোহার খণ্ড নিক্ষেপ করে। তাতেও বেশ কিছু মুসলমান শহীদ হন।

এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে একটি ঘোষণা প্রচার করা হয় যে, 'مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا مِنَ الْعَبِيْدِ فَهُـــوَ حُـــرٌّ' যেসব গোলাম আমাদের নিকটে এসে আত্মসমর্পণ করবে, সে মুক্ত হয়ে যাবে'। এই ঘোষণায় ভাল ফল হয়। একে একে ২৩ জন ক্রীতদাস দুর্গ প্রাচীর টপকে বেরিয়ে আসে এবং সবাই মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে যায়।[১৬] এদের মধ্যকার একজন ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ)। নারী নেতৃত্বের অকল্যাণ সম্পর্কিত ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের যিনি বর্ণনাকারী। 'আবু বাকরাহ' নামটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া উপনাম। কেননা বাকরাহ (بَكَـــرَة) অর্থ কূয়া থেকে পানি তোলার চাক্কি। যার সাহায্যে তিনি দুর্গপ্রাচীর থেকে বাইরে নামতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে তার মুনিবের পক্ষ থেকে তাকে ফেরৎ দানের দাবী করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, هُوَ طَلِيْقُ اللهِ وَطَلِيْقُ رَسُـــوْلِهِ 'সে আল্লাহ্র মুক্ত দাস, অতঃপর তাঁর রাসূলের মুক্ত দাস'।[১৭]

গোলামদের পলায়ন দুর্গবাসীদের জন্য ক্ষতির কারণ হ'লেও আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কেননা তাদের কাছে এক বছরের জন্য খাদ্য ও পানীয় মওজুদ ছিল। উপরন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত তীর ও উত্তপ্ত লোহা খণ্ডের আঘাতে মুসলমানদের ক্ষতি হ'তে থাকল। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নওফাল বিন মু'আবিয়া দীলীর (نَوْفَل بـــن معاويـــة الدِّيلي) 'নিকটে পরামর্শ চাইলেন। তিনি তাকে অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিয়ে বললেন, هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركتـــه لم يـــضرك، 'ওরা গর্তের শিয়াল। যদি আপনি এভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, তবে ধরে ফেলতে পারবেন। আর যদি ছেড়ে যান, তাহ'লে ওরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং ওমর (রাঃ)-এর মাধ্যমে পরদিন মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা জারি করে দিলেন। কিন্তু এতে ছাহাবীগণ সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তারা বললেন, বিজয় অসমাপ্ত রেখে আমরা কেন ফিরে যাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঠিক আছে। কাল তাহ'লে আবার যুদ্ধ শুরু কর'। ফলে তারা যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু কিছু লোক আহত হওয়া ব্যতীত কোন লাভ হ'ল না। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إنا قافلون غـــداً إن شـــاء الله 'আগামীকাল আমরা রওয়ানা হচ্ছি ইনশাআল্লাহ'। এবারে আর কেউ দ্বিরুক্তি না করে খুশী মনে প্রস্তুতি নিতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসতে লাগলেন।

এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনি বনু ছাক্বীফদের উপরে বদ দো'আ করুন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করে বললেন, اَللّٰهُمَّ اهْـــدِ ثَقِيْفًـــا وَأْتِ بِهِـــمْ 'হে আল্লাহ! তুমি ছাক্বীফদের হেদায়াত কর এবং তাদেরকে নিয়ে এসো'।[১৯] রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ কবুল হয়েছিল এবং সেনানায়ক মালেক বিন আওফসহ হাওয়াযেন ও ছাক্বীফ গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে মদীনায় আসে।

উল্লেখ্য যে, এই সেই ত্বায়েফ, যেখানে দশম নববী বর্ষে মক্কা থেকে ৬০ মাইল পায়ে হেটে এসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাক্বীফ নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। বিনিময়ে পেয়েছিলেন তাদের মর্মান্তিক যুলুম ও অবর্ণনীয় দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। অথচ আজ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের ক্ষমা করে হেদায়াতের দো'আ করলেন।

---

১৬. *আহমাদ হা/২২২৯, সনদ হাসান লেগাইরিহী-আরনাউত্ব।*
১৭. *আহমাদ হা/১৭৫৬৫, সনদ ছহীহ; যাদুল মা'আদ ৩/৪৪১।*
১৮. *যাদুল মা'আদ, ৩/৪৩৫; আর-রাহীক্ব, পৃঃ ৪১৯; আলবানী বক্তব্যটির সনদ যঈফ বলেছেন, ফিক্বহুস সীরাহ, পৃঃ ৩৯৭)।*
১৯. *আহমাদ হা/১৪৭৪৩, সনদ শক্তিশালী, -আরনাউত্ব; তিরমিযী হা/৩৯৪২, আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী। কিন্তু এটি আবুয্ যুবায়ের সূত্রে বর্ণিত যিনি 'মুদাল্লিস' -মিশকাত হা/৫৯৮৬-এর টীকা, 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, অনুচ্ছেদ-১।*

হতাহতের সংখ্যা : ত্বায়েফ যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১২ জনের অধিক শহীদ হন এবং অনেক সংখ্যক লোক আহত হন। তবে কাফেরদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি।

হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন :

হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন না করেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ত্বায়েফ গিয়েছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিলম্বের কারণ ছিল হাওয়াযেন গোত্রের নেতারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আসলে তাদের বন্দীদের ও তাদের মাল-সম্পদাদি ফেরত দিবেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সুযোগ পেয়েও হতভাগাদের কেউ আসলো না। তখন তিনি যুদ্ধজয়ের রীতি অনুযায়ী গণীমত বণ্টন শুরু করলেন।

বণ্টন নীতি :

বণ্টনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'মুওয়াল্লাফাতুল কুলূব' অর্থাৎ মক্কার নওমুসলিম কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের এবং অন্যান্য গোত্র নেতাদের মুখ বন্ধ করার নীতি অবলম্বন করেন। যাতে তাদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব শক্তভাবে বসে যায়। সেমতে তাদেরকেই বড় বড় অংশ দেওয়া হয়। গণীমতের এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকী সব বণ্টন করে দেওয়া হয়। বড় বড় নেতাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইবনু হারবকে ৪০ উক্বিয়া রৌপ্য এবং ১০০ উট দেওয়া হয়। পরে তার দাবী মতে তার দুই পুত্র ইয়াযীদ ও মু'আবিয়াকে ১০০টি করে উট দেওয়া হয়। হাকীম বিন হেযামকে প্রথমে ১০০টি উট পরে তার দাবী অনুযায়ী আরো ১০০টি দেওয়া হয়। ছাফওয়ান বিন উমাইয়াকে প্রথমে ১০০ পরে ১০০ পরে আরও ১০০ মোট ৩০০ উট দেওয়া হয়। হারেছ বিন কালদাহকে ১০০ উট এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতাকেও একশ একশ করে উট দেওয়া হয়। অন্যদেরকে মর্যাদা অনুযায়ী পঞ্চাশ, চল্লিশ ইত্যাদি সংখ্যায় উট দিতে থাকেন। এমনকি এমন কথা রটে যায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এত বেশী দান করছেন যে, কারু আর অভাব থাকবে না। এর ফলে বেদুঈনরা এসে এমন ভিড় জমালো যে, এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি গাছের কাছে কোনঠাসা হয়ে পড়লেন। যাতে তাঁর গায়ের চাদরটা জড়িয়ে গেল। তখন তিনি বলে উঠলেন أيها النــــاس، رُدُّوْا عَلَــيَّ رِدَائِـــي 'হে লোকেরা! চাদরটা আমাকে ফিরিয়ে দাও'। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, যদি আমার নিকটে তেহামার বৃক্ষরাজি গণীমত হিসাবে থাকত, তাও আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। তখন তোমরা আমাকে কৃপণ, কাপুরুষ বা মিথ্যাবাদী হিসাবে পেতে না'। তারপর স্বীয় উটের দেহ থেকে একটি লোম উঠিয়ে হাতে উঁচু করে ধরে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ! وَاللهِ مَا لِى مِنَ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ خُمُسٌ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ 'হে জনগণ! আল্লাহ্র কসম! ফাই বা গণীমতের কিছুই আমার কাছে আর অবশিষ্ট নেই। এমনকি এই লোমটিও নেই, এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত। যা অবশেষে তোমাদের কাছেই ফিরে যাবে'।[20]

এইভাবে নওমুসলিম মুওয়াল্লাফাতুল কুলূবদের দেওয়ার পর বাকী গণীমত ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)-কে হিসাব করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাতে দেখা যায় যে, প্রতিজন পদাতিকের মাত্র চারটি উট ও চল্লিশটি বকরী এবং অশ্বারোহীর ১২টি উট ও ১২০টি করে বকরী ভাগে পড়েছে। এই যৎসামান্য গণীমত নিয়েই তাদেরকে খুশী থাকতে হয়।

তৃণভোজী পশুর সম্মুখে এক গোছা ঘাসের আঁটি ধরলে যেমন সে ছুটে আসে, মানুষের মধ্যে অনুরূপ একদল মানুষ আছে, যাদেরকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়েই কাছে টানতে হয়। সদ্য দলে আগত লোকদের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) অনেকের জন্য উক্ত নীতি অবলম্বন করেন কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম তো পরীক্ষিত মানুষ। দুনিয়া তাদের কাছে তুচ্ছ বিষয়। আখেরাত তাদের নিকটে মুখ্য। তাই তাদের ব্যাপারে রাসূলের কোন উদ্বেগ ছিল না।

আনছারগণের বিমর্ষতা ও রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণ :

মক্কার নওমুসলিমদের মধ্যে গণীমতের বৃহদাংশ বণ্টন করে দেওয়ায় আনছারগণের মধ্যে কিছুটা বিমর্ষতা দেখা দেয়। কেউ কেউ বলে বসেন, لَقِيَ وَاللهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ قَوْمَـــهُ 'আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কওমের সাথে মিশে গেছেন'। কেউ কেউ বলল, إِذَا كَانَتْ شَـــدِيْدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيْمَةَ غَيْرُنَا 'যখন কঠিন সময় আসে, তখন আমাদের ডাকা হয়। আর গণীমত দেওয়া হয় অন্যদের'। খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ্র মাধ্যমে এ খবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত তাদের কাছে গমন করেন এবং সমবেত আনছারদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে হামদ ও ছানার পরে বলেন, يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِيْ عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوْهَا عَلَيّ فِيْ أَنْفُسِكُمْ 'হে আনছারগণ! তোমাদের কিছু কথা আমার নিকটে পৌঁছেছে। তোমাদের অন্তরে আমার উপরে কিছু অসন্তুষ্টি দানা বেঁধেছে। أَلَمْ آتِكُمْ ضُلاَلاً فَهَدَاكُمُ اللهُ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ؟ 'আমি কি তোমাদের নিকটে এমন অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সুপথ প্রদর্শন করেন। যখন তোমরা অভাবগ্রস্ত ছিলে, অতঃপর

২০. *আহমাদ হা/৬৭২৯, নাসাঈ হা/৩৬৮৮, আবু দাঊদ, হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/৪০২৫।*

আল্লাহ তোমাদের সচ্ছলতা দান করেন? তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দেন'? তারা বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! তোমরা কি জবাব দিবে না? তারা বললেন, আমরা আর কি জবাব দেব হে আল্লাহ্র রাসূল! এসবই তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগ্রহ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দেখ তোমরা ইচ্ছা করলে একথাও বলতে পার এবং সেটা বললে, তোমরা অবশ্য সত্য কথাই বলবে- সেটা এই যে, 'আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন এমন সময় যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে সত্য বলে জেনেছি। যখন আপনি ছিলেন অপদস্থ, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। যখন আপনি ছিলেন বিতাড়িত, তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। যখন আপনি ছিলেন অভাবগ্রস্ত, তখন আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছি'।

অতঃপর তিনি বলেন, أَوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِيْ أَنْفُسِكُمْ فِيْ لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوْا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلاَمِكُمْ 'হে আনছারগণ! দুনিয়ার এক গোছা ঘাসের জন্য তোমরা মনে কষ্ট নিয়েছ, যার মাধ্যমে আমি লোকদের অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে চেয়েছি, যাতে তারা অনুগত হয়? আর তোমাদেরকে সোপর্দ করেছি তোমাদের ইসলামের উপর (অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইসলামই যথেষ্ট)। أَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَرْجِعُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ 'হে আনছারগণ! তোমরা কি চাও না যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে চলে যাক, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ফিরে যাও? أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحُوْزُوْنَهُ إِلَى بُيُوْتِكُمْ؟ 'তোমরা কি চাও না যে, লোকেরা দুনিয়া নিয়ে চলে যাক। আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে চলে যাও ও তাঁকে তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দাও?' 'অতএব সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে রয়েছে মুহাম্মাদের জীবন, যদি হিজরত না থাকত, তাহ'লে আমি হ'তাম আনছারদের মধ্যকার একজন। যদি লোকেরা বিভিন্ন গোত্র বেছে নেয়, তবে আমি আনছারদের গোত্রে প্রবেশ করব'। اَللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ 'হে আল্লাহ! তুমি আনছারদের উপরে রহম কর। আনছারদের সন্তানদের উপরে রহম কর এবং তাদের সন্তানগণের সন্তানদের উপরে রহম কর'।

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষণ শুনে কাঁদতে কাঁদতে সকলের দাড়ি ভিজে গেল এবং তারা সবাই বলে উঠল, رَضِيْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ قَسْمًا وَحَظًّا 'আমরা সবাই আল্লাহ্র রাসূলের ভাগ-বণ্টনে সন্তুষ্ট'।[21]

হাওয়াযেন প্রতিনিধি দলের আগমন ও বন্দীদের ফেরৎ দান :

গণীমত বণ্টন সম্পন্ন হবার পর যোহায়ের বিন ছারদ (زهير بن صرد)-এর নেতৃত্বে হাওয়াযেন গোত্রের ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুসলমান অবস্থায় আগমন করে। এই দলে রাসূলের দুধ চাচা আবু বুরক্বান (أبو بُرْقَان) ছিলেন। তাঁরা অনুরোধ করলেন যে, অনুগ্রহ পূর্বক তাদের বন্দীদের ও মাল-সম্পদাদি ফেরৎ দেওয়া হৌক'। তাদের কথা-বার্তায় এতই কাকুতি-মিনতি ছিল যে, হৃদয় গলে যায়। তাদের বক্তব্য মতে বন্দীনীদের মধ্যে রাসূলের দুগ্ধ সম্পর্কিত খালা-ফুফুরাও ছিলেন। যাদের বন্দী রাখা ছিল নিতান্ত অবমাননাকর বিষয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার ও অন্যান্য গোত্রের নও মুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, إن معي من ترون،... فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ 'আমার সঙ্গে যারা আছে, তোমরা তো তাদের দেখতেই পাচ্ছ' (অর্থাৎ মাল-সম্পদ তারা ফেরৎ দিবে না)।... এক্ষণে তোমাদের সন্তানাদি ও নারীগণ তোমাদের নিকটে অধিক প্রিয়, না তোমাদের ধন-সম্পদ'? জবাবে তারা বললেন, ما كنا نعدل بالأحساب شيئًا 'আমরা কোন কিছুকেই বংশ মর্যাদার তুলনীয় মনে করি না'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, যোহরের জামা'আত শেষে তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে, إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا 'আমরা রাসূলকে মুমিনদের নিকটে এবং মুমিনদেরকে রাসূলের নিকটে সুফারিশকারী বানাচ্ছি আমাদের বন্দীদেরকে আমাদের নিকটে ফিরিয়ে দেবার জন্য'।

---

২১. *ইবনে হিশাম ২/৪৯৯-৫০০; আহমাদ হা/১১৭৪৮; বুখারী হা/৪৩৩৭ 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায়-৬৪, 'ত্বায়েফ যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৫৬।*

রাসূল (ছাঃ)-এর কথামত তারা যোহরের ছালাত শেষে সকলের উদ্দেশ্যে উক্ত অনুরোধ পেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার ও বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের অংশে যা আছে, সবই তোমাদের। এক্ষণে আমি তোমাদের জন্য লোকদের নিকটে সওয়াল করছি (سأسأل لكم الناس)। তখন মুহাজির ও আনছারগণ বললেন, আমাদের অংশের সবকিছু আমরা রাসূলকে দিয়ে দিলাম'। এবার আক্বরা বিন হাবিস বললেন, আমার ও বনু তামীমের অংশ দিলাম না'। একইভাবে উওয়ায়না বিন হিছন বললেন, আমার ও বনু ফাযারাহ্র অংশও নয়'। আব্বাস বিন মিরদাস বললেন, আমার ও বনু সুলায়েম-এর অংশও নয়'। কিন্তু তার গোত্র বনু সোলায়েম বলে উঠল, না আমাদের অংশের সবটুকু আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দিয়ে দিলাম'। মিরদাস তখন তার গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, وَهَنْتُمُوْنِيْ 'তোমরা আমাকে অপদস্থ করলে'?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'দেখ এই লোকগুলি মুসলমান হয়ে এখানে এসেছে। উক্ত উদ্দেশ্যেই আমি তাদের বন্দী বণ্টনে দেরী করেছিলাম। আমি তাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কোন কিছুকেই তাদের বন্দীদের সমতুল্য মনে করেনি। অতএব যার নিকটে বন্দীদের কেউ রয়েছে সন্তুষ্টচিত্তে তাকে ফেরত দিলে সেটাই উত্তম পন্থা হবে। আর যদি কেউ আটকে রাখে, তবে সেটা তার এখতিয়ার। তবে যদি সে ফেরৎ দেয়, তবে আগামীতে অর্জিত প্রথম গণীমতে তাকে একটির বিনিময়ে ছয়টি অংশ দেওয়া হবে'। তখন লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো, قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য সবকিছুই হৃষ্টচিত্তে ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কে কে রাযী ও কে কে রাযী নও, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। অতএব তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের দল নেতাদের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দাও'।[২২] তখন সবাই তাদের বন্দী নারী-শিশুদের ফেরত দিল। কেবল বনু ফাযারাহ নেতা উওয়ায়না বিন হিছন বাকী রইল। তার অংশে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। পরে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। এইভাবে ৬,০০০ যুদ্ধ বন্দীর সবাই মুক্তি পেয়ে যায়। মুক্তি দানের সময় প্রত্যেক বন্দীকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একটি করে মূল্যবান ক্বিবতী চাদর উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। রাসূলের এই উদারনীতি ছিল তৎকালীন সময়ের যুদ্ধনীতিতে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা।

ওমরাহ পালন ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন :

জি'ইর্রানাহতে গণীমত বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওমরাহ পালনের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। অতঃপর মক্কা গমন করে ওমরাহ পালন করলেন। অতঃপর আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার প্রশাসক হিসাবে বহাল রেখে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ২৪শে যুলক্বা'দাহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হোনায়েন যুদ্ধের গুরুত্ব :

১. এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে আরব বেদুঈনদের বড় ধরনের সকল বিদ্রোহের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। কেননা এই যুদ্ধের পরে ৯ম হিজরীর রজব মাসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধে অংশ নেন রোমকদের বিরুদ্ধে তাবুক অভিযানে।

২. এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে দোদুল্যমান অনেক নও মুসলিমের মনে ইসলামের অপরাজেয় শক্তিমত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তারা আর কখনো ইসলামের বিরোধিতা করার চিন্তা করেনি। যেমন মক্কার শায়বা বিন ওছমান, নযর বিন হারেছ প্রমুখ ব্যক্তি হোনায়েন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সুযোগ মত রাসূলকে হত্যা করার জন্য। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় মুসলমানদের পালানোর হিড়িকের মধ্যে শায়বা রাসূলের নিকটবর্তী হয়েছিল তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করার জন্য। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে হাত দিয়ে দো'আ করেন, হে আল্লাহ! তুমি এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও'! সাথে সাথে শায়বার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে ও ইসলামের পক্ষে বীরযোদ্ধা বনে যান। নযর বিন হারেছেরও একই অবস্থা হয়।

৩. এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলিম শক্তি আরব উপদ্বীপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। এমনকি তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমকগণ ব্যতীত মুসলিম শক্তির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. সংখ্যা শক্তি নয়, কেবল ঈমানী শক্তিই ইসলামী বিজয়ের মূল চালিকাশক্তি। একথার অন্যতম বাস্তব প্রমাণ হ'ল হোনায়েন যুদ্ধে বিজয়।

২. শিরকের প্রতি আকর্ষণ যে মানুষের সহজাত শয়তানী প্ররোচনা, সেকথারও প্রমাণ পাওয়া যায় হোনায়েন যাত্রাপথে মুশরিকদের পূজিত কুলগাছ (ذات أنواط) দেখে অনুরূপ

[২২] *বুখারী হা/২৩০৭; আবু দাউদ হা/২৬৯৪।*

একটি পূজার বৃক্ষ নিজেদের জন্য নির্ধারণকল্পে কিছু নও মুসলিমের আবদারের মধ্যে। অথচ শিরকী চেতনার টুটি চেপে ধরে তাওহীদী চেতনার উন্মেষ ঘটানোর মধ্যেই মানবতার সুষ্ঠু বিকাশ ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব।

৩. কেবল তারুণ্যের উচ্ছ্বাস দিয়ে নয় বরং যুদ্ধের জন্য প্রবীণের দূরদর্শিতার মূল্যায়ন অধিক যরূরী। শত্রুপক্ষের প্রবীণ নেতা দুরাইদ বিন ছাম্মাহ্‌র পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তরুণ সেনাপতি মালেক বিন আওফের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণেই হোনায়েন যুদ্ধে বনু হাওয়াযেন তাদের বিপুল সম্পদরাজি এবং ছয় হাযারের মত নারী-শিশু ও বন্দীদের হারায়। পরে রাসূলের বদান্যতায় নারী-শিশু ও বন্দীগণ মুক্তি পায়।

৪. অহংকার পতনের মূল- একথারও প্রমাণ মিলেছে হোনায়েনের যুদ্ধে। যখন কিছু মুসলিম সৈন্যের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ ‘আজ আমরা কখনোই পরাজিত হব না’। যুদ্ধের শুরুতেই তাদের পলায়ন দশার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের এই অহংকার চূর্ণ করে দেন।

৫. নেতার প্রতি কেবল আনুগত্য নয়- হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা ও আকর্ষণ থাকা প্রয়োজন। নইলে বড় কোন বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন হোনায়েন বিপর্যয়কালে রাসূলের ও তাঁর চাচা আব্বাসের আহ্বান শুনে ছাহাবীগণ গাভীর ডাকে বাছুরের ছুটে আসার ন্যায় লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলতে বলতে চৌম্বিক গতিতে ছুটে এসেছিলেন।

৬. চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পরেই কেবল আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে যেমন ছাহাবীগণ যুদ্ধে ফিরে আসার পরেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) শত্রুপক্ষের দিকে বালু নিক্ষেপ করেন এবং এর পরে তাদের পরাজয়ের ধারা সূচিত হয়।

৭. সর্বাবস্থায় মানবতাকে উচ্চে স্থান দিতে হবে। তাই দেখা যায় যুগের নিয়ম অনুযায়ী বিজিত পক্ষের নারী-শিশু ও বন্দীদের বণ্টন করে দেবার পরেও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ফেরৎ দিলেন। এমনকি ছয়গুণ বিনিময় মূল্য দিয়ে অন্যের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে তাদেরকে স্ব স্ব গোত্রে ফেরৎ পাঠালেন। এ ছিল সেযুগের জন্য এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। বলা চলে যে, এই উদারতার ফলশ্রুতিতেই বনু হাওয়াযেন ও বনু ছাক্বীফ দ্রুত ইসলাম কবুল করে মদীনায় আসে।

৮. বিজয়ের চাইতে হেদায়াত প্রাপ্তিই সর্বদা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেকারণ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাক্বীফ গোত্রের জন্য বদদো‘আ না করে হেদায়াতের দো‘আ করেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়।

৯. দুনিয়া পূজারীদের অনুগত করার জন্য তাদেরকে অধিকহারে দুনিয়াবী সুযোগ দেওয়া ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধ- তার প্রমাণ পাওয়া যায়- আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হেযাম, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া প্রমুখকে তাদের চাহিদামত বিপুল গণীমত দেওয়ার মধ্যে। অথচ আখেরাত পিয়াসী আনছার ও মুহাজিরগণকে নামে মাত্র গণীমত প্রদান করা হয়।

১০. আমীর ও মা‘মূর উভয়কে উভয়ের প্রতি নির্লোভ সততা ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখতে হয়। সে সততা ও বিশ্বাসে সামান্য চিড় দেখা দিলেই উভয়কে অগ্রণী হয়ে তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে হয়। যেমন রাসূলের গণীমত বণ্টনে আনছারদের অসন্তুষ্টির খবর তাদের নেতা সা‘দ বিন ওবাদাহ্‌র মাধ্যমে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত তাদের কাছে পৌঁছে যান এবং তাদের সন্দেহের নিরসন ঘটান। ফলে অসন্তুষ্টির আগুন মহব্বতের অশ্রুতে ভিজে নির্মূল হয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ

*-শিহাবুদ্দীন আহমাদ**

(৫ম কিস্তি)

ভারতীয় উপমহাদেশে ফৎওয়ার উৎপত্তি :

ইসলামের কেন্দ্রভূমি মক্কা মুকাররামাহ হতে সুদূর প্রান্তে অবস্থান করলেও মধ্যযুগ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাদপীঠে পরিণত হয়। মুসলিম বিশ্বে দ্বীনী জ্ঞানচর্চার বিকাশে অত্র অঞ্চলের আলেমগণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। ৭১১ হিজরীতে তরুণ মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয় সূচিত হয়। অতঃপর ১২০৬ সালে গযনীর সুলতান মুহাম্মাদ ঘোরীর উত্তর-পূর্ব ভারত বিজয় এবং দিল্লীতে রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে উপমহাদেশে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বিকাশ হতে থাকে। ধীরে ধীরে ভারত উপমহাদেশের আনাচে কানাচে সর্বত্রই এই দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে যায়। একইভাবে দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দারসগাহ ও খানকাহ স্থাপিত হতে লাগল। বিশেষত এ সময় দিল্লী, দেওবন্দ, করাচী ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলের দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপমহাদেশে ফিকহ ও ফৎওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয়। এক্ষণে আমরা উপমহাদেশের যেসকল ওলামায়ে কেরাম ফিকহ ও ফৎওয়া চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং তাদের ফৎওয়াসমূহ নিয়ে যেসকল সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করব।

উপমহাদেশে ফৎওয়ার বিকাশ :

উপমহাদেশে ফিকহ ও ফৎওয়া চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনায় যে বিষয়টি প্রথমেই জ্ঞাতব্য তা হল, মুহাম্মাদ ঘোরীর সামরিক বিজয়ের পর যে মুসলিম শাসকগণ ভারত শাসন করেছিলেন তারা ছিলেন নওমুসলিম তুর্কী এবং হানাফী মাযহাবভুক্ত। ফলে অত্র অঞ্চলের সুন্নী আলেমগণ ছিলেন মূলতঃ হানাফী।[২৩] এ কারণে উপমহাদেশে ফৎওয়ার চর্চা এবং উৎপত্তি ও বিকাশ বলা যায় একচেটিয়াভাবে হানাফী মাযহাবের উপরই ভিত্তিশীল ছিল। যদিও মুলতান, দিল্লী, বিহার, কাশ্মীর, বাংলাদেশের সোনারগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে হাদীছভিত্তিক ফিকহ ও ফৎওয়া চর্চার শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। কিন্তু শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় হানাফী মাযহাবভিত্তিক ফৎওয়াই মানুষের মাঝে সার্বজনীন প্রাধান্য বিস্তার করে।

মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে ফৎওয়ার চর্চা অনেক পূর্বেই শুরু হলেও লিখিত আকারে ফৎওয়া সংকলনের কাজ শুরু হয় অষ্টম হিজরী শতাব্দীতে। ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম যে ফৎওয়া সংকলনের সন্ধান পাওয়া যায় তার নাম ‘ফাতাওয়া তাতারখানিয়া’। উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ এই ফাতাওয়া গ্রন্থটি বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়ের শাসক খান-ই-আযম বাহরাম খাঁ ওরফে তাতার খানের নির্দেশে ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে (৭৭৭ হিঃ) খ্যাতনামা আলেম ইবনুল আলা আল-আন্দারিতী আল-হানাফী সংকলন করেন।[২৪] এরপর ‘ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া’র মত কিছু ফৎওয়া সংকলন প্রকাশ পেলেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ যে ফৎওয়া সংকলনটি প্রকাশিত হয় তার নাম ‘ফাতাওয়া আলমগীরী’, যা ‘ফাতাওয়া হিন্দিয়া’ নামেও খ্যাত। মোঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ অর্ধশত বছরের (১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ) শাসনামলে এটি রচিত হয়, যা এখনও পর্যন্ত উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ফৎওয়া সংকলন। ‘দরবেশ সম্রাট’ খ্যাত আওরঙ্গজেবের ঐকান্তিক আগ্রহের প্রেক্ষিতে এবং মোল্লা নিযামের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে ফৎওয়ার এই বৃহৎ আঁকরগ্রন্থটি রচনা সম্ভব হয়েছিল। অদ্যাবধি উপমহাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্যেও হানাফী আলেমদের নিকট এটি একটি বহুল সমাদৃত গ্রন্থ। নিম্নে এই সংকলনটিসহ উপমহাদেশের অপরাপর ফৎওয়াগ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা হল।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ফাতাওয়া আলমগীরী রচিত হয়েছিল হানাফী ফিকহের ভিত্তিতে। একে হানাফী মাযহাবের তৎকালীন সময় পর্যন্ত প্রকাশিত ও পরিচিত গ্রন্থসমূহের সারনির্যাসই বলা চলে। স্বয়ং সম্রাট আলমগীরের বিশেষ আগ্রহ ছিল যাতে সকল মুসলমান ঐ সমুদয় মাসআলার উপর আমল করতে পারে, যা হানাফী মাযহাবের আলেমগণ অবশ্য পালনীয় মনে করে থাকেন। কিন্তু সমস্যা ছিল যে, ওলামা ও ফুকাহাদের মতভেদ হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে, একজন লোক যতক্ষণ পর্যন্ত ফিকহ শাস্ত্রে পরিপূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করতে না পারে এবং অনেকগুলি সুর্ববৃহৎ গ্রন্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মাসআলা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সম্রাট আলমগীর তাঁর প্রবল আগ্রহের প্রেক্ষিতেই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হ’তে ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী আলেমগণকে একত্র করলেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক

** পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

২৩. যারা কেবল হানাফীই ছিলেন না, বরং তাদের ধর্মাচরণে তুর্কী, ইরানী, আফগান, মোগল এমনকি হিন্দুয়ানী বহু আক্বীদা-আমলের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ফলে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও আমলের সাথে এতদঞ্চলের আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষের আক্বীদা-আমলে বিস্তর পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, ২২৯-২৩০ পৃঃ।

২৪. ৯৫৬ হিজরীতে এই গ্রন্থটি ১ খণ্ডে সংক্ষেপণ করেন ইবরাহীম হালাবী। গ্রন্থটি ‘যাদুল মুসাফির’ নামেও পরিচিত।

তাঁরা বিভিন্ন পুস্তকাদির সাহায্যে এমন একটি পূর্ণতর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাতে বিস্তারিতভাবে সমস্ত মাসআলা সন্নিবেশিত হয়।

আওরঙ্গজেব গ্রন্থখানি প্রণয়ন করতে প্রায় ৫০০ ফকীহকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। যাদের মধ্যে ৩০০ জন উপমহাদেশের এবং ১০০ জন ইরাক ও ১০০ জন হেজায থেকে আগমন করেছিলেন। এটি প্রণয়নে মোট আট বছর সময় লেগেছিল এবং তৎকালীন সময়ে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। শাহী গ্রন্থাগারের ১৩০-এর অধিক কিতাবাদি হ'তে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী সংকলনের কাজ চার ভাগে বিভক্ত করে প্রসিদ্ধ ও যোগ্য চারজন আলিমের উপর অর্পণ করা হয়। যাদের একেকজনের সাহায্যের জন্য দশ দশজন আলিম নিযুক্ত করা হয়। অবশ্য সামগ্রিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল শায়খ নিযামুদ্দীন বুরহানপুরীর উপর।

আরবী ভাষায় লিখিত ৬ খণ্ডে সমাপ্ত এই ফৎওয়া গ্রন্থটির উর্দূ, ফার্সীসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন উপমহাদেশের সর্বত্রই বিচারালয়সমূহে এই গ্রন্থটি অনুসৃত হত।[২৫]

ফাতাওয়া জাহাঁদারী : বিশ্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জওয়াব সমৃদ্ধ 'ফাতাওয়া-ই জাহাঁদারী' মূলত রাজনৈতিক বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচয়িতা ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ যিয়াউদ্দীন বারানী (১২৮৫-১৩৫৭ খৃঃ)। অবশ্য এখানে তিনি 'ফৎওয়া' শব্দকে কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিকে ধর্ম হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনও বিষয় বলে বিবেচনা করতেন না; বরং তাঁর আকাংখা ছিল যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য যেন প্রাচীন জীবন-বিধানের অনুসরণ করা হয়। তাই এই গ্রন্থে তিনি কুরআন, হাদীছ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পথনির্দেশের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।[২৬]

ফাতাওয়া নাযীরিয়া : 'শায়খুল কুল ফিল কুল' ও 'রঈসুল মুহাদ্দিছীন ওয়াল মুফাসসিরীন ওয়াল ফুকাহা' উপাধিতে খ্যাত মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর অনবদ্য রচনা হল 'ফাতাওয়া নাযীরিয়া'। যা তাঁর সারাজীবনের সাধনার ইলমী ফসল। মিয়াঁ সাহেবের মৃত্যুর পরে তদীয় খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ) ও মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১৮৮৫-১৯৩৫ খৃঃ)-এর সংশোধনী ও মাওলানা শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৯৬১ খৃঃ) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দু'খণ্ডে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরে দিল্লী থেকে ১৯৮৮ সালে ৩ খণ্ডে ফাতাওয়া নাযীরিয়া প্রকাশিত হয়, যাতে মোট অধ্যায় রয়েছে ৫৯টি এবং ফৎওয়া ৮০৬টি। ফতাওয়া নাযীরিয়ার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এটি কোন আহলেহাদীছ আলেম রচিত সর্বপ্রথম 'ফৎওয়া সংকলন'। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে মাযহাবী ফিকহের পরিবর্তে সর্বত্র পবিত্র কুরআন ও হাদীছ হতে দলীল প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ ইমামগণের মত প্রকাশ করা হয়েছে। তবে কোন কোন সময় ফৎওয়া জিজ্ঞেসকারীর মাযহাব অনুপাতেও ফৎওয়া প্রদান করা হয়েছে। উর্দূ ভাষায় রচিত এই ফৎওয়া সংকলনটি আজও ফৎওয়ার আঙ্গিনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসাবে সমাদৃত।[২৭]

ফাতাওয়া হামীদিয়া : উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা আলিম, মুফতী ও ফকীহ আল্লামা হামীদ ইবনু মুহাম্মাদ কুনূবী (মৃঃ ৯৮৫ হিজরী)। 'ফাতাওয়ায়ে হামীদিয়া' নামক ফৎওয়া গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।

ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া : প্রখ্যাত মুফতী শায়খ আবুল ফাতাহ রুকন ইবন হুস্‌সাম নাগারী। এই মহান ব্যক্তির অমর অবদান হল- 'ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া'।

ফাতাওয়া আব্দুল হাই : খ্যাতনামা হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাখনৌভী (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ)-এর প্রদত্ত ৮৮০টি ফৎওয়া নিয়ে ১ খণ্ডে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে দেওবন্দ থেকে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। হেদায়ার অধ্যায় বিন্যাসের আলোকে এর বিষয়সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ফাতাওয়া দারুল উলূম : ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ভারতীয় উপমহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ফৎওয়া গ্রন্থ। এটি সংকলন করেন মুফতী আযীযুর রহমান ওছমানী। ১৩৮২ হিজরী সনে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এমদাদুল ফৎওয়া : এমদাদুল ফৎওয়া গ্রন্থখানি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী আলেম হাকীমুল উম্মাহ খ্যাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী কর্তৃক সংকলিত। ১৩২৭ হিজরী সনে করাচী হতে এটি প্রকাশিত হয়েছে। উপমহাদেশের হানাফীদের নিকট এটি একটি অবশ্যপাঠ্য ফৎওয়া গ্রন্থ।

ফাতাওয়া আযীযিয়া : ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর জেষ্ঠ্যপুত্র শাহ আব্দুল আযীয (মৃঃ ১২৩৯ হিজরী) ভারতীয় উপমহাদেশে তৎকালীন সময়ে একজন বিখ্যাত আলেম ও মুফতী ছিলেন। 'ফাতাওয়া আযীযিয়া' তাঁর অমর কীর্তি।

---

২৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ ১৪/৫৫৮-৫৬৪; লেখকমণ্ডলী, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ৮১।*

২৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ ১৪/৫৬৪-৫৬৫।*

২৭. *ফাতাওয়া নাযীরিয়া (দিল্লী : নূরুল ঈমান প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃঃ ৫; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ১৪৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৪-৩৫।*

ফাতাওয়া রশীদিয়া : 'আল-আরফুশ শাযী'র লেখক তিরমিযীর ব্যাখ্যাকার খ্যাতনামা হানাফী আলেম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (মৃঃ ১৯০৫ খৃঃ) এই 'ফাতাওয়া রশীদিয়া' রচনা করেন।

ফাতাওয়া আহমাদিয়া : উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গুহী। তিনি 'ফাতাওয়া আহমাদিয়া' নামক মূল্যবান ফৎওয়া গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তা'লীমুল ইসলাম ও কিফায়াতুল মুফতী : মুফতী কিফায়াতুল্লাহ (মৃঃ ১৯৫২ খৃঃ) দিল্লীর মুফতীয়ে আযম হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর ফৎওয়া ইসলামী বিশ্বের বহু দেশের আলিমগণের নিকটে সমর্থন লাভ করেছে। তাঁর রচিত 'তা'লীমুল ইসলাম' এবং 'কিফায়াতুল মুফতী' উপমহাদেশের হানাফী সমাজে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে।

ফাতাওয়া নিযামিয়া : মুফতী নিযামুদ্দীন ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী। আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াবে ও সমাধানে তাঁর 'ফাতাওয়া নিযামিয়া' এক অমূল্য গ্রন্থ।

আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া ও তা'লীমুল ইসলাম : মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন খ্যাতিমান আলিম। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফৎওয়া শাস্ত্রের বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া' ও 'তা'লীমুল ইসলাম'।

আল-ফৎওয়া আল-ইয়ামানিয়্যা ফিল আহকামিস সামানিয়্যা : মাওলানা হাফেয আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (মৃঃ ১৯৩৯ খৃঃ) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের মুহাদ্দিছ ও হানাফী ফকীহ। ফৎওয়া ও ফিকহী বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আল-ইয়ামানিয়্যা ফিল আহকামিস সামানিয়্যা' ফৎওয়া বিষয়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[২৮]

ফাতাওয়া ছানাইয়াহ :

উপমহাদেশের বিখ্যাত আহলেহাদীছ মনীষী ফাতেহে কাদিয়ান শেরে পাঞ্জাব খ্যাত মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হিঃ) রচিত দু'টি খণ্ডে সমাপ্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ফৎওয়া গ্রন্থ। ৪৪ বছরে লিখিত এবং সম্পূর্ণ ফিকহী ধারায় সুবিন্যস্ত ইবাদত ও মু'আমালাত সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক মাসআলা সংযোজিত একটি পূর্ণাঙ্গ ফৎওয়া গ্রন্থ এটি। এর সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন পাকিস্তানের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা দাউদ রায। এতে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবু সাঈদ শরফুদ্দীন দেহলভী। এ ফৎওয়া গ্রন্থটির ১ম খণ্ডে সর্বমোট তিনটি অধ্যায় ও একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং ২য় খণ্ডে ৬টি অধ্যায় ও সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। কখনও কখনও ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়াহ থেকেও উত্তর সন্নিবেশিত হয়েছে।

২৮. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃঃ ৮০-৮৪।*

ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়াহ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, 'ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়াহ উর্দূ ভাষার ফৎওয়া গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ ও বিশুদ্ধ এবং সহজ সরল নিয়ম পদ্ধতিতে লিখিত, যা সাধারণের জন্য সহজবোধ্য এবং এটাও বলা যায় যে, ফাতাওয়া ছানাইয়াহ সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উপকারী গ্রন্থ'।[২৯]

ফাতাওয়া ওবায়দুল্লাহ মুবারকপরী :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আহলেহাদীছ মনীষী 'মিশকাত'-এর ভাষ্যগ্রন্থ 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর লেখক ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৯০৯-১৯৯৪খৃঃ)। দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন সময়ে এবং অবসর জীবনে 'মুহাদ্দিছ', 'তর্জুমান', 'আখবারে আহলেহাদীছ', 'নূরে তাওহীদ', 'আস-সিরাজ', 'আল-ফালাহ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় এবং পুস্তিকা-লিফলেটের মাধ্যমে যে সকল ফৎওয়া প্রদান করেছিলেন তা সম্প্রতি সংকলিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বৃহদাকার দুই খণ্ডে 'ফাতাওয়া শায়খুল হাদীছ মুবারকপুরী' শিরোনামে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। সংকলন করেছেন তাঁরই পৌত্র ফাওয়ায বিন আব্দুল আযীয মুবারকপুরী। এর বৈশিষ্ট্য হ'ল আহলেহাদীছের মাসলাক অনুযায়ী যথারীতি তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রকাশিত দু'খণ্ড ব্যতীত তাঁর আরও অনেক ফৎওয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা একত্রিত করা হ'লে সংকলনটি আরো কয়েকটি খণ্ডে পরিণত হবে।[৩০]

রাসায়েল ও মাসায়েল : এটি জামা'আতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীর রচিত বৃহদাকার ফৎওয়া সংকলন। ১৯৩২ সালে 'তরজুমানুল কুরআন' নামক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের উত্তর দিতে থাকেন। যা ১৯৫০ সালে উর্দূতে সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৮৮ সালে তা বাংলা ভাষায় ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বঙ্গানুবাদ করেন আব্দুশ শহীদ নাসিম। এতে দৈনন্দিন মাসআলা-মাসায়েল ছাড়াও আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে জওয়াব প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এই গ্রন্থটির যথেষ্ট ইলমী মূল্য রয়েছে। যদিও বিভিন্ন মাসআলায় কুরআন-হাদীছের নীতিবিরোধী জওয়াব গ্রন্থটিকে বিতর্কিত করেছে। তাছাড়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাওয়ায় অনেক শারঈ বিষয়ে শিথিলতাও দেখানো হয়েছে।

২৯. *ফৎওয়া ছানাইয়াহ (দিল্লী : মাকতাবায়ে তারজুমান, ২০০২), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭।*
৩০. *ফাতাওয়া শায়খুল হাদীছ মুবারকপুরী, সংকলনে : ফাওয়ায আব্দুল আযীয (দিল্লী : মাকতাবায়ে তারজুমান, ২০১০), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৭; নূরুল ইসলাম, 'ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী', মাসিক আত-তাহরীক, ১৪/২ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১০, পৃঃ ৩২।*

এছাড়া 'ফাতাওয়া রহীমীয়া', 'ফাতাওয়া হাক্কানিয়া', 'ফাতাওয়া মাহমূদিয়া', 'আহসানুল ফৎওয়া' প্রভৃতি ফৎওয়া সংকলন উপমহাদেশের হানাফী মহলে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। আহলেহাদীছ আলেমদের মধ্যে মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর ফৎওয়া গ্রন্থই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে উল্লেখিত ফৎওয়া গ্রন্থ ও মুফতী ছাড়া আরও বহু আলেম, মুফতী, ফকীহ ফৎওয়া বিষয়ে স্থান, কাল, পাত্রভেদে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন- শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ), মুফতী আব্দুল্লাহ টুনকী বিহারী, শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী প্রমুখ।

ভারত-পাকিস্তানের মত বাংলাদেশের মুফতী ও মুহাদ্দিছগণও ফৎওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের সংকলিত কিছু ফৎওয়া গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

ফাতাওয়া সিদ্দীকিয়্যা : মাওলানা নিছারুদ্দীন আহমাদ (মৃঃ ১৯৫২ খৃঃ) ছিলেন পিরোজপুরের দারুস সুন্নাহ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার পরিচালক। তিনি বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি 'দারুল ইফতা' কায়েম করেন এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটির প্রদত্ত ফৎওয়া 'ফাতাওয়া সিদ্দীকিয়া' নামে সংকলিত হয়েছে।

ফাতাওয়া বরকতিয়্যা : জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সাবেক খতীব সাইয়েদ মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (মৃঃ ১৩৯৪ হিঃ) একজন বিখ্যাত মুফতী ও ফকীহ ছিলেন। সাহিত্য, ফিকহ, উলূলে ফিকহ এবং হাদীছ প্রসঙ্গে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সংকলন ২০ হাযার ফাতাওয়ার সন্নিবেশিত গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে বরকতিয়া'। তবে এটি এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে।

এছাড়াও যাঁরা ফৎওয়া বিষয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন- মুফতী মুহাম্মাদ ইবরাহীম, মুফতী বিলায়েত হুসাইন, মুফতী মোবারক উল্লাহ, মুফতী মুহাম্মাদ আলী, মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ (মৃত ১৪০১ বঙ্গাব্দ), মুফতী মাওলানা আব্দুর রহমান (মৃত ১৯৬৮ খৃঃ), শামসুল হক ফরিদপুরী প্রমুখ। অবশ্য এ সকল ওলামায়ে কেরাম সকলেই ছিলেন হানাফী মাযহাবভুক্ত। আহলেহাদীছ আলেমদের মাঝে আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী, মাওলানা আহমাদ আলীসহ বেশ কিছু আহলেহাদীছ আলেম বই, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ফৎওয়া প্রদান করলেও সেগুলোর কোন সংকলনগ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি।

[চলবে]

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ

*শরীফুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

তাক্বলীদ কার জন্য বৈধ ও কার জন্য অবৈধ :

মহান আল্লাহ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যাবতীয় বিধি-বিধান দানের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ইসলামের বিধান মানার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো তাক্বলীদ করতেন না। অনুরূপভাবে তাবেঈগণও নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ না করে কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র ইত্তেবা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, বর্তমান যুগে মুসলমানগণ ইসলামের বিধান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত :

১- উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁরা মুজতাহিদ নামে খ্যাত। তাঁদের জন্য অন্য কারো তাক্বলীদ করা বৈধ নয়।

২- মধ্যম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁরা তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ এবং আক্বীদায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ছহীহ ও যঈফ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম, তাঁদের জন্যও অন্য কারো তাক্বলীদ করা বৈধ নয়।

৩- সাধারণ মানুষ, যাদের কুরআন ও সুন্নাহ্র কোন জ্ঞান নেই, তাদের জন্য উপরোক্ত দুই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যেকোন আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করা বৈধ। কারণ আল্লাহ বলেছেন- فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُـــوْنَ. 'তোমরা যদি না জান, তাহ'লে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ৪৩)*। তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির মত অথবা নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ বা অন্ধানুসরণ করা বৈধ নয়।

নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করার হুকুম :

কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য (সে শিক্ষিত হোক বা মূর্খই হোক) নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ তথা বিনা দলীলে তার থেকে সকল মাসআলা গ্রহণ করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসরণ করা ফরয মর্মে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন এবং কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির অন্ধানুসরণ না করে শুধু কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِـيْلاً مَّـا تَـذَكَّرُوْنَ. 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধুরূপে অনুসরণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৩)*।

আর আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত বিধান বুঝার জন্য যোগ্য আলেমের নিকটে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়ে বলেন- 'তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ৪৩)*। অতএব শরী'আতের অজানা বিষয় সমূহ আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ করতে হবে।

তাক্বলীদ একটি বহু প্রাচীন জাহেলী প্রথা। বিগত উম্মতগুলির অধঃপতনের মূলে তাক্বলীদ ছিল সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল উপাদান। তারা তাদের নবীদের পরে উম্মতের বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদের অন্ধানুসরণ করে এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে রব-এর আসন দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ব্যতীত কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র' *(তওবা ৩১)*।

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আরবাব' অর্থ এটা নয় যে, ইহুদী-নাছারাগণ তাদেরকে বিশ্বচরাচরের 'রব' মনে করত। বরং এর অর্থ হ'ল এই যে, তারা তাদের আদেশ ও নিষেধ সমূহের আনুগত্য করত। যেমন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাছারা বিদ্বান আদী বিন হাতিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হ'লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে তওবা পড়ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত (তওবা ৩১) আয়াতে পৌঁছে গেলেন। আদী বললেন, আমরা তাদের ইবাদত করি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জওয়াবে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু হালাল করেছেন তা কি তারা হারাম করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম গণ্য করতে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল গণ্য করতে। আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটাইতো তাদের ইবাদত হ'ল।[৩১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَـــاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَـــدُوْنَ. 'আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৩১. *ইমাম রাযী, তাফসীরুল কাবীর ১৬/২৭; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ১৫১।*

যার উপর পেয়েছি। যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহ'লেও কি'? *(বাক্বারাহ ১৭০)*

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর নাযিলকৃত প্রকাশ্য দলীল সমূহের অনুসরণ করে। কিন্তু তারা বলে যে, আমরা ওসবের অনুসরণ করব না, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করব। তারা যেন তাক্বলীদের মাধ্যমে দলীলকে প্রতিরোধ করছে।

ইমাম রাযী বলেন, যদি মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিটিকে বলা হয় যে, কোন মানুষের প্রতি তাক্বলীদ সিদ্ধ হবার শর্ত হ'ল একথা জ্ঞাত হওয়া যে, ঐ ব্যক্তি হক-এর উপরে আছেন, একথা তুমি স্বীকার কর কি-না? যদি স্বীকার কর তাহ'লে জিজ্ঞেস করব তুমি কিভাবে জানলে যে লোকটি হক-এর উপরে আছেন? যদি তুমি অন্যের তাক্বলীদ করা দেখে তাক্বলীদ করে থাক, তাহ'লে তো গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে গেল। আর যদি তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে থাক, তাহ'লে তো আর তাক্বলীদের দরকার নেই, তোমার জ্ঞানই যথেষ্ট। যদি তুমি বল যে, ঐ ব্যক্তি হকপন্থী কি-না তা জানা বা না জানার উপরে তাক্বলীদ নির্ভর করে না, তাহ'লে তো বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি বাতিলপন্থী হ'লেও তুমি তার তাক্বলীদকে সিদ্ধ করে নিলে। এমতাবস্থায় তুমি জানতে পার না তুমি হকপন্থী না বাতিলপন্থী। জেনে রাখা ভাল যে, পূর্বের আয়াতে (বাক্বারাহ ১৬৮-১৭০) শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করার পরেই এই আয়াত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে ইংগিত দিয়েছেন যে, শয়তানী ধোঁকার অনুসরণ করা ও তাক্বলীদ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব এই আয়াতের মধ্যে মযবুত প্রমাণ নিহিত রয়েছে দলীলের অনুসরণ এবং চিন্তা-গবেষণা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ও দলীলবিহীন কোন বিষয়ের দিকে নিজেকে সমর্পণ না করার ব্যাপারে।[৩২]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মানুষের উপরে আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং আনুগত্য কর তোমাদের আমীরের যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে ফিরে চল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৫৯)*। সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার লক্ষ্যেই আমীরের আনুগত্য করতে হবে। অতঃপর পরস্পরে মতভেদ দেখা দিলে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে। আর যখন কোন নতুন বিষয় আসবে তখন এমন আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করতে হবে, যিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যাচাই করে ফৎওয়া প্রদান করেন। এক্ষেত্রে মাযহাবী গোঁড়ামিকে কখনোই স্থান দেয়া যাবে না। অর্থাৎ একজন যোগ্য আলেম- সে যে মাযহাবেরই অনুসারী হোক না কেন, তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি কোন মানুষ নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করে আর দেখে যে, কিছু মাসআলার দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবই শক্তিশালী, তাহ'লে তার উপর মাযহাবী গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে শক্তিশালী দলীল গ্রহণ করাই ওয়াজিব। আর যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর মাযহাবী গোঁড়ামিকেই প্রাধান্য দেয়, তাহ'লে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩৩]

একদা শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া জিজ্ঞাসিত হ'লেন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাবের অনুসারী এবং মাযহাব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। অতঃপর তিনি হাদীছ গবেষণায় লিপ্ত হন এবং এমন কিছু হাদীছ তার সামনে আসে যে হাদীছগুলোর নাসখ, খাছ ও অপর হাদীছের বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তার মাযহাব হাদীছগুলোর বিরোধী। এখন তার উপর কি মাযহাবের অনুসরণ করা জায়েয, না তার মাযহাব বিরোধী ছহীহ হাদীছগুলোর উপর আমল করা ওয়াজিব?

জওয়াবে তিনি বলেন, 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ফরয করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর কোন মানুষের আনুগত্য তথা তার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মান্য করাকে ফরয করেননি, যদিও সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়। আর সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর কোন মানুষ মা'ছূম বা নিষ্পাপ নয়, যার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর ইমামগণ অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন'।[৩৪]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কারো উপরই নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা সিদ্ধ নয়। এমনকি শারঈ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কোন মাযহাব নেই। কেননা মাযহাব তাদের জন্য যারা মাযহাবের কিতাবপত্র পড়েছে এবং অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামদের ফৎওয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। পক্ষান্তরে যারা মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করেই নিজেদেরকে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী বলে দাবী করে তাদের কথা ঐ ব্যক্তির

---

৩২. তাফসীরুল কাবীর ৫/৭; আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ১৫৩-১৫৪।

৩৩. ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া, ২০/২০৮-২০৯।

৩৪. ঐ, ২০/২১০-২১৬।

ন্যায় যে নাহু না পড়ে নিজেকে নাহুবিদ দাবী করে, ফিক্বহ না পড়ে নিজেকে ফক্বীহ দাবী করে'।[৩৫]

ইবনু আবিল ইযয হানাফী (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তির সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যে বিষয়ের দলীল বা আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে তার জানা না থাকে এবং বিরোধী কোন মতও জানা না থাকে, তাহ'লে তার উপর কোন ইমামের তাক্বলীদ করা জায়েয'। কিন্তু যদি তার সামনে দলীল স্পষ্ট হয়, আর সে নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাক্বলীদকে জলাঞ্জলী দিয়ে উক্ত দলীলকেই গ্রহণ করে, তাহ'লে সে মুক্বাল্লিদ তথা কোন ব্যক্তির অন্ধানুসারী না হয়ে মুত্তাবি তথা কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী হিসাবে পরিগণিত হবে।

আর যদি তার সামনে দলীল স্পষ্ট হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা দলীলকে বুঝার পরও তাকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করে, সে আল্লাহ তা'আলার অত্র বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে, وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُوْنَ- 'এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি' *(যুখরুফ ২৩)*। 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না; বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও'? *(বাক্বারাহ ১৭০)*।[৩৬]

সাবেক সঊদী গ্র্যাণ্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে রব্বানী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব' মর্মে প্রচলিত কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল; বরং চার মাযহাবসহ অন্যদের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কুরআন ও সান্নাহ-এর ইত্তেবা করার মধ্যেই হক নিহিত আছে, কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের মধ্যে নয়'।[৩৭]

অতএব নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণ করা নিকৃষ্ট বিদ'আত, যা অনুসরণ করার আদেশ কোন ইমামই দেননি যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে তাদের অনুসারীদের চেয়ে বেশী অবগত। সুতরাং নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণ না করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে হবে। যখনই ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে তখনই তা নিঃশর্তভাবে অবনতমস্তকে মেনে নিতে হবে।

[চলবে]

৩৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৬/২০৩-২০৫।*
৩৬. *ইবনে আবিল ইযয হানাফী, আল-ইত্তিবা, পৃঃ ৭৯-৮০।*
৩৭. *আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া, ৩/৭২।*

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, و صِيَامُ يَوْم عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ و أَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ و مَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ- 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*
৩. *বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০।* ৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*
৭. *মুসলিম হা/১১৩৪।*

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বলম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

৮. বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তি পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১১]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১৩]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

৯. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।

১০. বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।

১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

১২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।

১৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা

*হাফেয আব্দুল মতীন**

ভূমিকা :

আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫৬)*। আর ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম দু'টি শর্ত হ'ল- (১) যাবতীয় ইবাদত শুধুমাত্র তাঁর জন্যই নিবেদিত হ'তে হবে। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, নযর-নিয়ায, যবেহ, কুরবানী, ভয়-ভীতি, সাহায্য, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুকরণ, অনুসরণ করতে হবে এবং তিনি যেভাবে ইবাদত করতে বলেছেন সেভাবেই তা সম্পাদন করতে হবে। উপরোক্ত শর্ত দু'টির সাথে আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হওয়া অতীব যরূরী। অত্র প্রবন্ধে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কিত কয়েকটি ভ্রান্ত আক্বীদা আলোচনা করা হ'ল-

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, (১) **আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান**। অথচ মহান আল্লাহ বলছেন, তিনি আরশের উপর সমাসীন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ৭টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৩৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বলেছেন যে, আল্লাহ আসমানে আছেন। ছাহাবী (রাঃ) এবং তাবেঈগণ সকলেই বলেছেন আল্লাহ আসমানে আছেন। তাছাড়া সকল ইমামই বলেছেন, আল্লাহ আসমানে আছেন। এরপরেও যদি বলা হয়, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাহ'লে কি ঈমান থাকবে এবং আমল কবুল হবে?

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান- একথা ঠিক নয়, বরং পবিত্র কুরআন বলছে, আল্লাহ আরশে সমাসীন। এ মর্মে বর্ণিত দলীলগুলো নিম্নরূপ-

(১) আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*।

(২) 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন' *(ইউনুস ১০/৩)*।

(৩) 'আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা এটা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হ'লেন' *(রা'দ ১৩/২)*।

(৪) 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন' *(ত্ব-হা ২০/৫)*।

(৫) 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ' *(ফুরক্বান ২৫/৫৯)*।

(৬) 'আল্লাহ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন' *(সাজদাহ ৩২/৪)*।

(৭) 'তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন আছেন। কিভাবে সমাসীন আছেন, একথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 'ইসতেওয়া বা সমাসীন হওয়া বোধগম্য, এর প্রকৃতি অজ্ঞাত, এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত'।[৩৯]

আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর আছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ-

'তোমরা কি (এ বিষয়ে) নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশের উপর রয়েছেন তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না? আর তখন ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আকাশের উপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী বঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী'? *(মুলক ৬৭/ ১৬-১৭)*।

২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু সৃষ্টিকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ 'বরং আল্লাহ তাকে (ঈসাকে) নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন' *(নিসা ৪/১৫৮)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. 'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিচ্ছি' *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

৩. আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন, এর প্রমাণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ-

---

* *এম.এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৩৮. *ইমাম ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/১৩৫।*

৩৯. *শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া, আর-রিসালা আত-তাদাম্মুরিয়্যাহ, পৃঃ ২০।*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তাঁর কাছে আরশের উপর রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন- অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'।[৪০]

৪. আমরা দো'আ করার সময় দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহ্র নিকট চাই। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ-

সালমান ফারেসী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল ও মহানুভব। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট দু'হাত উত্তোলন করে দো'আ করে, তখন তাকে শূন্য হাতে ব্যর্থ মনোরথ করে ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন'।[৪১]

৫. প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আরশের উপর সমাসীন। এর প্রমাণ রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ : مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[৪২]

৪০. *বুখারী হা/৩১৯৪ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৩৬৪ 'দো'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ।*

৪১. *তিরমিযী হা/৩৫৫৬, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৫, হাদীছ ছহীহ।*

৪২. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; আবুদাঊদ হা/১৩১৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৬৬; মিশকাত হা/১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহিতকরণ' অনুচ্ছেদ।*

৬. মু'আবিয়া বিন আল-হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِيْ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لَكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ. قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ-

'আমার একজন দাসী ছিল। ওহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ (ওহুদের নিকটবর্তী একটি স্থান) নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে আমাদের একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান (সাধারণ মানুষ)। তারা যেভাবে ক্রুদ্ধ হয় আমিও সেভাবে ক্রুদ্ধ হই। কিন্তু আমি তাকে এক থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে একে আমি সাংঘাতিক (অন্যায়) কাজ বলে গণ্য করি। তাই আমি বলি যে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে আযাদ করব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্তি দিয়ে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার নারী'।[৪৩]

৭. বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন কি বলবে? ঐ সময় উপস্থিত ছাহাবীগণ বলেছিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন। একথা শুনার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর হাতের আঙ্গুল আসমানের দিকে উত্তোলন করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তাদের কথার উপর সাক্ষি থাক'।[৪৪]

৮. আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন,

كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

৪৩. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৪৪. *ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯।*

'যয়নব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন যে, তাঁদের বিয়ে তাঁদের পরিবার দিয়েছে, আর আমার বিয়ে আল্লাহ সপ্ত আসমানের উপর থেকে সম্পাদন করেছেন'।[৪৫]

৯. ইসরা ও মি'রাজ-এর ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করি যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে যখন একের পর এক সপ্ত আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল নবী-রাসূলগণের এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের জন্য সপ্ত আসমানের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর যখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত নিয়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন মূসা (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, তোমার উম্মত ৫০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। যাও আল্লাহ্‌র নিকট ছালাত কমিয়ে নাও। এরপর কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত হয়। এরপর মূসা (আঃ) আরও কমাতে বলেছিলেন, কিন্তু রাসূল (ছাঃ) লজ্জাবোধ করেছিলেন।[৪৬] এ সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছালাত কমানোর জন্য সপ্ত আকাশের উপর উঠতেন। আবার ফিরে আসতেন মূসা (আঃ)-এর নিকট ষষ্ঠ আসমানে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন।

১০. ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ দাবী করেছিল। সে কাফের হওয়া সত্ত্বেও তার বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন। ফেরাউন বলল, 'হে হামান! তুমি আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর, যাতে আমি অবলম্বন পাই আসমানে আরোহণের, যেন আমি দেখতে পাই মূসা (আঃ)-এর মা'বূদকে *(মুমিন ৪০/৩৭-৩৮)*।

সালাফে ছালেহীন থেকে আমরা যা পাই তা হচ্ছে, আল্লাহ আসমানের উপর আরশে অবস্থান করছেন। আবুবকর (রাঃ) থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাত হয়, আবু বকর (রাঃ) এসে তাঁর (ছাঃ) কপালে চুমু খেয়ে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি জীবনে ও মরণে উত্তম ছিলেন। এরপর আবু বকর (রাঃ) বলেন, হে মানব জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখ যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তারা জেনে রাখ যে, আল্লাহ আকাশের উপর (আরশে)। তিনি চিরঞ্জীব।[৪৭]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سموات. 'যে বলবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন, না যমীনে তা আমি জানি না, সে কুফরী করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, রহমান আরশে সমাসীন। আর তার আরশ সপ্ত আকাশের উপর।[৪৮]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان– 'আল্লাহ আকাশের উপর এবং তাঁর জ্ঞানের পরিধি সর্বব্যাপী বিস্তৃত। কোন স্থানই তাঁর জ্ঞানের আওতার বহির্ভূত নয়'।[৪৯]

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন,

القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء–

'সুন্নাহ সম্পর্কে আমার ও আমি যেসকল আহলেহাদীছ বিদ্বানকে দেখেছি এবং তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছি যেমন সুফিয়ান, মালেক ও অন্যান্যরা, তাদের মত হল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ব) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আল্লাহ আকাশের উপর তাঁর আরশে সমাসীন। তিনি যেমন ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং যেমন ইচ্ছা তেমন নীচের আকাশে অবতরণ করেন'।[৫০]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন,

قيل لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم لا يخلو شيء من علمه.

'আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে দূরে সপ্তম আকাশের উপরে তাঁর আরশে সমাসীন। তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি সর্বত্র বিস্তৃত। এর উত্তরে তিনি (ইমাম আহমাদ) বলেন, হ্যাঁ! তিনি (আল্লাহ) আরশের উপর সমাসীন এবং তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত কিছুই নেই।[৫১]

[চলবে]

৪৫. *বুখারী হা/৭৪২০ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০।*
৪৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৮৬২।*
৪৭. *বুখারী, আত-তারীখ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২; ইবনুল ক্বাইয়িম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ৮৩-৮৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭০।*
৪৮. *ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ৯৯।*
৪৯. *ঐ, পৃঃ ১০১।*
৫০. *ঐ, পৃঃ ১২২।*
৫১. *ঐ, পৃঃ ১৫২-১৫৩।*

সাময়িক প্রসঙ্গ

অ্যান্টি সিক্রেট ওয়েবসাইট : উইকিলিকস

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

ভূমিকা :

কালের আবর্তন কত ভাবেই না নাড়া দেয় বিশ্বকে। এ বছরের (২০১১) গোড়ার দিকে বিশ্ব নড়ে ওঠে এক নতুন কম্পনে। এরূপ কম্পন পৃথিবীর বুকে এটাই প্রথম। ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ জাপানের কাঁপুনি বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিল নাকি? না, এটি 'সাইবার ওয়্যার' তথা তথ্যযুদ্ধের আলোড়ন। একটি ওয়েবসাইট 'উইকিলিকসে'র দোলা। কেউ কেউ বলেন, ১৯৪৫ সালের ৯ আগষ্ট জাপানের নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমাটি পড়ার পর এত বড় বিস্ফোরণ আর দেখেনি বিশ্ববাসী। একটি ওয়েবসাইট এটি কিভাবে পারে? ওয়েবসাইটটিই বা কার? তার উদ্দেশ্য কি? এসব আলোচনার জন্যই আমাদের এই উপস্থাপনা।

উইকিলিকস কি :

শব্দটি দু'টি বিশেষ্যের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হচ্ছে Wiki, অপরটি Leaks. Wiki শব্দের অর্থ এক কথায় বলতে গেলে, তথ্যের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল ওয়েবসাইট। Oxford Advanced Learners Dictionary-তে বলা হয়েছে, A website that allows any user to change or add to the information it contains. 'এমন একটি ওয়েবসাইট, যা যেকোন ব্যবহারকারীকে তাতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে তথ্যের মাধ্যমে পরিবর্তন বা সংযোজনের অনুমতি দেয়' *(P. 1763)*।

Leak শব্দের অর্থ ফাঁটল, ছিদ্র, নির্গত, প্রকাশ প্রভৃতি। Oxford-এর ভাষ্য অনুযায়ী To allow liquid or gas to get in or out through a small hole or crack. 'গর্ত বা ছোট ছিদ্র দিয়ে তরল কিংবা বায়বীয় পদার্থ আগমন-নির্গমন হ'তে দেয়া' *(P. 875)*।

সুতরাং WikiLeaks শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, পরিবর্তনশীল এমন একটি ওয়েবসাইট, যা থেকে তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। মোটকথা উইকিলিকস হচ্ছে গোপন তথ্য ফাঁসকারী ওয়েবসাইট।

অ্যাসাঞ্জের পরিচয় :

নাম জুলিয়ান পল অ্যাসাঞ্জ। ১৯৭১ সালের ৩ জুলাই ওশেনিয়া মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের টাউন্সভিল নামের ছোট্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন এই 'ওয়ার্ল্ড সাইবার অরিয়র'। আর দশটি শিশুর মত শুরু হয়নি অ্যাসাঞ্জের শিক্ষা জীবন। মা ক্রিস্টিন ক্লেয়ার মনে করতেন, ধরাবাঁধা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন মানুষের কৌতূহলী মনটাকে মেরে ফেলে। মা তার ক্ষীপ্রবুদ্ধিদীপ্ত এই শিশুকে তাই কোন প্রতিষ্ঠানে দেননি। তিনি নিজেই ছিলেন তার শিক্ষক। তিনি তাকে পড়ে শোনাতেন গ্রীক সাহিত্যের গল্প, উপন্যাস, নাটক। অ্যাসাঞ্জের কৈশোরের কয়েক বছর কাটে ছোট্ট দ্বীপ ম্যাগনেটিক আইসল্যান্ডে। বয়সে যেমন দুরন্ত কিশোর, তেমনি দ্বীপের পরিবেশ! সেই সাথে ছিল একটি ঘোড়া। আর ঠেকায় কে? ঘোড়ায় চড়ে সারা দ্বীপ দাপিয়ে বেড়াতেন দাপুটে বীরের মত। রোদে পুড়তেন, বৃষ্টিতে ভিজতেন। সাগরে মাছ ধরতেন। এ যেন কৈশোরের উচ্ছ্বলতার পূর্ণ আস্বাদন।

তিনি মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যা পড়েছেন। কিন্তু ডিগ্রি অর্জন করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেননি। তাতে কি? ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ছিল তার অতীব আগ্রহ। এসব বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করেন তিনি।

উইকিলিকসের জন্ম ও উদ্দেশ্য :

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন মিডিয়া ওয়েবসাইট উইকিলিকস। তাঁর মতে, গোপনীয়তাই সমস্ত অন্যায়ের হাতিয়ার। একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে থাকে পাহাড়সম গোপনীয়তা নিয়ে। কোন সংস্থা বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির অফিসিয়াল ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা থাকতে পারবে না। গোপনীয়তার মাধ্যমে ক্ষমতাধরেরা দুর্নীতিবাজ ও ষড়যন্ত্রপরায়ণ হয়ে ওঠে। আমজনতার স্বার্থে তারা ক্ষমতা ভোগ করবে, অথচ তাদের কাছে কোন জবাবদিহিতা থাকবে না, তা হ'তে পারে না। সমস্ত গোপনীয়তার পর্দা ছিঁড়ে দিতে পারলে একটা স্বচ্ছ পৃথিবী গড়া সম্ভব হবে। এমন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। এ উদ্দেশ্যেই তিনি আলোড়ণ সৃষ্টিকারী ওয়েবসাইটটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন সবার জন্য উন্মুক্ত ইন্টারনেটে। যোগাযোগ রাখেন হুইসেল ব্লোয়ারদের সাথে। সরকার, রাজনীতি, যুদ্ধ, গণহত্যা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দুর্নীতি, কূটনীতি, গোয়েন্দা, আবহাওয়া, ধর্মীয় ইত্যাকার সমস্ত বিষয়ের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন তিনি। ওয়েবসাইটটি চালু হওয়ার একমাস পরে ঘোষণা দেয়, তাদের হাতে ১২ লাখ নথি রয়েছে। এগুলো নিরীক্ষণের পর পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করবে উইকিলিকস।

উইকিলিকসের ইশতেহার বলে খ্যাত অ্যাসাঞ্জের প্রবন্ধ `Conspirecy as governence'-এ বলেন, 'আমরা যদি নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যায়-অবিচার দেখে যাই, কিছুই না করি, তবে আমাদের অবস্থা দাঁড়ায় সে অন্যায়ের পক্ষে। নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যায় দেখতে দেখতে আমরা দাসে পরিণত হই। অধিকাংশ অন্যায় ঘটে খারাপ শাসন ব্যবস্থার কারণে; শাসন ব্যবস্থা ভাল হ'লে অবিচার কমে যায়। ... আমাদের এমন কিছু করতে

** কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

হবে যেন খারাপ শাসন ব্যবস্থার জায়গায় ভাল কিছু আসে'।

ভাল কিছু উপহার দেয়ার জন্য তিনি হানা দেন গোপন তথ্যের বায়বীয় ভাণ্ডারে। তিনি যেন মার্জিত আচরণে বাধ্য করলেন ক্ষমতাবানদেরকে। এখন তাই সব শীর্ষ-দাপুটেরা সস্তা ও দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যমে ইলেকট্রিক মিডিয়াকে বেশ মেপেজোখে চলে।

যেভাবে চলে উইকিলিসক :

উইকিলিকসের কোন স্থায়ী তহবিল নেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে অগণিত ভক্ত। তাদের আর্থিক সহযোগিতায় চলে উইকিলিকস। তার কোন স্থায়ী অফিস বা অফিসিয়াল স্টাফ নেই। স্থায়ী স্টাফ বলতে রয়েছেন মোটামুটি চার জন। দু'জন কম্পিউটার টেকনিশিয়ান আর দু'জন ওয়েবসাইটের ডিজাইনার। রয়েছে কয়েকশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। অ্যাসাঞ্জ তাদেরকে ইন্টারনেটে কাজ দেন। তারা সেগুলো সম্পন্ন করে আবার ইন্টারনেটেই ফেরত পাঠায়। তাদের সাথে অ্যাসাঞ্জের যোগাযোগ হয় ইন্টারনেটের এনক্রিপটেড লাইনের চ্যাটরূমে। উইকিলিকসে যেকোন ব্যক্তি নাম-পরিচয় গোপন রেখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী আপলোড করতে পারে। উইকিলিকস তার নাম-পরিচয় কিছুই জানতে চায় না। আবার তথ্য প্রদানকারীও বিনিময়ে কোন টাকা-পয়সা দাবী করে না।

উইকিলিকসের প্রকাশভঙ্গি :

উইকিলিকসের হোমপেজে লেখা আছে, Help us, Keep government open. তাঁর মতে, সরকারকে স্বচ্ছ রাখতে হ'লে তার সব কিছুই প্রকাশ্য হ'তে হবে, লুকোচুরি থাকবে না কোন সেক্টরে। গোপনীয়তার বাঁকা পথে সে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত পায়। তাই অ্যাসাঞ্জ সরকারের গোপনীয়তার দিকে মনোনিবেশ করেন। এতে ব্যাপক সফল হন তিনি। পেয়ে যান গোপনীয়তার মাধ্যমে মানবতা বিধ্বংসী মার্কিন মোড়লের রেকর্ডসংখ্যক দলীল-দস্তাবেজ। ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক প্রেরিত প্রায় ৫ লাখ নথি। তথ্য-প্রমাণসহ বিশ্বকে জানিয়ে দেন, কিভাবে ইরাক, আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী নিরীহ মানুষকে হত্যা করে চলেছে। ধারণা করা হয়, মার্কিন সামরিক বাহিনীর তরুণ সেনা গ্রেফতারকৃত ব্র্যাডলি ম্যানিং এগুলো তাকে দিয়েছে। এছাড়া তিনি আরও সংগ্রহ করেন লক্ষ লক্ষ তারবার্তা ও নথি। দু'চার বছর নয়; ১৯৬৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ২০১০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নথিপত্রের বিশাল সংগ্রহ এটি। বিশ্বজুড়ে মার্কিনের ২৭৪টি দূতাবাস, কনস্যুলেট ও কূটনৈতিক মিশন রয়েছে। এসব দফতরে কর্মরত রয়েছেন রাষ্ট্রদূত, চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স ও কনসাল জেনারেলসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ। অ্যাসাঞ্জ যে বিপুল পরিমাণ তারবার্তা সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে ২ লাখ ৫১ হাযার ২৭৮টি রয়েছে মার্কিন তারবার্তা, যা উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ তাদের স্ব স্ব দপ্তর থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন।

২০১০ সালের ৫ এপ্রিল একটি ভিডিও ফুটেজ (যেটি Collateral murder বা হত্যাযজ্ঞের সমর্থনকারী নামক প্রামাণ্যচিত্র হিসাবে পরিবেশিত) প্রকাশ করে উইকিলিকস। ইরাকের বাগদাদে মার্কিন সেনাদের অ্যাপাচি হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে রয়টারের দু'জন সাংবাদিকসহ ১৮ জন বেসামরিক মানুষকে হত্যা করার নৃশংস ও বর্বর দৃশ্য দেখা যায় তাতে। এটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'টাইম' ম্যাগাজিনের সাথে উইকিলিকসের পরিচয় ঘটে। কেনিয়ার গণহত্যা, যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের নেত্রী সারাহ পেলিনের ইয়াহু অ্যাকাউন্টের বার্তাসহ বহু 'হট নিউজ' প্রকাশ করলেও বিশ্ববাসীর নিকট তেমন পরিচিত হয়ে ওঠতে পারেননি তিনি। কিন্তু সর্দার মার্কিনের প্রতিরক্ষা বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভাগে হস্তক্ষেপ করাতে রাতারাতি 'টক অব ওয়ার্ল্ডে' পরিণত হন। খোদ মার্কিন সহ বিশ্বজুড়ে অ্যাসাঞ্জ ও তার প্রতিষ্ঠিত ওয়েবসাইটকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। অ্যাসাঞ্জ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন মন্তব্য করলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদজ্জনক জীবিত ব্যক্তি'।

তার বিপুল সংগ্রহের নথিপত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি বেছে নেন ব্রিটেনভিত্তিক ক্ষমতাধর প্রিন্ট মিডিয়া গার্ডিয়ানের মত পত্রিকা। আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধ সম্বলিত প্রায় ৫ লাখ নথি তিনি গার্ডিয়ানকে দিতে চান। গার্ডিয়ানের সম্পাদক অ্যালান রাসব্রিজার মার্কিনের পত্রিকা 'টাইম'-এর সম্পাদক বিল কেলারকে নিয়ে যৌথভাবে উক্ত নথিগুলো নিরীক্ষণ ও প্রকাশের প্রস্তাব দেন। বিল কেলার উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। বিল কেলার নিউইয়র্ক থেকে ব্রিটেনের লন্ডনে পাঠান যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক ও কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড রিপোর্টিংয়ে সিদ্ধহস্ত প্রতিবেদক। জার্মানীর 'ডের স্পিগেল' পত্রিকা থেকে এসে যোগ দেয় একই ধরনের তুখোড় একটা বাহিনী। তাদের সাথে ছিলেন অ্যাসাঞ্জ নিজেও। লন্ডনের গার্ডিয়ান কার্যালয়ে শুরু হয়ে যায় এক গোপন নিরীক্ষণ কর্মযজ্ঞ। সময়টা ছিল ২০১০ সালের জুনে। অতঃপর পত্রিকা ৩টি আফগান যুদ্ধের নথিগুলোর ভিত্তিতে ২০১০ সালের জুলাই মাস থেকে একযোগে প্রতিবেদন প্রকাশ করা শুরু করে। অতঃপর ইরাক যুদ্ধের নথির ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ শুরু করে অক্টোবর থেকে। এরপর তিনি তাদেরকে দেন আড়াই লাখের বেশি মার্কিন কূটনৈতিকদের তারবার্তার ফাইলটি। একাজে যোগ দেয় বিশ্ববিখ্যাত আর দুই পত্রিকা ফ্রান্সের 'লা মঁদ' ও স্পেনের 'আল পাইস'। পত্রিকা ৫টি তারবার্তাগুলোর ভিত্তিতে একযোগে প্রতিবেদন প্রকাশ শুরু করলে বিশ্বব্যাপী আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। অল্প সময়ে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন অ্যাসাঞ্জ। কেউ বলেন, তিনি চরম নৈরাজ্যবাদী। কেউ কেউ বলেন, ইন্টারনেট যুগের

বিশ্ববিদ্রোহী। তিনি বরং এটাকে Media insergency বা বিদ্রোহী যোগাযোগ মাধ্যম বলতে প্রীতবোধ করেন।

সমস্যা বাঁধে যাতে :

অ্যাসাঞ্জ তারবার্তাগুলো যখন পত্রিকাগুলোকে দেন তখন এরূপ চুক্তি হয়েছিল যে, এগুলো তারা রিডেক্ট বা সম্পাদনা করে প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তিদের নাম তারবার্তা থেকে মুছে দেয়া হবে যাদের নাম পরিচয় প্রকাশ হ'লে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি বা মৃত্যুর ঝুঁকিতে তারা পড়তে পারেন। সম্পাদনা করে প্রকাশ হয়েও আসছিল। কিন্তু গার্ডিয়ানকে অ্যাসাঞ্জ একটি পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন। পত্রিকাটির সাংবাদিক ডেভিড লুই ও লুক হার্ডিং উইকিলিকসকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন। তাতে তারা পাসওয়ার্ডটি ছেপে দেন। কারণ অ্যাসাঞ্জ নাকি তাদের বলেছিলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাসওয়ার্ডটি বদলে ফেলা হবে। মুদ্রিত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে কেউ উইকিলিকসের সার্ভার থেকে ডাউনলোড করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়। ২০১১ সালের ৩০ আগষ্ট অসম্পাদিত অবস্থায় প্রকাশ হয়ে পড়ে আড়াই লাখের তারবার্তার ফাইলটি। পত্রিকা ৫টি তাকে নিন্দা জানিয়ে এক সঙ্গে বিবৃতি দিয়ে বলল, 'তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খুবই দায়িত্বহীনের মত কাজ করেছেন'। অ্যাসাঞ্জ যখন দেখলেন ফাইলটি 'লিক' হয়েই গেছে তখন তিনিও এটিকে উইকিলিকসে প্রকাশ করে দেন। আসলে এটা ছিল অ্যাসাঞ্জের অনাকাঙ্খিত ভুল।

উইকিলিকসে বাংলাদেশ :

উইকিলিকস যেসব তারবার্তা প্রকাশ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারবার্তাগুলোর উৎস দেখাতে তাতে গ্রাফ বা লেখচিত্র রয়েছে। গ্রাফে স্থান পেয়েছে ৪৫টি দূতাবাস। তন্মধ্যে বাংলাদেশের ক্রমিক নং ৩৭। ১৯৮৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০১০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা থেকে প্রেরিত বাংলাদেশ বিষয়ক মার্কিন তারবার্তার সংখ্যা ২,১৮২টি। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তারবার্তার সংখ্যা মাত্র ৫টি। বেশিরভাগ তারবার্তা ২০০৫ সাল থেকে। কি সরকার-রাজনীতি, কি গোয়েন্দা-সেনাবাহিনী, বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ হেন সেক্টর নেই- যা উঠে আসেনি তাদের প্রেরিত তারবার্তায়। রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ব্যাধিগুলো প্রমাণসহ প্রকাশ হয়ে পড়ে জনসমক্ষে।

ক্ষমতাসীনদের আশে-পাশে থাকে গুণকীর্তনকারী বাহিনী। যারা সব সময় প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, যা বললে তিনি খুশি হন তারা তাই বলেন। কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এই বাহিনীর নাম দিয়েছেন 'হ্যাপিনেস বাহিনী'। জনগণের বাস্তবতা ও সরকারের মাঝে এই বাহিনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নেতা-নেত্রীকে তারা সবসময় নিজেদের ইতিবাচক দিকগুলো শুনায়। আড়ালে থেকে যায় কঠিন বাস্তবতা। ফলে দ্রব্যমূল্য, জ্বালানী, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাকার বিষয়ে জনগণ নিষ্পেষিত হয়ে 'আনহ্যাপি' থাকলেও তাদের 'হ্যাপিনেসে' কোন ঘাটতি হয় না। এরূপ আচরণ দায়িত্বশীলদের জন্য অশনি সংকেত বটে।

উইকিলিসক যখন কানাডিয়ান পরামর্শক সংস্থার দুর্নীতি ফাঁস করল, তখন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রফুল্লচিত্তে বলেন, 'সরকার যে দুর্নীতিবাজ তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত'।

এবার জোট সরকারের দুর্নীতি, হাওয়া ভবন ও তারেক রহমানের সীমাহীন দুর্নীতি ইত্যাদির সংবাদ প্রকাশ হ'তে থাকলে এগুলোকে মিথ্যা অভিহিত করে মহাসচিব বিবৃতি দিয়ে বলেন, 'উইকিলিকসে প্রচারিত বার্তাগুলো বড় কোন ষড়যন্ত্রের অংশ'।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টির ২০০৮ সালের ১৮ জুন ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেরিত তারবার্তায় প্রকাশ হয়- হাসিনাকে মুক্তি না দিতে দলটির তৎকালীন সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু অনুরোধ করেছেন ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে। বিবৃতি দিয়ে তিনিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেন।

প্রকাশ হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শমসের মুবিন চৌধুরী কর্তৃক হাসিনার পাসপোর্ট জব্দ করতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধের খবর। তিনিও বিবৃতি দিয়ে অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তাদের অবস্থাদৃষ্টে একটি কৌতুক বলতে হয়। দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিনা পয়সায় ট্রেন ভ্রমণের সুযোগ দেয়া হয়। টিকেট চেক করতে টি.টি. আসলে এদেশের বিখ্যাত এক রাজনৈতিক বলেন, আমি অমুক পার্টির অমুক ক্ষমতাশীল রাজনীতিবিদ। টি.টি. বলেন, গত সপ্তাহে সাবিনা ইয়াসমিন গান গেয়ে প্রমাণ করে বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ করেছেন। তার আগের সপ্তাহে জুয়েল আইচ জাদু দেখিয়ে প্রমাণ করে সুবিধা গ্রহণ করেছেন। আপনি রাজনীতিবিদ-প্রমাণ করেন। রাজনীতিবিদ বলে ওঠেন, সাবিনা ইয়াসমিন, জুয়েল আইচ ওদের আমি চিনি না। টি. টি বলেন, এবার প্রমাণ করেছেন, আপনি একজন রাজনীতিবিদ।

কোন কোন রাজনীতিবিদ যখন যা ইচ্ছা তাই বলেন, চাই কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক। হাযারো গুমরের হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়ে, উইকিলিকস দিন, তারিখসহ সবকিছু উল্লেখ করে তাদের মাথা গরম করেছে। অভিযোগ অস্বীকার করলেও জনগণের ধারণা তাদের ব্যাপারে এরূপই।

উইকিলিকস দিন-তারিখ ও দলীল প্রমাণসহ যেসব তারবার্তা প্রকাশ করেছে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিবৃতি নিষ্ফল।

উইকিলিকস পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা :

উইকিলিকস পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন

এগুলোর সত্যতা নিয়ে। এটি সংবাদ পরিবেশনকারী নয়; বরং বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ খবরদারীর জন্য যেসমস্ত প্রমাণপঞ্জি সংরক্ষণ করেছিল, এগুলো হুবহু অ্যাসাঞ্জ হাতে পেয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে। আর তারবার্তাগুলো মার্কিন কর্মকর্তারা পাঠিয়েছে যখন বৈঠকে কারো সাথে আলোচনা হয়েছে তার ভিত্তিতে। দিন, তারিখ ব্যক্তির নাম, আলোচনার বিষয়বস্তু সবই তারা উল্লেখ করেছেন তারবার্তায়। যিনি লিখেছেন আর যার সাথে আলাপ হয়েছে তারাই বলতে পারবেন এগুলোর সত্যতা।

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, পৃথিবীর শাসক মার্কিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা দফতরগুলোর মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রে নজরদারি করছে। তাদের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ কোন যুক্তিতে ভিত্তিহীন সংবাদ দিবে? আরেকটু লক্ষ করলে আমরা দেখব, যারা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তারা একথা একবারও বলেননি যে, মার্কিন কর্মকর্তারা অসত্য সংবাদ দিয়েছে নিজ দেশকে। তারা বলেছেন, উইকিলিকসের তথ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। অথচ একথা সবাই জানে যে, তারবার্তাগুলো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অসম্পাদিত অবস্থায় অবিকল প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মিথ্যার সংস্পর্শের প্রশ্ন নেই এখানে।

অ্যাসাঞ্জের বর্তমান অবস্থা :

২০১০ সালের আগষ্ট মাসে সুইডেনে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা হয় যৌন অভিযোগের ভিত্তিতে। 'অভিযোগ গুরুতর নয়' বলে মামলা দু'টি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সেই মামলাগুলোকে অন্য আইনজীবী দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয়। ইন্টারপোলকে দিয়ে সুইডিশ পুলিশ ইউরোপিয়ান অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করায়। মানসিক চাপ এড়াতে অ্যাসাঞ্জ পুলিশের সাথে কথা বলতে যান। অ্যারেস্ট করে যামিন দেয়া হয়। লন্ডন থেকে ৪০ কি.মি. দূরে এক বন্ধুর বাড়িতে তিনি গৃহবন্দী থাকবেন। পায়ে বাঁধা থাকবে ইলেকট্রিক ট্যাগ। কখন, কোথায় যাচ্ছেন, সব থাকবে পুলিশ কর্তৃপক্ষের নখ দর্পণে। বাড়ির বাইরে চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে শক্তিশালী ক্যামেরা। তাকে প্রতিদিন একবার করে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজিরা খাতায় সাইন করে আসতে হয়। বিরোধটা তার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হওয়ায় অনেকে তাকে 'সাইবার শহীদ' বলছেন। শহীদ হ'তে তিনি নারাজ। বিশ্ববাসী তাকে মুক্ত জীবনে ফিরে পেতে চায়। তিনি মুক্ত জীবন লাভ করবেন, নীরবে, নিভৃতে তথ্যের বোমা ফাটিয়ে যাবেন, এটাই কামনা।

অর্থনীতির পাতা

বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যা : কারণ ও প্রতিকার

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০. মাদকাসক্তি :

মাদকাসক্তির সাথে দারিদ্র্যের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এর ফলে জনগণের একটি বিরাট অংশ অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছনের দিকে টেনে ধরছে। এতে দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক দিককে ক্রমঅবনতির দিকে নিয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পঙ্গু করে দেয়। মদখোর যখন সব সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে, তখন তার জীবন পর্যুদস্ত দরিদ্র ও রাস্তায় পড়ে থাকা ভিক্ষুকের ন্যায় হয়ে যায়। তার পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতিজন মাদকাসক্ত গড়ে মাসে প্রায় ৪,০০০ টাকা খরচ করে।[৫২]

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইউএনডিপি'র দেয়া ১৯৯৯ সালের এক তথ্যে জানা যায়, সারা পৃথিবীতে মাদকাসক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২ ভাগ। কিন্তু বাংলাদেশে এ হার প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩.৮ ভাগ। এ হিসাবে বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।[৫৩]

মাদকাসক্তি শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত। দেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করা গেলে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে সাশ্রয় হবে প্রায় ৩০ হাযার কোটি টাকা। মাদকাসক্তির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, মাদকাসক্তি রোধ করা গেলে বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারা। পুনর্জীবন দান করতে পারে বিপর্যস্ত ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতিকে।[৫৪] তাই ইসলাম দারিদ্র্যের হাতিয়ার মাদকতাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এরশাদ হচ্ছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণকামী হও' *(মায়েদা ৯০)*।

১১. শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ববোধের অভাব :

শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ববোধের অভাব দারিদ্র্য সমস্যার অন্যতম একটি কারণ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অনেক বার ক্ষমতার হাত বদল হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক সরকার কমবেশী দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করার পরেও দারিদ্র্য হ্রাস তো দূরের কথা বরং দারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ওমর (রাঃ)-এর মত দায়িত্বসচেতন শাসক হ'লে অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচন হ'ত। ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, 'ফোরাতের তীরে যদি একটি কুকুরও ভুখা অবস্থায় মারা যায়, তার জন্য ওমরকেই আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে'।[৫৫]

ভাগ্যবিড়ম্বিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দেশের শাসক তথা সরকারেরই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং প্রবৃদ্ধির কাম্য হার অর্জনের লক্ষ্য কেবল সরকারের কার্যকর ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই অর্জিত হ'তে পারে। মোটকথা, সরকারের দায়িত্বসচেতনতাই দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর হাতিয়ার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৫৬]

১২. সীমাহীন দুর্নীতি :

দুর্নীতি ও দারিদ্র্য যমজ ভাইয়ের ন্যায়। যে দেশে যত বেশী দুর্নীতি থাকবে সেদেশে তত বেশী দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে। এদেশের প্রতিটি সেক্টরে সীমাহীন দুর্নীতিতে এক মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এ জঘন্য ব্যাধির করালগ্রাসে অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বড়ই লজ্জার কথা যে, Transparency International-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৫ এ পাঁচ বছরে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।[৫৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে নীতিবিরুদ্ধ যে কোন কাজই দুর্নীতি এবং মারাত্মক অপরাধ। ঘুষ, জুয়া, মওজুদদারী, চোরাচালানী, ফটকাবাজারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চাঁদাবাজী, স্বজনপ্রীতি, জালিয়াতী, আত্মসাৎ, জবরদখল, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, খেয়ানত, ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, প্রতারণা, ওযনে কম দেয়া, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ভ্যাট-ট্যাক্স ফাঁকি ইত্যাদি সবই দুর্নীতির আওতাভুক্ত।

পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় ও ঈমানী চেতনাই কেবলমাত্র মানুষকে দুর্নীতি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী, هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- 'এটা আমার কিতাব (রেকর্ড), যা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যতা সহকারে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করতাম' *(জাছিয়া ২৯)*।

---

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

৫২. *খুশী মোহন বিশ্বাস, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও এর নিয়ন্ত্রণে অভিভাবকদের ভূমিকা (ঢাকা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), পৃঃ ৪৮।*

৫৩. *দৈনিক সংগ্রাম, ২৭ অক্টোবর ২০০৪, পৃঃ ৩।*

৫৪. *মোঃ মোশাররফ হোসাইন, 'মাদকাসক্তি : বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব', ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন/১০, পৃঃ ১০৮।*

৫৫. *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, পৃঃ ১২।*

৫৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

৫৭. *প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, 'ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০ইং, পৃঃ ৪৭।*

১৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

সাগরবেষ্টিত নদীমাতৃক আমাদের এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় লেগেই থাকে। ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, ফসলাদি, গবাদীপশু ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে দারিদ্র্যের নিকষকালো আঁধার। নদী ভাঙ্গনে প্রতি বছর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় হাযার হাযার হেক্টর জমি, ভূমিহীন নিঃস্ব দরিদ্র হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে অসংখ্য বনু আদম। মুহূর্তেই নিঃস্ব হয়ে পথের ভিখেরী হয়ে পড়ে অনেক বিত্তশালী পরিবার। এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে যে সাহায্য আসে তার অর্ধেকও পায় না ক্ষতিগ্রস্তরা। সিংহভাগই চলে যায় সরকারী আমলা, রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পকেটে।

মূলতঃ ইসলামী অনুশাসন না মানায়, অন্যায়-অবিচার, ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাওয়ায় আল্লাহ বান্দাকে সতর্ক করার জন্যই মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ- 'জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৪১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ 'গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে' *(সাজদাহ ২১)*।

১৪. বেকারত্ব :

দারিদ্র্য সমস্যার অন্যতম কারণ বেকারত্ব। কোন সমাজেই বেকারত্ব থাকাবস্থায় দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের কেবল স্বীকৃতিই দেননি; বরং তা নিশ্চিতও করেছেন। বস্তুত এ অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষই সমান এবং এটি একটি মানবাধিকারও বটে।

মদীনার কল্যাণ রাষ্ট্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ অধিকার লাভের সুযোগ সকলের জন্য সমানভাবে অবারিত করেছিলেন। এর সকল মানুষই দক্ষতা বলে উপার্জন করে বিত্তবান হ'তে পারত। অবশ্য নিজের অক্ষমতার কারণে অনেকে সচ্ছলতা হারাত। কিন্তু তাই বলে কোন লোককেই তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করা হ'ত না। স্বীয় দক্ষতার পরীক্ষায় কেউ ব্যর্থ হ'লে সে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাদি পাকাপোক্ত দেখতে পেত। ফলে কারুরই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

১৫. অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী :

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Education is the backbone of a nation. অর্থাৎ 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি দারিদ্র্যমুক্ত তথা স্বাবলম্বী হ'তে পারে না। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশী উন্নত। আর যে জাতি যত বেশী অশিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি দরিদ্র। আর অশিক্ষা দারিদ্র্য সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণও বটে।

ইসলাম যেহেতু স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর, উন্নতজাতি হ'তে অনুপ্রেরণা যোগায়, তাই ইসলামের সর্বপ্রথম নির্দেশ হ'ল, اِقْرَأْ 'পড়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'শিক্ষার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৫৮] ইসলামের বিধান মেনে ১০০% নাগরিক শিক্ষিত হ'লে বাংলাদেশ ১০০% দারিদ্র্যমুক্ত স্বাবলম্বী উন্নত জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ।

১৬. অপচয়, অপব্যয় ও বিলাসিতা :

অপচয়-অপব্যয়, বিলাসিতা এগুলো দারিদ্র্য সমস্যার কারণ। এদেশের বিত্তশালীগণ অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসিতায় যে অর্থ ব্যয় করে তা দিয়ে হাযার হাযার ভুখা-নাঙ্গা বনু আদমের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। ইসলাম মানুষকে মিতব্যয়ী হ'তে শিক্ষা দেয়। অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় না করে নিকটাত্মীয়, ফকীর-মিসকীন ও মুসাফিরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا- 'আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অবাধ্য' *(বনী ইসরাঈল ২৬-২৭)*। ইসলামের উক্ত বিধান মেনে চললে অবশ্যই দারিদ্র্য বিদূরিত হবে ইনশাআল্লাহ।

১৭. খনিজ সম্পদ আহরণে ব্যর্থতা :

নানাবিধ খনিজ সম্পদে ভরপুর আমাদের এ বাংলাদেশ। তেল, গ্যাস, কয়লা, ইউরেনিয়াম সহ প্রায় সকল ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে এ দেশে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এগুলো উত্তোলনের জন্য আমাদের নিজস্ব কোন প্রযুক্তি নেই। দেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো বিদেশী কোম্পানীর কাছে ইজারা দেয়া হয়েছে। এখন তাদের কাছ থেকে নিজেদের গ্যাস আন্তর্জাতিক বাজার দরে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। এতে লাভ তো দূরে থাক, প্রতি বছরে ২৫০০ কোটি টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। এমন অসম চুক্তিতে গ্যাস-কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে, যাতে এদেশের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ ফুলবাড়ী কয়লাখনি। চুক্তি মোতাবেক এ খনি থেকে বাংলাদেশ পাবে মাত্র ৬% আর বৃটিশ কোম্পানী এশিয়া এনার্জি পাবে ৯৪%। ৬% গ্যাস বাবদ বাংলাদেশ বছরে পাবে ১৫০০ কোটি টাকা। বিপরীতে

---

৫৮. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৮।

বছরে ক্ষতি হবে ১৮০০ কোটি টাকা। ফলে ৩০ বছরে ক্ষতি হবে ৯ হাযার কোটি টাকা।[৮]

ইসলাম মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছে এবং দেশের শাসকগোষ্ঠীকে দেশের অভিভাবক হিসাবে তার সমস্ত সম্পদ হেফাযত করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছে। যদি ইসলামের উক্ত বিধান পরিপূর্ণভাবে মানা হ'ত তবে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'ত না এবং অপরিমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে নিষ্পেষিত হ'তে হ'ত না।

১৮. স্বার্থান্ধ প্রতিবেশী :

বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার জন্য স্বার্থান্ধ প্রতিবেশী কম দায়ী নয়। বাংলাদেশকে তিন দিক দিয়ে বেষ্টন করে আছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। এ দেশটি মরণফাঁদ ফারাক্কা, গজলডোবা ব্যারেজ, টিপাইমুখ বাঁধ, সারি নদীর উজানে বাঁধ ও অন্যান্য সকল নদীতে বাঁধ দিয়ে ভাটির দেশ হিসাবে এ দেশকে শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে ও বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হ'তে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াধীন টিপাইমুখ বাঁধ এটাকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া দক্ষিণ তালপট্টি, বেরুবাড়ী, দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল, মহুরীর চর প্রভৃতি দখল করে নিয়েছে। প্রতিদিন বিএসএফ-এর মাধ্যমে গড়ে ১ জন করে নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করার ফলে প্রতিদিন একটি করে পরিবার অভিভাবকহীন নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সীমানায় ভারতীয় নাগরিকরা ঢুকে মূল্যবান সম্পদ পাচার ও চুরি করে নিয়ে গেলেও সীমান্তের অতন্দ্রপ্রহরী বিডিআরের (বর্তমানে বিজিবি) গুলি করার অনুমতি পর্যন্ত নেই। তারা যেন সীমান্তের সাক্ষী গোপাল।

ইসলাম উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম। অন্যের অধিকার যথাযথ সংরক্ষণের গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, দখল, চুরি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। অপরের ১ ইঞ্চি ভূমি দখল করে নিলেও সাত স্তবক জমি হাশরের মাঠে দখলকারীর গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।[৯] ইসলাম এ অনুশাসন মানলে কিছুতেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'ত না।

উপসংহার :

আলোচিত দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ক পর্যালোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের প্রতিটি বিধান যথার্থভাবে মেনে চললে কিছুতেই দারিদ্র্য থাকবে না এবং বাংলাদেশ স্বনির্ভর সমৃদ্ধশালী, উন্নত জাতি হিসাবে বিশ্বের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

৮. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'ভ্যানগার্ড' বুলেটিন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০ইং, পৃঃ ১।

৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সর্বস্ব হারিয়েও সতীত্ব রক্ষা

সতী-সাধ্বী নারীর সম্ভ্রম হরণ করা যায় না। তার সম্মান নষ্ট করা যায় না। সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে সে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। খাত্তাবী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আকাশের ইনসাফ'-এ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ-

চল্লিশ বছর পূর্বে বাগদাদে এক কশাই ছিল। ফজরের আগেই সে দোকানে চলে যেত। সে ছাগল-মেষ যবেহ করে অন্ধকার থাকতেই বাড়ী ফিরে যেত। একদা ছাগল যবেহ করে বাড়ি ফিরছিল। তখনো রাতের আঁধার কাটেনি। সেদিন অনেক রক্ত লেগেছিল তার জামা-কাপড়ে। পথিমধ্যে সে এক গলির ভিতর থেকে একটা কাতর গোঙানি শুনতে পেল। সে গোঙানিটা লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে গেল। হঠাৎ সে একটা দেহের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। একজন আহত লোক পড়ে আছে মাটিতে। যখম গুরুতর। বাঁচাতে হ'লে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন। তখনো দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে। তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। ছুরিটা তখনো দেহে গেঁথে আছে। দ্রুত সে ছুরিটা ঝটকা টানে বের করে ফেলল। তারপর লোকটিকে কাঁধে তুলে নিল। কিন্তু লোকটি পথে এবং তার কাঁধেই মারা গেল।

এর মধ্যেই লোকজন জড়ো হ'ল। কশাইয়ের হাতে ছুরি। সদ্য মৃত লোকটির গায়ে তাজা রক্ত। এসব দেখে লোকজনের স্থির ধারণা হ'ল যে, সেই ঘাতক। অগত্যা তাকে হন্তারক হিসাবে অভিযুক্ত হ'তে হ'ল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল।

যখন তাকে 'ক্বিছাছ'-এর জায়গায় আনা হ'ল এবং মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন সে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'হে উপস্থিত জনতা! আমি এই লোকটিকে মোটেই হত্যা করিনি। তবে আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি অপর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলাম। আজ যদি আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তাহ'লে এই ব্যক্তির হত্যার কারণে নয়, বরং সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য হ'তে পারে'।

অতঃপর সে বিশ বছর আগের হত্যার ঘটনাটি বলা শুরু করল- আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি ছিলাম এক টগবগে যুবক। নৌকা চালাতাম। লোকজনকে পারাপার করতাম। একদিন এক ধনবতী যুবতী তার মাকে নিয়ে আমার নৌকায় পার হ'ল। পরদিন আবার তাদেরকে পার করলাম। এভাবে প্রতিদিনই আমি তাদেরকে আমার নৌকায় পার করতাম।

এ পারাপারের সুবাদে যুবতীটির সাথে আমার আন্তরিকতা গড়ে উঠল। ধীরে ধীরে আমরা একে অপরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললাম। এক সময় আমি তার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মত দরিদ্র এক মাঝির কাছে মেয়ে দিতে তিনি অস্বীকার করলেন। এরপর আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেও এদিকে আর আসত না। সম্ভবত মেয়েটির বাবা নিষেধ করে দিয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পারলাম না। এভাবে কেটে গেল ২/৩ বছর। একদিন আমি নৌকা নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় এক মহিলা ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হ'ল এবং আমাকে নদী পার করে দিতে অনুরোধ করল।

আমি তাকে নিয়ে রওয়ানা হ'লাম। মাঝ নদীতে এসে তাকালাম তার চেহারার দিকে। চিনতে দেরী হ'ল না যে, এ আমার সেই প্রেয়সী। এর পিতা আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে না দিলে সে আজ আমার স্ত্রী থাকত।

আমি তাকে দেখে খুশি হ'লাম। বিভিন্ন মধুময় স্মৃতির ডালি একে একে তার সামনে মেলে ধরতে লাগলাম। সে প্রতি উত্তর করছিল খুব সতর্কতার সাথে এবং বিনয়ের সাথে। পরক্ষণেই সে জানাল যে, সে বিবাহিতা এবং সঙ্গের শিশুটি তারই সন্তান। আমার মন বড় অস্থির হয়ে গেল। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। একটা অশুভ ইচ্ছা আমাকে তাড়া করল। এক পর্যায়ে যৌন পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য আমি তার উপর চাপাচাপি শুরু করলাম। সে আমাকে মিনতি করে বলল, আল্লাহকে ভয় কর! আমার সর্বনাশ কর, না'।

আমি মানলাম না। আমি ফিরলাম না। তখন অসহায় নারীটি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগল। তার শিশু কন্যাটি চিৎকার করতে লাগল। আমি তখন তার শিশু কন্যাটিকে শক্ত হাতে ধরে বললাম, তুমি আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে তোমার সন্তানকে আমি পানিতে ডুবিয়ে মারব। তখন সে কেঁদে উঠল। হাত জোড় করে মিনতি জানাতে লাগল। কিন্তু আমি এমনই অমানুষে পরিণত হ'লাম যে, নারীর অশ্রু ও কান্না কিছুই আমার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেয়ে মূল্যবান মনে হ'ল না। আমি নিষ্ঠুরভাবে শিশু কন্যাটির মাথা পানিতে চেপে ধরলাম। মরার উপক্রম হ'তেই আবার বের করে আনলাম। বললাম, জলদি রাযী হও, নইলে একটু পরই এর লাশ দেখবে। কিন্তু যুগপৎ সন্তানের মায়ায় এবং সতীত্বের ভালবাসায় বিলাপ করে কাঁদতে লাগল, যা আমার কাছে ছিল অর্থহীন, মূল্যহীন।

আমি আবার মেয়েটিকে পানিতে চেপে ধরলাম। শিশুটি হাত-পা নাড়ছিল। জীবনের বেলাভূমিতে আরো অনেক দিন হাঁটার স্বপ্নে দ্রুত হাত-পা ছুঁড়ছিল। কিন্তু ওর জানা ছিল না কেমন হিংস্রের হাতে পড়েছে সে। এবার আমি তার মাথাটা তুলে আনলাম না। ফল যা হবার তাই হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটি নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি এবার তাকালাম তার দিকে। কিন্তু মেয়ের করুণ মৃত্যুও তাকে নরম করতে পারল না। সে তার সিদ্ধান্তে অনড়, অবিচল। তার দৃষ্টি যেন বলছিল 'সন্তান গেছে, প্রয়োজনে আমিও যাব। জান দেব। তবু মান দেব না'। কিন্তু আমার মানুষ সত্তা হারিয়ে গিয়েছিল। বিবেক-সত্তা ঘুমিয়েছিল গভীর সুপ্তির কোলে। আমার মাঝে রাজত্ব করছিল শুধু আমার পশু-সত্তা। আমি নেকড়ের মতো তার দিকে এগিয়ে গেলাম। চুলকে মুষ্টি বদ্ধ করলাম। তারপর তাকেও পানিতে চেপে ধরলাম। বললাম, ভেবে দেখ জলদি; জীবনের মায়া যদি কর তবে আবার ভাব'। সে ঘৃণাভরে না বলে দিল। আমিও তাকে চেপে ধরে রাখলাম। এক সময় আমার হাত ক্লান্ত হয়ে এল। সাথে সাথে তার দেহটাও নিথর হয়ে গেল। আমি ওকে পানিতে ফেলে দিয়ে ফিরে এলাম। খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানল না। মহান সেই সত্তা, যিনি বান্দাকে সুযোগ দেন। কিন্তু ছুড়ে ফেলে দেন না। এই করুণ কাহিনী শুনে উপস্থিত সবার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। এরপর তার শিরোশ্ছেদ করা হ'ল।

এ ঘটনা উজ্জ্বল প্রমাণ যে, সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষায় সতী-সাধ্বী নারীরা কত আপোষহীন? নিজের মেয়েটা নিজের চোখের সামনে জীবন দিল তবুও সে আপোষ করল না। নিজের জীবন দিল। তবুও নিজের মান সে বিলিয়ে দিল না। তার সতীত্ব ও সম্ভ্রমের গায়ে একটা কাঁটাও ফুটতে দিল না।

-হোসনে আরা আফরোয
শেরপুর, বগুড়া।

ক্ষেত-খামার

সেচ ছাড়া নোরিকা ধান চাষ সম্ভব

আফ্রিকা থেকে আমদানিকৃত নতুন জাতের 'নোরিকা' ধান চাষে সেচের প্রয়োজন হয় না। ব্যবহার করতে হয় না সার কিংবা কীটনাশক। যশোর যেলার ঝিকরগাছা উপযেলার কয়েকজন কৃষক পরীক্ষামূলকভাবে এ জাতের ধান চাষ করেছেন। এতে বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঝিকরগাছা উপযেলার পানিসারা ইউনিয়নের রাজাপুর বটতলা গ্রামের জনৈক চাষী পরীক্ষামূলকভাবে ১৭ শতক জমিতে প্রথম নোরিকা ধানের চাষ করেন। উপযেলা কৃষি অধিদফতর থেকে তিনি এ ধানের বীজ সংগ্রহ করেছেন। চারার বয়স ১০ দিন হ'লে বীজতলা থেকে চারা উঠিয়ে জমিতে রোপণ করতে হয়। এরপর ৬০ দিনের মধ্যে ধান গাছ সম্পূর্ণ বেড়ে ধানের ফুলে দুধ আসে। এরপর ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যেই এ ধান কাটা যায়।

ঝিকরগাছা উপযেলা কৃষি অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, আফ্রিকা থেকে আমদানিকৃত নোরিকা ধান আমাদের দেশে যে কোন মৌসুমে চাষ করা সম্ভব। এ ধান চাষের ৯০ দিনের মাথায় ঘরে তোলা যায়। এ ধান চাষে তেমন কোন পরিচর্যা লাগে না। সেচ, সার বা কীটনাশক ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয় না। এ ধান জলাভূমি ও ডাঙ্গায় চাষ করা যায়। নতুন এ ধান গাছ মোটা ও লম্বা আকৃতির। তবে স্থানভেদে আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। জলাভূমি বা নিচু জমিতে পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছও বাড়তে থাকে। অল্প সময়ে ও বিনা পরিচর্যায় এ ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্য জাতের চেয়ে নোরিকা ধানের ফলনও বেশি। কৃষকদের বিশেষ করে দুর্যোগকবলিত অঞ্চলের চাষীদের জন্য এ ধান চাষ বেশি উপযোগী। তাই নোরিকা ধান চাষে কৃষকরা উৎসাহী হবেন বলে আশা করা যায়।

একই জমিতে মাছ ও সবজি চাষ

সাতক্ষীরার দেবহাটা উপযেলার পারুলিয়া ইউনিয়নের অন্ত র্গত ছোট্ট একটি গ্রাম পূর্ব পারুলিয়া। এ গ্রামের দরিদ্র চাষী বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও সনজিৎ মণ্ডল ৬ বিঘা জমি নিয়ে দু'ভাই চাষাবাদ করেন। এর মধ্যে দু'বিঘা অন্যের কাছ থেকে বর্গা নেয়া।

২০১০ সাল থেকে পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে একই ঘেরে ধান, বাগদা, গলদা ও সাদা মাছের চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছেন। বড় ভাই বিশ্বজিৎ নিজ উদ্যোগে ঘের পাড়ে ধুন্দল, বরবটি, ওল, পেঁপের চাষ করে এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। দু'ভাইয়ের এখন আর সাংসারিক প্রয়োজনীয় মাছ, তরকারি বাজার থেকে কিনতে হয় না। বরং তারা এখন তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে মাছ ও তরকারি বাজারে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। তাদের দেখে এলাকায় ঘেরপাড়ে এ ধরনের সবুজ বেষ্টনী সম্বলিত অনুকরণীয় চাষীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাঁকরোল চাষে সচ্ছলতা

সীতাকুণ্ডে কাঁকরোলের প্রচুর ফলন হয়। অতিরিক্ত ফলন হওয়ায় এখানে উৎপাদিত কাঁকরোল স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রফতানী হচ্ছে দেশের বিভিন্ন শহরে। জানা যায়, কাঁকরোল সীতাকুণ্ডের অতি প্রাচীন সবজি। সুদীর্ঘকাল ধরে চাষীরা এই ফসল উৎপাদন করে বাজারে সবজির ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি নিজেদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ধরে রাখেন। উপযেলার ১নং সৈয়দপুর ইউনিয়ন থেকে ১০নং সলিমপুর পর্যন্ত সর্বত্রই কাঁকরোলের চাষ হয়ে থাকে। তবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কাঁকরোল চাষ হয় সৈয়দপুর, বারৈয়াঢালা, মুরাদপুর, পৌরসদর, বাঁশবাড়িয়া ও কুমিরা ইউনিয়নে। সমগ্র উপযেলার পাহাড় থেকে সাগর উপকূল পর্যন্ত সর্বত্রই কাঁকরোল চাষ করেন স্থানীয় কৃষকরা। এছাড়া রেল লাইন ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দু'ধারে পরিত্যক্ত সরকারী জায়গায় সারি সারি কাঁকরোলের বাগান গড়ে তুলেছেন চাষীরা। মহাদেবপুর এলাকার চাষী মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম পাহাড়ে ৪০ শতক, কৃষি জমিতে ১০ শতক ও রেল লাইনের পরিত্যক্ত ৩/৪ শতক জমিতে কাঁকরোল, করলা, বরবটি, পেঁপে, ঝিঙ্গে প্রভৃতি ফসল চাষ করেছেন। এর মধ্যে কাঁকরোল ও করলার প্রচুর ফলন হয়েছে। মৌসুমের শুরুতে প্রতিকেজি কাঁকরোল পাইকারী ৪০/৪৫ টাকাতে বিক্রি করেছেন। মৌসুমের শেষদিকে প্রতি কেজি কাঁকরোল ১৩/১৪ টাকায় পাইকারী এবং খুচরা মূল্যে ১৮/২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়। এসব জমি থেকে মাসে প্রায় ২০ হাযার টাকার কাঁকরোল বিক্রি হয়। বারৈয়াঢালা ছোট দারোগার হাটের কৃষক মুহাম্মাদ আলী কয়েক প্রকার ফসল উৎপাদন করেন। তবে সবচেয়ে বেশি চাষ করেন কাঁকরোল। তিনি বলেন, আমার আয়ের প্রধান উৎসই হচ্ছে এই সবজি। শুধু ছোট দারোগার হাট এলাকাতেই কমপক্ষে শতাধিক চাষী কাঁকরোল বিক্রি করে সংসারে সচ্ছলতা ধরে রাখেন। কাঁকরোল চাষ সম্পর্কে সীতাকুণ্ড উপযেলা কৃষি কর্মকর্তা বলেন, এখানে ৭০ হেক্টর জমিতে ৪৫০ জন চাষী কাঁকরোল চাষ করেন। এবার ফলন খুবই ভাল হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এখানে উৎপাদিত কাঁকরোল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন রংয়ের (হলদে-সবুজ) হয়ে থাকে। এটি ভাল সিদ্ধ হয় এবং খুবই সুস্বাদু। হলুদ হওয়ায় এতে ক্যারোটিনের পরিমাণও বেশি। সুন্দর রং ও আকৃতির কারণে আকর্ষণীয় হওয়ায় মানুষ এই কাঁকরোল কিনতে পসন্দ করেন। ফলে চাষীরাও লাভবান হচ্ছেন।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

শোনরে তরুণ

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

শোনরে তরুণ যুবক দল
জোর কদমে এগিয়ে চল
সঠিক পথের বাজিয়ে বিষাণ
নিশান ধর কষে।
আসবে পথে শতক ভয়
ভয়কে তোরা করবি জয়
জয়কে জানিস সুনিশ্চয়
থাকিসনে আর বসে।
সোনার ছেলে ধরিত্রীর
চল রেখে সব উচ্চ শির
কণ্ঠে লিল্লাহে তাকবীর
আল্লাহু আকবার।
ছড়িয়ে দেরে বিশ্বতল
অহী-র বাণী সুনির্মল
বীর মুজাহিদ এগিয়ে চল
দুরন্ত দুর্বার।
সাজ জিহাদী সাজে আজ
যাক ধ্বংসে যাক যুলুমবাজ
জোরসে চালাও কুচকাওয়াজ
ধর কুরআন কষে।
হস্তে নিয়ে সে শমশের
নাইবা আসুক ওমর ফের
খালিদ ইবনে ওয়ালীদ নাহি
এই ধরণী মাঝ।
তাই কিরে আজ যুবক দল
ইসলাম যাবে রসাতল
নেই কি তোদের বুকের বল
সাজরে আজি সাজ।
লিল্লাহে তাকবীর রবে
উঠুক বিশ্ব কলরবে
বিশ্বে যত যালিমশাহীর
আসন যাক ধ্বংসে।

কার পরশে

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

গাছের শাখে পাতা নাচে
পাখ-পাখালীর কলরবে,
কার পরশে শাপলা হাসে
নীল সবুজের সরোবরে।
নিঝুম রাতে দূর আকাশে
বসে তারার মেলা,
শশী পেল কার দয়াতে
মুগ্ধ করা প্রভা।
কার মহিমায় সূর্য হাসে
নিশির শেষে ঘাসের ডগায়,
কুসুমবাগে পুষ্প ফোটে
তপন রশ্মির কোমল ছোঁয়ায়।
দিনের শেষে বকের সারি
উড়ে ফিরে নীড়ের দিকে,
ক্লিষ্ট বেগে ক্লান্ত মাঝি
প্রভুর নামে তাসবীহ জপে।
সপ্ত অম্বর শক্ত গিরি
কে সৃজিল অল্প ক্ষণে
তাঁর পরিচয় পাই আমি
নিখিল ভুবন অবলোকনে॥

আল-কুরআন

মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

মহা গ্রন্থ আল-কুরআন
নাযিল করেছেন প্রভু
এর পরে আর কোন গ্রন্থ
আসবে নাকো কভু।
একটি হরফ পড়লে তাহার
পাবে দশটি পুণ্য,
এই সুযোগটি দিয়েছেন প্রভু
শুধু কুরআনের জন্য।
সুন্দর জীবন গড়তে মোদের
প্রেরিত আল-কুরআন
এ কিতাবের প্রতিটি বাণী
মহান আল্লাহ্‌র ফরমান।
সব সমস্যার সমাধানে
আল-কুরআন দেখ,
আল্লাহ্‌র বিধান করতে কায়েম
জীবন বাজি রেখ।
সঠিক পথে থাকতে অটল
পড় আল-কুরআন,
সেই আলোতে রাঙিয়ে তোল
নিজের এ জীবন।

লঘু পাপের গুরুদণ্ড

কাযী রফীক
খালিশপুর, খুলনা।

গণফাঁকি দিয়েও যারা
পিটন-পাটান খাচ্ছে না,
তাদের ভয়ে গণমানুষ
নিরাপত্তা পাচ্ছে না।
মুরগি চুরি করছে যারা
তারাই শুধু খাচ্ছে কিল,
বড় বড় চোরের দিকে
কেউ ছোঁড়ে না মস্ত ঢিল।
গরু চোরকে ধরলে সবাই,
বলে 'ওরে ধোলাই দে',
পুকুরচুরি করছে যারা
তাদের 'সাইজ' করবে কে?
কলা-কচু চুরির দায়ে
চোরের আর রক্ষা নেই,
ধরতে পারলে তাকে ধরে
মারতে পারে অনেকেই।
লঘু পাপের গুরুদণ্ড
হচ্ছে যখন দেশটাতে,
কেমন করে রাঘব বোয়াল
পড়বে ধরা শেষটাতে?
***

মহিলাদের পাতা

নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম

*জেসমিন বিনতে জামীল**

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ্র নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন *(আলে ইমরান ১৯)*। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহ্র এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً-

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' *(নিসা ১)*।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? *(তাকভীর ৮-৯)*।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

الـدُّنْيَا 'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' *(নূর ৩৩)*। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'।[৫৯] নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।[৬০]

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।[৬১]

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'।[৬২] তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।[৬৩]

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।[৬৪]

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।[৬৫]

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।[৬৬]

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ন করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে

---

৫৯. আব্দুল খালেক, নারী (ঢাকা : দীনী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯৯), পৃঃ ৪।

৬০. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিজামী (ঢাকা : সালাউদ্দিন বইঘর, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ২২।

৬১. Nazhat Afza and khurshid Ahmad, The position of womanin Islam, Kuwait Islamic Book publishers, 1982), p. 9-10.

৬২. সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩৫।

৬৩. নারী, পৃঃ ৯।

৬৪. ঐ, পৃঃ ৫।

৬৫. ঐ, পৃঃ ২।

৬৬. ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩।

নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি' *(হুজুরাত ১৩)*।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ৭০)*।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُواْ-

'তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' *(নিসা ৩)*।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।[৬৭]

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ

৬৭. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬।*

وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।[৬৮]

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' *(নিসা ১৯)*।

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।[৬৯]

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর' *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ'তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ'লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার' *(বাক্বারাহ ২২৩)*'।[১২]

[চলবে]

৬৮. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২, সনদ ছহীহ।*
৬৯. *বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/৯৮৯।*

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬২।*

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। কখনও শুনা যাবে না।
২। চাঁদের বায়ু মণ্ডল নেই বলে।
৩। কম।
৪। শব্দ বায়বীয় মাধ্যমের চেয়ে তরল মাধ্যমে দ্রুত চলে বলে।
৫। ৭৫৭ মাইল।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। ইবরাহীম (আঃ)-কে।
২। সারা (আঃ)-কে।
৩। ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর।
৪। শুধুমাত্র একজন।
৫। বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (নদ-নদী)

১। শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা কত?
২। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ কোনটি?
৩। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?
৪। বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী কোনটি?
৫। বাংলাদেশের সবচেয়ে গভীর নদী কোনটি?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)

১। কোন গাছকে সূর্যের কন্যা বলা হয়?
২। পরিবেশ রক্ষায় কোন গাছ ক্ষতিকর?
৩। পৃথিবীর বৃহত্তম 'ম্যানগ্রোভ' বন কোনটি?
৪। কোন গাছের ছাল থেকে রং প্রস্তুত করা হয়?
৫। বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ কোনটি?

সংগ্রহে : *জামিরুল ইসলাম*
হাড়াভাংগা, গাংনী, মেহেরপুর।

শিশুর শিক্ষা

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আজকে যারা ছোট্ট শিশু
তারাই হবে বড়,
হেলা না করে তাদের
সঠিকভাবে গড়।
ছোট মনে ছোট জ্ঞানে
করে যদি ভুল,
ভুলগুলোকে শুধরে দিবে
আদর দিয়ে অতুল।
নম্রতা ও আদব-কায়দা
শিখাবে ছোট থেকে,
না শেখালে বড় হয়ে
শিশুটি যাবে বখে।
বড় হ'লেই আদেশ দিবে
ছালাত কায়েম করতে,
আরও তাকে শিক্ষা দিবে
কুরআন-হাদীছ পড়তে।
মাদরাসাতে ভর্তি হবার
সুযোগ দিবে তাকে,
তাহ'লে সে চিনে নিবে
আপন প্রভু আল্লাহকে।

আধুনিক সোসাইটি

এস.এম. মামূন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

আধুনিক সোসাইটির মেয়েদের হাল
ছেলেদের নানাভাবে করে বে-সামাল।
রাত জেগে কথা বলে তাদের সাথে
বারোটায় একটায় আর গভীর রাতে।
নিজেদের মনে করে জ্ঞানী-গুণী সাধু
চুপি-চুপি কথা কয় মুখে কিযে জাদু।
মিসকলে শোনে রোজ ছেলেদের কথা
মনটা ভরে যায় পাপের আকুলতা।
মোবাইলে যোগাযোগ হয় বহু দূরে
কারো ঘর ভেঙ্গে যায় কারো কপাল পোড়ে।
ছেড়ে দাও জীবনের যত ভুল-ভ্রান্তি
তবে পাবে জান্নাত হবে সুখ-শান্তি।

সুন্দর জীবন গড়ি

মুহাম্মাদ মেহেদি হাসান
জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

সোনামণিরা চল সবাই ছালাত আদায় করি
আল্লাহ্র পথে চলি সবাই জীবনটাকে গড়ি।
আল্লাহ্র পথে চলি যেন সারা জীবন ভর,
জাহান্নামের আগুন কিন্তু বড়ই ভয়ংকর।
জান্নাতে আসন যেন আমরা সবাই পাই
সোনামণিরা চল সবাই দাওয়াতী কাজে যাই।
কুরআন মাজীদ মেনে চলে গড়ব সুন্দর জীবন
সেই সাথে করব মোরা সুশিক্ষা অর্জন।
অহি-র পথে চলি সবাই আল্লাহকে ভয় করি
রাসূলের আদর্শে জীবনটাকে গড়ি।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে চুক্তি সই

সিলেটের বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ ও জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে লুকোচুরির মধ্যে একটি যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি সই করেছে ভারত। এ লক্ষ্যে জাতীয় জলবিদ্যুৎ নিগম (এনএইচপিসি), রাষ্ট্রীয় ও জলবিদ্যুৎ সংস্থা (এসজেভিএন) ও মণিপুর সরকার যৌথ উদ্যোগে একটি কোম্পানী গঠন করেছে। গত ২২ অক্টোবর চুক্তিটি সই হয় দিল্লীতে। অবশ্য ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারী বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী সফরের একমাস পর ১০ ফেব্রুয়ারী চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়েছিল বলে জানা গেছে। অথচ এ ধরনের চুক্তি করার আগে বাংলাদেশকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'লেও তা মানেনি ভারত। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে ভারতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী ও মণিপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ২০১০ ও ২০১১ সালে দুই প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং অঙ্গীকার করেছিলেন যে বাংলাদেশকে না জানিয়ে কিছু করা হবে না এবং টিপাইমুখে এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়। অথচ এ চুক্তি সংক্রান্ত কোন তথ্যই এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে জানায়নি ভারত। পরিবেশবিদরা বলছেন, টিপাইমুখে জলাধার ও বিদ্যুৎ প্রকল্প হ'লে বিরাট এলাকার পাহাড়-জঙ্গল পানিতে ডুবে যাবে এবং অনেক লুপ্তপ্রায় প্রাণীসম্পদ ধ্বংস হবে। ঘর আর জীবিকা হারাবে বহু মানুষ। তাছাড়া টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের পরে সেটি ভূমিকম্পে ধসে পড়লে আসাম ও বাংলাদেশের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। খোদ মণিপুরের বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরাও এ বাঁধের বিরোধিতা করে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে।

সূদের মাত্র ১০০ টাকার দাবীতে অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মেরে সন্তান হত্যা

বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ উপযেলার দেউলি ইউনিয়নের বিলপাড়া গ্রামের দিনমজুর রফীকুল ইসলাম অভাবের তাড়নায় একই গ্রামের দাদন ব্যবসায়ী শাহজাহান আলীর কাছ থেকে এক মাস আগে সূদের উপর ৫শ' টাকা ধার নেন। পরে তিনি ৪শ' টাকা পরিশোধও করেন। ২৪ অক্টোবর বিকেলে রফীকুলের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী গোলাপী বেগম সন্তান প্রসবের জন্য মায়ের বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ খবর শুনে শাহজাহানের স্ত্রী একশ' টাকার দাবী করে রফীকুলের স্ত্রী গোলাপীর হাঁস জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হ'লে শাহজাহানের স্ত্রী রফীকুলের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী গোলাপীর পেটে সজোরে লাথি মারলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হ'লে পরদিন মঙ্গলবার রাতে সিজার করে ডাক্তার তার পেট থেকে ৮ মাসের মৃত ছেলেসন্তান বের করেন। দরিদ্র বাবা মৃত সন্তানকে বিস্কুটের কার্টুনে ভরে থানায় নিয়ে সুবিচার দাবী করেন।

চলে গেলেন প্রাজ্ঞ ভাষাবিদ ড. কাযী দ্বীন মুহাম্মাদ

দেশের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. কাযী দ্বীন মুহাম্মাদ (৮৪) গত ২৮ অক্টোবর দিবাগত রাত সাড়ে ১১-টায় ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৮ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। এর আগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি উক্ত হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে তাকে লাইফসাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছিল। ২৯ অক্টোবর সকাল ১১-টায় তার প্রথম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কলাবাগান মাঠে। দ্বিতীয় জানাযা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এবং তৃতীয় ও শেষ জানাযা হয় ঐদিন বাদ আছর দেশের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। জানাযা শেষে তাকে রূপগঞ্জের রূপসী গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

ড. কাযী দ্বীন মুহাম্মাদ নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ থানার রূপসী গ্রামে ১৯২৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে প্রথম বিভাগে ১ম, ১৯৪৫ সালে ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়, ১৯৪৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে বাংলায় অনার্স ও ১৯৪৯ সালে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স পাশ করেন। অতঃপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের পর তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হন। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তিন বছর তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক (বর্তমানে মহাপরিচালক) পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন। বাংলা ভাষা গবেষণা ও উন্নয়নে, বাংলা ভাষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, জীবন সৌন্দর্য, মানবজীবন, প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা, লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ প্রভৃতি।

ভাত না খেয়ে ৫৩ বছর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার নবীনগর উপযেলার নারায়ণপুর গ্রামের রাবেয়া খাতুন বিগত ৫৩ বছর ধরে ভাত না খেয়ে সুস্থভাবে বেঁচে আছেন। ৫৩ বছর পূর্বে তার প্রথম সন্তান আনোয়ারা বেগম জন্ম নেয়ার পরপরই হঠাৎ ভাতের প্রতি তার দারুণ অরুচির ভাব দেখা দেয়। তখন থেকেই তিনি ভাত খাওয়া ছেড়ে দেন। মাছ, গোশতও খান না। তিন বেলা চিড়া, মুড়ি, পিঠা, দুধ ও বিভিন্ন রকম ফল খেয়ে দিন কাটান।

দেশে এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি; আয়ের ৫৯ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্য কিনতে

মাসওয়ারী মূল্যস্ফীতির হার অন্তত গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাব মতে, পয়েন্ট টু পয়েন্ট অর্থাৎ আগের বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৯৭ শতাংশে। বিগত এক দশকের মধ্যে ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। এরপর এ বছরের সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতির হার তা অতিক্রম করেছে। বিবিএস-এর তথ্য মতে, শহর এলাকায় মূল্যস্ফীতির হার ১২ দশমিক ২৯ শতাংশ, যা গ্রামে ১১ দশমিক ৮৫ শতাংশ। বাংলাদেশের একজন মানুষ আয়ের প্রায় ৫৯ শতাংশ ব্যয় করে খাদ্য কিনতে।

ঢাকা ও মস্কোর মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন চুক্তি স্বাক্ষর

পাবনার ঈশ্বরদীর রূপপুরে দুই হাযার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে গত ২ নভেম্বর সকালে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে একটি যুগান্তকারী চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওছমান এবং রাশিয়ার সরকারী এটমিক এনার্জি কর্পোরেশন (রোসোতোম)-এর মহাপরিচালক সের্গেই কিরিয়েঙ্কো নিজ নিজ দেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পরমাণু জ্বালানির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে এ চূড়ান্ত সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির আওতায় রুশ সরকার দু'টি পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে। প্রতিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা থাকবে এক হাযার মেগাওয়াট।

পোশাক রফতানীতে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন তৃতীয়

বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রফতানীতে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। বিশ্বে মোট পোশাক রফতানীর সাড়ে চার শতাংশ বাংলাদেশ একাই রফতানী করে। এক বছর আগেও বিশ্বে বাংলাদেশ ছিল পঞ্চম স্থানে। এক লাফে এবার তুরস্ক ও ভারতকে ডিঙ্গিয়ে তৃতীয় স্থানটি দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান ২০১১' দলীল থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, বিশ্ববাজারে পোশাক রফতানীতে প্রথম স্থানটি চীন ধরে রেখেছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যার কৌশল পাল্টে এখন গুম করা হচ্ছে

-ড. মিজানুর রহমান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেছেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কৌশল পাল্টে গেছে। আগে ক্রসফায়ার হ'ত, এখন নাগরিকদের তুলে নিয়ে গুম করা হচ্ছে। যাকে গুম করা হয় তার হদিস পাওয়া যায় না। পরিবার লাশের খোঁজও পায় না। গত ১৮ নভেম্বর মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

এখন আইন দেখে নয়, চেহারা দেখে বিচার করা হয়

-ব্যারিষ্টার রফিক-উল-হক

প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিষ্টার রফিক-উল-হক বলেছেন, 'বিচার বিভাগ এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, উচ্চ আদালতে চেহারা দেখে বিচারকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। আইনের বিচার হয় না। মানুষটা কে, আইনজীবী কে, কোন রাজনৈতিক দলের- এসব দেখে বিচার করা হচ্ছে। এজন্য ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে'। গত ১৯ নভেম্বর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে হিউম্যান রাইটস ফাউণ্ডেশন আয়োজিত 'একসেস টু জাস্টিস' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিদেশ

ভারতে প্রতি ৩০ মিনিটে একজন কৃষকের আত্মহত্যা

বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে ঋণের বোঝায় দিশেহারা হয়ে পড়ছে ভারতের কৃষকরা। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে তারা আত্মহননের পথকে বেছে নিচ্ছে। ভারতের 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো'র সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে দৈনিক ৪৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করছে। উক্ত প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০১০ সালে কমপক্ষে ১৫ হাযার ৯৬৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতে ২০০৯ সালে ১৭ হাযার ৩৬৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করে। ২০০৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৬ হাযার ১৯৬। ১৯৯৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ভারতে দুই লাখ ৩২ হাযার ৪৬৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করে বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়। এদিকে 'ইন্ডিয়া টুডে'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে ভারতে প্রতি ৩০ মিনিটে একজন করে কৃষক আত্মহত্যা করে।

আমেরিকার গরীবরা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে

কথিত সমৃদ্ধিশালী আমেরিকার অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র এখন সর্বত্র। বিশেষ করে শহরের তুলনায় শহরতলীতে দারিদ্র্যের দগদগে ঘা বেশি করে চোখে পড়ে। চলমান অর্থনৈতিক মন্দার এই দুঃসহ অবস্থা নতুন করে উঠে এসেছে বিশ্বখ্যাত সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস-এর 'আউটসাইড ক্লিভল্যান্ড, স্ন্যাপশটস অব প্রোভার্টিস সার্জ ইন দি সুবাবস' শিরোনামের সচিত্র সংবাদে। সংবাদে বলা হয়েছে, এক সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল দীর্ঘ সময় ধরে সমৃদ্ধ আমেরিকার স্থিতিশীলতার প্রতীক। শহরভিত্তিক এসব মধ্যবিত্তের অর্ধেকের বেশি ২০০০ সালের পর থেকে নিম্নবিত্তে পরিণত হয়েছে এবং সিটি ছেড়ে বসতি গড়েছে শহরের বাইরে। 'টাইমস' উল্লেখ করেছে, বর্তমান আমেরিকায় শহরের ২৬ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় শহরের বাইরের নিম্নবিত্ত মানুষের বাস ৫৩ শতাংশ। ২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে মন্দার আঘাতে শহরের বাইরে দুই-তৃতীয়াংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যুক্ত হয়েছে।

ক্লিভল্যান্ডের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আগে যারা নগরে বাস করতেন, এখন তাদের প্রায় ৬০ শতাংশ বাস করেন শহরতলীতে। ২০১০ সালের তুলনায় যা ৪৬ শতাংশ বেশি। আর জাতীয়ভাবে প্রায় ৫৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ এখন শহরতলীতে বাস করেন, যারা আগে সিটিতে বাস করতেন। এই সংখ্যা ৪৯ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কারাগারে দু'বেলা খাবার : বাজেট ঘাটতি পুষিয়ে নিতে টেক্সাসের কারাগারে সাপ্তাহিক ছুটির দিন অর্থাৎ শনি ও রবিবার দুপুরে বন্দীদের খাদ্য প্রদান স্থগিত করা হয়েছে। গত এপ্রিল থেকে এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। টেক্সাস ডিপার্টমেন্ট অব ক্রিমিনাল জাস্টিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ অর্থবছরে কারাগার সমূহে বাজেট ঘাটতি পড়েছে প্রায় ২.৮ মিলিয়ন ডলার। এটি পুষিয়ে নিতে এ ব্যবস্থার পাশাপাশি কার্টুন দুধের পরিবর্তে পাউডার দুধ দেয়া হচ্ছে। জর্জিয়ায় দু'বেলা করে খাবার দেয়া হয় শুক্র, শনি ও রোববারে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০০ কোটি

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)-এর হিসাব মতে, পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৭০০ কোটি। আগামী ১৩ বছরে পৃথিবীতে আরো ১০০ কোটি মানুষ বাড়বে। ইউএনএফপিএ-র তথ্য মতে, পৃথিবীতে ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ৮৯ কোটি ৩০ লাখ। পৃথিবীতে এখন প্রতি দুইজনের একজন মানুষ শহরে বাস করে। বর্তমান জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৪২০ কোটি মানুষ বাস করে এশিয়ায়। এর মধ্যে চীন ও

ভারতের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৩৫ ও ১২৪ কোটি। উল্লেখ্য, ইউএনএফপিএ'র মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি পাঁচ লাখ।

যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ বেকারের হার দ্বিগুণ

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের বেকারত্বের পরিমাণ শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়া বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতেও শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গরা অনেক পিছিয়ে আছে। এসব কারণে কৃষ্ণাঙ্গরা মাদক ব্যবহার, চোরাচালানসহ সামাজিক নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জেলখানাগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা অনেক বেশি।

জাপানে রোবটরাই বয়স্কদের সঙ্গী

জাপানে বয়স্কদের সাহায্য করতে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে রোবট। 'প্যানাসোনিক' কোম্পানী এমন একটি রোবট তৈরী করেছে যেটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার চুলে শ্যাম্পু করতে এবং চুল ধুয়ে দিতে সাহায্য করবে। টয়োটা মোটর কোম্পানী তৈরী করছে এমন একটি রোবট, যা সঙ্গী হবে নিঃসঙ্গ মানুষের। তার ঘর পরিষ্কার করবে, প্রয়োজনীয় ওষুধটি কাছে এনে দেবে, হাঁটা-চলার সময় একটি হাত ধরে রাখবে। উল্লেখ্য, জাপানে পুরুষরা সাধারণত ৮০ বছর পর্যন্ত বাঁচেন এবং মহিলারা ৮৬। জাপানের বর্তমান জনসংখ্যা ১২ কোটির বেশী। এর মধ্যে ২৩ শতাংশের বয়স ৬৫ বছরেরও বেশী।

চীনের অর্ধেক ধনী অভিবাসী হতে আগ্রহী

চীনের ধনী নাগরিকদের প্রায় অর্ধেক বিদেশে অভিবাসী হওয়ার কথা ভাবছেন। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে পছন্দের গন্তব্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। ব্যাংক অব চায়না ও হুয়ান রিপোর্টের এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এক কোটি ইউয়ানের (১৬ লাখ ডলার) বেশি সম্পদ রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর ৪৬ শতাংশ বিদেশে বসবাসের কথা ভাবছেন। এর মধ্যে ১৪ শতাংশ ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছেন। অনেকে জানান, তারা তাদের সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে চান। তাছাড়া চীনে তারা তাদের সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

সমকামিতাকে বৈধতা নয়

যুক্তরাজ্যের হুঁশিয়ারী উড়িয়ে দিল ঘানা ও উগান্ডা

ঘানার প্রেসিডেন্ট জন আত্তা মিলস বলেছেন, 'যুক্তরাজ্যের সহায়তা কমিয়ে দেওয়ার হুমকি সত্ত্বেও তিনি সমকামিতাকে বৈধতা দেবেন না। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, যেসব দেশ সমকামীদের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হবে, সেসব দেশে ত্রাণসহায়তা কমিয়ে দেবে তার সরকার। উগান্ডাও যুক্তরাজ্যের উক্ত হুঁশিয়ারী আমলে নেয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর অর্ধেকই যৌন হয়রানির শিকার

মানব সভ্যতার জন্য নতুন এক ভয়ংকর তথ্য প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রভাবশালী পত্রিকা 'নিউইয়র্ক টাইমস'। পত্রিকাটি খবর দিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেড সেভেন থেকে টুয়েলভ ক্লাসের ছাত্রীদের অর্ধেকই যৌন হয়রানির শিকার। যৌন নির্যাতনের শিকার ছাত্রীদের শতকরা ৮৭ ভাগের ওপর পড়েছে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব। এদের বেশিরভাগই এখন স্কুল কামাই করা শুরু করেছে, তার ওপর পাকস্থলির সমস্যা তো লেগেই আছে। অনেকের আবার রাতের ঘুম হারাম হয়েছে। অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে তারা জীবন কাটাচ্ছে। 'দি আমেরিকান এসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন' এক হাযার ৯৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর ওপর গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। গবেষণায় বলা হচ্ছে, ছেলেরা যেখানে শতকরা ৪০ ভাগ যৌন হয়রানির শিকার সেখানে মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ। গবেষণায় আরো দেখা যাচ্ছে, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে গড়পড়তা শতকরা ৪৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শতকরা ৩০ ভাগ অনলাইনে ই-মেইল, ফেসবুক এবং অন্য মাধ্যমে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলিতে ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এ সংখ্যা শতকরা ৫২ ভাগ। এরা সবাই শারীরিকভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে, আর শতকরা ৩৬ ভাগ হয়েছে অনলাইনে।

গুজরাট দাঙ্গায় ৩১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ভারতের গুজরাটে ২০০২ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ৩৩ জনকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় ৩১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। দুই বছর ধরে শুনানী চলার পর গুজরাটের মুখ্য হাকিম এসসি শ্রীবাস্তব ৯ নভেম্বর এই রায় দেন। উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ না থাকায় এ মামলার ৭৩ আসামীর মধ্যে ১১ জনকে খালাস দিয়েছে আদালত। ২০০২ সালে একটি ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৬০ জন হিন্দু তীর্থযাত্রী মারা যাওয়ার পর ঐ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ঐ ঘটনায় ১ হাযারেরও বেশী মানুষ নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই মুসলমান। ঐ দাঙ্গার সময় সরদারপুর এলাকায় একটি বাড়ীতে আশ্রয় নেয়া ৩৩ জন মুসলিমকে পুড়িয়ে হত্যা করে উগ্রবাদী হিন্দুরা। এদিকে এ ঘটনায় গুজরাটের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইন্ধন ছিল বলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হ'লেও তিনি থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমনকি এ ঘটনার জন্য তিনি কখনও দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেননি।

সন্ত্রাসীদের ছাড়াতে থানায় মমতা ব্যানার্জি

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার ভবানীপুর দুর্গাপূজার দেবী ডুবানোর সময় উচ্ছৃঙখল কিছু লোক চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে উচ্চ শব্দের বাজি ফুটিয়ে উল্লাসে মাতলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এরপরেই তাদের ওপর চড়াও হয় ঐসব সন্ত্রাসীরা। হামলা চালায় থানায়। পরে হামলাকারী অভিযোগে পুলিশ দু'জনকে আটক করে। এই ঘটনায় রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে গোটা ভবানীপুর এলাকা। মন্ত্রীরা সন্ত্রাসীদের ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে অবশেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দলীয় সন্ত্রাসীদের ছাড়াতে থানায় যান। এরপর পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। *[কি চমৎকার গণতন্ত্র!]*

ব্রিটেনে ১২ লাখ তরুণ বেকার

ব্রিটেনে ১৯ বছরের মধ্যে তরুণদের বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বর্তমানে দেশটির ১২ লাখ তরুণ বেকার রয়েছে। ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর থেকে গত ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্রিটেনে এখন মোট বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ২০ হাযার। ১৯৯৬ সালের পর এটাই ব্রিটেনের সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার।

ভারতে অভাবের তাড়নায় সন্তান ফেলে পালিয়ে গেছে বাবা-মা

ভারতের বিহার রাজ্যের প্রমোদ পাসওয়ান ও অনিতা পাসওয়ান নামে এক দম্পতি প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় সন্তান ফেলে পালানোর ১০ মাস পর পুলিশের হাতে আটক হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারী ঐ দম্পতি তাদের সাত বছরের কন্যাসন্তানকে দিল্লীর একটি জনাকীর্ণ শপিং মলে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। ফেলে যাওয়া মেয়েটি ছাড়াও তাদের সাতটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

মুসলিম জাহান

গাদ্দাফী : জিরো থেকে হিরো

মু'আম্মার বিন মুহাম্মাদ আল-ক্বাযযাফী ওরফে গাদ্দাফী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে লিবিয়ার সির্ত শহরের নিকটবর্তী মরুভূমিতে এক সাধারণ বেদুঈন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে বেনগাযীতে অবস্থিত লিবীয় মিলিটারী একাডেমীতে ক্যাডেট হিসাবে তিনি ভর্তি হন। এখান থেকেই ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য লিবীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাকে ইংল্যান্ডের স্যান্ডহার্স্ট রয়াল মিলিটারী একাডেমীতে পাঠানো হয়। ১৯৬৭ সালে যৌথ আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের সহজ বিজয়ে চরম অপমানিত বোধ করেন গাদ্দাফী এবং তখন থেকেই চরম জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। ১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ সাঈদ হাসানের হাতে অস্থায়ীভাবে ক্ষমতা দিয়ে বিদেশে সফরে যান লিবিয়ার শাসক রাজা ইদ্রীস। সুযোগ বুঝে গাদ্দাফীর নেতৃত্বে একদল জুনিয়র সেনা কর্মকর্তা যুবরাজ সাঈদকে গৃহবন্দী করেন এবং রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। রাজতন্ত্র থেকে লিবিয়াকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা দেন গাদ্দাফী। ১৯৭০ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদবী গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৭২ সালে তা প্রত্যাহার করে নেন। এরপর ক্যাপ্টেন থেকে নিজের সেনা পদবী কর্ণেল পদে উন্নীত করেন।

২০০৯ সালে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য প্রথমবারের মতো তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং এ অধিবেশনে ১৫ মিনিটের স্থলে দেড় ঘণ্টা ভাষণ দেন। এ সময় তিনি জাতিসংঘের সংবিধান ছিঁড়ে ফেলেন এবং নিরাপত্তা পরিষদকে 'সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসী সংগঠন' বলে তাচ্ছিল্য করেন।

গাদ্দাফী বিরোধী গণআন্দোলন : গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে পশ্চিমা ইন্ধনে গণআন্দোলন শুরু হয় ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১। বিক্ষোভ দিয়ে শুরু হ'লেও গাদ্দাফীর কঠোর দমন-পীড়নের ফলশ্রুতিতে ক্রমেই তা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৭ মার্চ গাদ্দাফীর অনুগত নিরাপত্তা বাহিনীর হাত থেকে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষার নামে লিবিয়ায় 'নো ফ্লাই জোন' (বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা) প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে 'ন্যাটো'কে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ১৯ মার্চ সেখানে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে পশ্চিমা যৌথবাহিনী। অভিযানের নাম দেয়া হয় 'অপারেশন অডিসি ডন'। পরবর্তীতে ন্যাটোর নেতৃত্বে হামলা চলতে থাকে। ২০ আগস্ট থেকে ন্যাটো বাহিনীর সামরিক সহায়তা নিয়ে সরকারবিরোধী যোদ্ধারা ত্রিপোলীতে 'অপারেশন মারমেইড ডন' শুরু করে। বিদ্রোহী 'ন্যাশনাল ট্রান্জিশনাল কাউন্সিল' (এনটিসি)-এর যোদ্ধাদের হামলা এবং ন্যাটো বাহিনীর একতরফা বিমান হামলার মুখে গত ২২ আগস্ট রাজধানী ত্রিপোলীর দখল হারান গাদ্দাফী। অতঃপর ২০শে অক্টোবর স্বীয় জন্মস্থান সির্ত শহরে তিনি নিহত হন। এভাবেই লিবিয়ায় দীর্ঘ ৪২ বছরের গাদ্দাফী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গাদ্দাফীর 'অষ্টম আশ্চর্য': লিবিয়াবাসীর জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সমগ্র লিবিয়াজুড়ে গাদ্দাফী যে ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ করেছিলেন তা পরিচিতি পেয়েছে 'মনুষ্যনির্মিত বিশাল ভূগর্ভনদী' নামে। বিশ্বের বৃহত্তম এই প্রকল্পটিকে খোদ গাদ্দাফী গর্ব করে বলতেন, 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য'। সির্ত, ত্রিপোলী, বেনগাযীসহ লিবিয়ার অন্যান্য মরু অঞ্চলে খাবার পানি সরবরাহ ও সেচ কাজের জন্য লিবিয়াজুড়ে ২,৮৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ পাইপের নেটওয়ার্ক নির্মিত হয়েছে এ প্রকল্পটিতে। ইতিহাসে এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় এই পাইপলাইনে আছে এক হাযার ৩০০-রও বেশি কুয়া, যেগুলোর বেশিরভাগই ৫০০ মিটারেরও বেশি গভীর। এখনো লিবিয়াতে প্রতিদিন ৬৫ হাযার ঘনলিটার বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দিচ্ছে গাদ্দাফির এ অষ্টম আশ্চর্য প্রকল্প।

১৯৫৩ সালে লিবিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে তেল অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশালায়তনের এক ভূগর্ভস্থ জলাধারের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালের শেষে ৪০ হাযার বছরের পুরনো এই জলাধার থেকে 'বিশাল মনুষ্যনির্মিত নদী প্রকল্প' বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। তবে বাস্তবে কাজ শুরু হতে হতে অতিক্রান্ত হয় আরও ২৪ বছর। ১৯৮৩ সালে লিবিয়ার কংগ্রেসে এ প্রকল্প প্রস্তাবটি পাস হয়। এক বছর পরে সারির এলাকায় নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাদ্দাফী। কোন প্রকার বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান ছাড়াই পুরোপুরি নিজস্ব অর্থায়নে বিশাল এই কর্মযজ্ঞের নকশা প্রণয়ন করেন মার্কিন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান ব্রাউন অ্যান্ড রুট ও প্রাইস ব্রাদার্স। পুরো প্রকল্পটি সফলভাবে শেষ করার জন্য খরচ হয়েছিল ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ।

গাদ্দাফীর শেষ কথা : 'তোমরা যা করছ তা ভুল। তোমরা কি জান না, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল'? গত ২০শে অক্টোবর সকালে এনটিসির যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ার পর তাদের উদ্দেশ্যে এ কথাই বলেছিলেন মু'আম্মার আল-ক্বাযযাফী।

গাদ্দাফীর অছিয়ত : 'এটি আমার অছিয়ত। আমি মু'আম্মার বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সালাম আল-ক্বাযযাফী এই মর্মে শপথ করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি একজন মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করব। যদি আমি নিহত হই, তাহ'লে আমি মুসলিম রীতি অনুযায়ী সমাধিস্থ হতে চাই আমার মৃত্যুকালীন পোষাকে গোসল না করা অবস্থায় (আমার জন্মস্থান) সির্তের পারিবারিক গোরস্থানে। আমি চাই যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিবার বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা হবে। লিবীয় জনগণ যেন এর ঐক্য, উন্নতি, ইতিহাস এবং তাদের পূর্বপুরুষ ও বীরদের ভাবমূর্তি রক্ষা করে। লিবীয় জনগণের উচিৎ হবে না তাদের স্বাধীন ও সর্বোত্তম ব্যক্তিদের উৎসর্গ সমূহকে বর্জন করা। আমি আমার সমর্থকদের আহ্বান জানাচ্ছি, লিবিয়ার উপর বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আজ, কাল ও সর্বদা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। বিশ্বের স্বাধীন মানুষেরা জেনে নিক যে, আমরা আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল জীবনের জন্য সবকিছু কুরবানী দিতে পারি। আমরা এর বিনিময়ে অনেক কিছুর প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কর্তব্য ও সম্মানের প্রতীক হিসাবে সম্মুখভাগে থেকে মুকাবিলার পথকে বেছে নিয়েছিলাম।. এখুনি যদি আমরা জিততে নাও পারি, তবুও আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি শিক্ষা রেখে যাব যে, জাতিকে রক্ষা করা হ'ল সম্মানজনক কাজ এবং একে বিক্রি করে দেওয়া হ'ল সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। ইতিহাস চিরদিন তাদের স্মরণ করবে, অন্যেরা তোমাদের যেভাবে বলার চেষ্টা করুক না কেন'।

(২৫ শে অক্টোবর ২০১১ বিবিসি কর্তৃক আরবী হ'তে ইংরেজীতে অনুবাদ। সেখান থেকে বাংলায় অনূদিত)

গাদ্দাফীবিহীন লিবিয়ায় হামলে পড়েছে পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা : গাদ্দাফী নিহত হওয়ার একদিন পর (২১ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফিলিপ হ্যামন্ড বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'অবশ্যই আমি চাই ব্রিটিশ কোম্পানীগুলি আজই রওনা দিক ত্রিপোলির দিকে। লিবিয়ার পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের এখনই সুটকেস গুটিয়ে লিবিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে চলে যাওয়া উচিত'। তাছাড়া গাদ্দাফী নিহত হওয়ার এক সপ্তাহ আগে ফ্রান্সের ৮০টি কোম্পানীর এক প্রতিনিধিদল এনটিসি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে। এদিকে প্রাথমিক এক অনুমানের ভিত্তিতে দেখা গেছে, লিবিয়ার পুনর্গঠনে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো কমপক্ষে ১৩ হাযার কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ উপার্জন করবে। উল্লেখ্য, সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর ব্রিটিশ কোম্পানীগুলো তিন বছরের মধ্যে ইরাক পুনর্গঠনের নামে কয়েকশত হাযার কোটি ডলার ব্যবসা করে নেয়। তাছাড়া লিবিয়াতে ফেব্রুয়ারীতে অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আগে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা লিবিয়া থেকে প্রায় ১৫০ কোটি ডলারের ব্যবসা করেছিল। সঙ্গতকারণেই ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নির্মাণ এবং অবকাঠামো নির্মাণ

কোম্পানীগুলো ইরাক ও আফগানিস্তানের সম্পদ লুট করে এবার লিবিয়া লুটের অভিযানে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় হামলে পড়েছে।

গাদ্দাফীপুত্র সাইফ গ্রেফতার : গাদ্দাফীর পলাতক ২য় পুত্র সাইফুল ইসলামকে গত ১৮ই নভেম্বর শুক্রবার রাত দেড়টায় লিবিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় ওবারি শহরের নিকটবর্তী মরুভূমি থেকে কয়েকজন দেহরক্ষীসহ গ্রেফতার করা হয়। তিনি তখন প্রতিবেশী দেশ নাইজারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আটকের পর তাকে জিনতান শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে। সংস্থাটি তাদের কাছে সাইফকে হস্তান্তরের দাবী জানালেও লিবিয়ার অন্তর্বর্তী জাতীয় পরিষদ বলেছে, সাইফের বিচার লিবিয়ার মাটিতেই হবে। এদিকে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে, গত ২০শে নভেম্বর গাদ্দাফীর পলাতক গোয়েন্দা প্রধান আব্দুল্লাহ সনৌসিকে দক্ষিণের আল-গৌর এলাকার সাবহা শহরে তার বোনের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

লিবিয়ার অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হ'লেন আব্দুর রহীম : ত্রিপোলী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুর রহীম আল-কাইব লিবিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় অন্তর্বর্তী পরিষদ তথা এনটিসি তাকে নির্বাচিত করে। গত ৩১ অক্টোবর সোমবার এনটিসির ৫১ সদস্যের মধ্যে আব্দুর রহীম ২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৮ জন প্রার্থী।

'আরব বসন্ত' গণ-আন্দোলনে ক্ষতি সাড়ে পাঁচ হাযার কোটি ডলার

চলতি বছর উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান 'আরব বসন্ত' গণ-আন্দোলনে অঞ্চলটির ক্ষতি হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাযার কোটি মার্কিন ডলারের বেশি। ব্রিটেনভিত্তিক পরামর্শক গোষ্ঠী 'জিওপলিসি' নামের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মিসর, সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, বাহরাইন ও ইয়েমেনের গণ-আন্দোলনের ফলে মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষতি হয়েছে দুই হাযার ৫৬ কোটি ডলার। আর এসব দেশের সরকার রাজস্ব ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে তিন হাযার ৫২৮ কোটি ডলারের। মিসর, সিরিয়া ও লিবিয়ার সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ইয়েমেনে চলমান আন্দোলন ও লিবিয়ায় সরকার পতনের ফলে জনগণের ব্যয়ের পরিমাণের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও কমে গেছে। ইয়েমেনে রাজস্ব কমেছে ৭৭ শতাংশ এবং লিবিয়ায় ৮৪ শতাংশ। মানুষের মৃত্যু, অবকাঠামো ধ্বংস, ক্ষতি এবং ব্যবসা ও বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষতি এ হিসাবের বাইরে।

পাকিস্তান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত

পাকিস্তান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। গত ২১ অক্টোবর ১৯৩ ভোটের মধ্যে ১২৯ ভোট পেয়ে দেশটি এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। পাকিস্তানের এই অস্থায়ী সদস্যপদ থাকবে আগামী ১ জানুয়ারী থেকে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ভারতও এ মর্যাদা পেয়েছে।

ইউনেস্কোর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করল ফিলিস্তীন

ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্রের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ফিলিস্তীনকে পূর্ণ সদস্যপদ দিয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার পথে ফিলিস্তীন আরো একধাপ এগিয়ে গেল। গত ৩১ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতরে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে ফিলিস্তীনের পক্ষে ১৭০টি দেশ ভোট দেয়, বিপক্ষে ভোট পড়ে ১৪টি। ৫২টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। এর মাধ্যমে জাতিসংঘের কোন সংস্থার প্রথম পূর্ণ সদস্য হ'ল ফিলিস্তীন। উল্লেখ্য, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ণ সদস্যপদ পেতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে আবেদন করে ফিলিস্তীন। এদিকে ফিলিস্তীনকে ইউনেস্কোর পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইউনেস্কোতে কোন দেশের ভেটো ক্ষমতা নেই।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দূষণ কমাবে পোশাক

পোশাক পরে পরিবেশ দূষণ কমানোর উপায় বের করেছেন শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের প্রো-ভিসি টোনি রায়ান। তিনি বলেন, পোশাকের যে তন্তু, তাতে যদি ঢুকিয়ে দেয়া যায় দূষণমুক্তির রাসায়নিক, তাহলেই পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব। এ রাসায়নিকের নাম টিটানিয়াস ডাইঅক্সাইড। স্বয়ংক্রিয় পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার করা হয় এ রাসায়নিক। এর কাজ হ'ল ক্ষতিকর নাইট্রোজেনকে ধ্বংস করা। একই রাসায়নিক ব্যবহার করা যায় কাপড় কাঁচার সাবানে। এতে সাবানের দাম একটু বাড়বে, কিন্তু চার পাশের দূষণ কমে আসবে।

দশ মিনিটেই চার্জ হবে গাড়ি

গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'নিশান' সম্প্রতি বৈদ্যুতিক গাড়ির একটি চার্জার তৈরি করছে, যাতে দশ মিনিটেই গাড়ি চার্জ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে দ্রুতগতির বৈদ্যুতিক চার্জারেও গাড়ি চার্জ হতে ৩০ মিনিটের বেশি সময় লাগে। নিশানের প্রকৌশলী এবং জাপানের কানসাই ইউনিভার্সিটির গবেষকগণ টাংস্টেন অক্সাইড এবং ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড থেকে একটি নতুন ধরনের ক্যাপাসিটর ইলকট্রোও তৈরি করছেন, যা চার্জারে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে বাজারে থাকা চার্জারগুলোতে ইলকট্রোড হিসাবে কার্বন ব্যবহৃত হয়। বলা হচ্ছে, নতুন এ চার্জার পদ্ধতি ভোল্টেজে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটানো ছাড়াই দ্রুত চার্জ সম্পন্ন করবে এবং বেশিক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করে রাখবে।

এটিএমে হীরা কেনা যাবে!

কার্ড ব্যবহার করে 'অটোমেটেড টেলার মেশিনে'র (এটিএম) মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা তোলা এখন বেশ সাধারণ একটি ব্যাপার। বছর খানেক আগে সোনার বিস্কুট বের হবে এমন এটিএম চালু হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এখন থেকে হীরা ও রুপাও পাওয়া যাবে এটিএমে। হ্যাঁ, এ ব্যবস্থাই করেছে ভারতের গীতাঞ্জলী গ্রুপ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির দাবী হ'ল, বিশ্বে তারাই প্রথম এটিএমের মাধ্যমে হীরা, সোনা ও রুপা বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি আপাতত এমন ৭৫টি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। গ্রাহকেরা এসব কেন্দ্র থেকে হীরা, সোনা ও রুপা দিয়ে তৈরী অন্তত ৪০ ধরনের পণ্য কিনতে পারবেন। উল্লেখ্য, বিশ্বে সর্বোচ্চ সোনা ব্যবহারকারী দেশ ভারত। দেশটিতে ২০১০ সালে ৯০০ টনেরও বেশী সোনা হাতবদল হয়েছে।

কানে কম শুনে আমেরিকানরা

১২ বছর ও তার অধিক বয়সের আমেরিকানদের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন আমেরিকান কানে কম শুনেন। তাছাড়া প্রায় ৪৮ মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকান অন্তত এক কানে কম শুনেন। ন্যাশনাল হেলথ এণ্ড নিউট্রিশনাল এক্সামিনেশন সার্ভের পক্ষ থেকে এই গবেষণা করা হয়। মানুষের বয়স এবং জিন কানে কম শোনার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বেশি জোরে জোরে মিউজিক শুনলেও কানে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সিগ্রাস থেকে ম্যালেরিয়া ওষুধ!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীব রসায়নবিদ জুলিয়া কুবানেক অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ফিজি দ্বীপের সমুদ্র তলদেশে সন্ধান পেয়েছেন এক ধরনের সিগ্রাস বা সামুদ্রিক ঘাসের, যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল বয়ে আনবে। এই সিগ্রাস এক ধরনের অণু প্রস্তুত করে, যা ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধ্বংস করতে বেশ কার্যকর হবে বলে গবেষকদের ধারণা। তিনি উক্ত পদার্থ থেকে ওষুধ তৈরির জন্য জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ৬-৮ নভেম্বর সাতক্ষীরা যেলা সফর করেন। তিন দিনব্যাপী এই সফরে তিনি বিভিন্ন এলাকায় যেসব প্রোগ্রাম করেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

যশোর : রাজশাহী থেকে ট্রেনযোগে যশোরে এসে নামলে যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ-সম্পাদক আলহাজ আব্দুল আযীয ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান এবং সাতক্ষীরা থেকে মাইক্রো নিয়ে আগত সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি যশোর যেলা দায়িত্বশীলদের নিকট সংগঠন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

কলারোয়া : যশোর থেকে সাতক্ষীরা যাওয়ার পথে তিনি কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় করেন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কলারোয়া উপযেলার দায়িত্বশীলদের সঙ্গে আলোচনা সভায় মিলিত হন। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ক্বামারুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উপযেলা দায়িত্বশীল বৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

রাস্তার ভিত দিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত

পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী সাতক্ষীরা থেকে তিনি সরাসরি গ্রামে গিয়ে মসজিদে এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। উল্লেখ্য যে, বুলারাটি, মাহমূদপুর, তালবেড়ে তিনগ্রামের আহলেহাদীছগণ যুগ যুগ ধরে একত্রে ঈদের ছালাত আদায় করলেও ঈদগাহে আসার জন্য কোন রাস্তা নেই। বিভিন্ন জমির আইল দিয়েই মুছল্লীরা অনেক কষ্টে ঈদগাহে আসেন। বহুদিন থেকে রাস্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। গত ৮ই অক্টোবর'১১ মাওলানা ছহীলুদ্দীনের জানাযা উপলক্ষে বাড়ীতে এলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সবাইকে বলে যান ঈদের আগের রাতে এ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে বুলারাটি জামে মসজিদে বৈঠকে বসার জন্য। আলোচ্য বৈঠকটি ছিল সেটাই। আলহামদুলিল্লাহ! মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে জমি দান করতে ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এবং আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাস্তা তৈরী করতে রাযী হয়ে যান। সেমতে ঈদের দু'দিন পরে ৯ নভেম্বর বুধবার সকাল ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলের উপস্থিতিতে ঈদগাহের রাস্তার মাটি কেটে আল্লাহ্র নামে শুভ সূচনা করেন। তিনি জমিদাতা, অর্থদাতা ও শ্রমদানকারী সকলের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রাণখোলা দো'আ করেন।

ইবরাহীমী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হৌন!

-ঈদুল আযহার খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা, ৭ই নভেম্বর, সোমবার : সাতক্ষীরার ঐতিহ্যবাহী চিলড্রেন্স পার্কে আয়োজিত ঈদুল আযহার জামা'আতে প্রদত্ত খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত মুছল্লীদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইবরাহীমী জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল চারটি : (১) আল্লাহ্র হুকুমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া (২) এজন্য আপতিত সকল বিপদকে আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া (৩) পরীক্ষা এলে সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করা এবং কোনভাবেই শয়তানী ধোঁকায় বিভ্রান্ত না হওয়া (৪) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করা। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা আসে মূলতঃ চারভাবে : (১) পিতা-মাতার কাছ থেকে (২) সমাজ নেতাদের কাছ থেকে (৩) ধর্মনেতাদের কাছ থেকে ও (৪) সরকারের কাছ থেকে। ইবরাহীম (আঃ)-কে উপরোক্ত চার ধরনের পরীক্ষাই দিতে হয়েছিল। আজও যারা ইবরাহীমী আদর্শে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হবেন, তাদেরকেও উপরোক্ত পরীক্ষা সমূহ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন, কলুষিত সমাজকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের দায়িত্ব সবচাইতে বেশী। তাই আহলেহাদীছ নেতা ও কর্মীদেরকে সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। খুৎবার শেষাংশে তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং মৃত সকল মুসলিম নর-নারীর মাগফেরাতের জন্য দো'আ করেন।

বন্যা উপদ্রুত এলাকা সফরে আমীরে জামা'আত

ঈদের দিন রাতে মাহমূদপুর সফর করে পরদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি তালা, কলারোয়া ও আশাশুনি উপযেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকা সমূহ সফর করেন। সকাল ৭-টায় বুলারাটি থেকে বের হয়ে প্রথমে মানিকহার, অতঃপর ওমরপুর, অতঃপর গড়েরডাঙ্গা সফর শেষে আশাশুনি উপযেলার কাদাকাটি জামে মসজিদে গিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করেন। সেখান থেকে কচুয়া, বুধহাটা বাজার ও সাতক্ষীরা হয়ে ইটাগাছায় যাত্রাবিরতি করেন। অতঃপর সেখান থেকে রাত ১০-টার দিকে বুলারাটি ফিরে রাত্রিযাপন করেন। এইসব এলাকায় দীর্ঘদিন পরে আমীরে জামা'আতের আগমনে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীদের হোণ্ডা মিছিল, রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ মানুষের মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনি ও 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' শ্লোগানে এলাকা মুখরিত হয়। বন্যা উপদ্রুত ওমরপুর ও গড়েরডাঙ্গার জনসমাবেশে বক্তৃতায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে এই এলাকা এখনো ডুবে আছে দেখে এবং পড়ে যাওয়া ঘর-বাড়ি আজও উঠেনি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি মিথ্যা আশ্বাস পরিহার করে সত্যিকার অর্থে জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সকলকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন এবং নদীর পানি নিষ্কাশন ও এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য সরকার ও সচ্ছল ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান জানান। কাদাকাটির ভাষণে তিনি সকলকে ধর্মীয় ঐতিহ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

এই সকল সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, সাংগঠনিক

সম্পাদক ডঃ এএসএম আযীযুল্লাহ, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অন্যান্য যেলা নেতৃবৃন্দ। সমাবেশগুলিতে কুরআন তেলাওয়াত করেন আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

যেলা সম্মেলন

আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষের আক্বীদা ও আমল পরিবর্তনের আন্দোলন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন তাহেরনগর মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা ও 'বাংলাদেশ আহালেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলা সম্মেলন '১১ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কারো হৃদয়ে প্রবেশ করলে তার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। তারা আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধানের আলোকে নিজের সার্বিক জীবনকে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট হয়। তারা নিজেদের সম্পদ সকলকে নিয়ে ভোগ করে। পক্ষান্তরে একদল লোক আছে যারা নিজেদের সম্পদ কেবল নিজেরা ভোগ করে। অন্যের প্রতি কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে করে না। এ দু'দল লোক কখনও এক নয়। একদল মানুষ নিজেদের খেয়াল-খুশীমত চলে। আরেক দল আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী চলে। এ দু'দল কখনো এক নয়। সুতরাং মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য আল্লাহর দেওয়া বিধানের আলোকে পরিচালিত হ'তে হবে। তবেই তারা মানবতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে।

তিনি বলেন, দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও সূদী অর্থনীতি বাতিল করতে হবে। দেশে সূদী অর্থনীতি বহাল থাকলে দারিদ্র্য কখনও দূর হবে না। সূদ চালু থাকলে কখনও গরীবের উপকার করা যায় না। মানুষ শান্তি চায়। মানুষ সুশাসন চায়। সুশাসনের জন্য চাই মানুষের আক্বীদার পরিবর্তন। কুরআন-হাদীছে যেভাবে বলা আছে, সেভাবে চলতে হবে। কুরআন-হাদীছের অর্থনীতি, রাজনীতি, নারীনীতি চালু করতে হবে, তাহ'লেই সমাজে শান্তি আসবে, অন্যথায় নয়।

তিনি আরো বলেন, প্রতিটি মানুষের জন্য ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ। আর ইসলাম বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই বুঝায়। আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে কুরআন-হাদীছের পথে আহ্বানের আন্দোলন। এ আন্দোলন তাই বিশ্ব মানবতার মুক্তি আন্দোলন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ.এস.এম আযীযুল্লাহ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন।

এলাকা সম্মেলন

মহব্বতপুর, রাজশাহী ৩০ অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন মহব্বতপুর হাইস্কুল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহব্বতপুর এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধূরইল কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব ফেরৎ নওদাপাড়া মাদরাসার সাবেক ছাত্র মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

বাগডোব, নওগাঁ ১ ও ২ নভেম্বর মঙ্গলবার ও বুধবার : গত ১লা ও ২রা নভেম্বর নওগাঁ যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন বাগডোব উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগডোব এলাকার উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ৪র্থ তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

আলোচনা সভা

মোহনপুর, রাজশাহী ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব মোহনপুর উপযেলাধীন জাহানাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জাহানাবাদ শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট জাহানাবাদ শাখা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পবা, রাজশাহী ১১ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বড়গাছি এলাকার উদ্যোগে বড়গাছি উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ.এস.এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হাজী আইয়ূব হোসাইন। অনুষ্ঠানে জনাব এমদাদুল হককে সভাপতি ও খোরশেদ

আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বড়গাছি এলাকা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর ৬ নভেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিঙ্গাপুরের বুগী এলাকায় অবস্থিত সুলতান জাতীয় মসজিদে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সহ-সভাপতি মু'আযযম (বগুড়া), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফাকীরুল ইসলাম (মেহেরপুর), তাবলীগ সম্পাদক মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), সহ-অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মানছূর (টাঙ্গাইল) এবং নতুন আহলেহাদীছদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ আলী (চুয়াডাঙ্গা), মুহাম্মাদ ফারূক হাসান (জয়পুরহাট) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আলেফ (জয়পুরহাট) এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ), মুহাম্মাদ হাবীব (টাঙ্গাইল) ও কাওছার হোসেন (কুমিল্লা)। আলোচনা সভায় ৫ জন ভাই নতুন 'আহলেহাদীছ' হন। তারা হ'লেন- ১. মাহামূদুল হাসান (কুমিল্লা), ২. অলীউল্লাহ (মাদারীপুর), ৩. মুস্তাফীযুর রহমান (চাঁদপুর), ৪. হাবীবুর রহমান (কুমিল্লা) ও ৫. শামসুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)। উল্লেখ্য, সকাল ১০-টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে।

হজ্জব্রত পালন শেষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও আত-তাহরীক সম্পাদকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন হজ্জব্রত পালন শেষে গত ২৫ ও ২৩শে নভেম্বর '১১ তারিখে দেশে ফিরেছেন। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। *[আল্লাহ তাঁদের হজ্জ কবুল করুন- আমীন!- ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক]*

মহিলা সমাবেশ

মোহনপুর, রাজশাহী ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মোহনপুর উপযেলাধীন জাহানাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মৃত রিয়াযুদ্দীন শেখ-এর বাড়ীর আঙ্গিনায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' জাহানাবাদ শাখার উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ৯ সদস্যা বিশিষ্ট জাহানাবাদ 'মহিলা সংস্থা'র শাখা পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, সমাবেশে শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

কেন্দ্রীয় সংগঠনের তাৎক্ষণিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সকল ভাই দেশের বন্যা উপদ্রুত এলাকার ভাইদের কুরবানীর উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মুহতারাম আমীরে জামা'আত মহান আল্লাহ্র নিকটে আপনাদের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেছেন- 'হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রূযী দান করেছ, তাতে বরকত দান কর ও তাদের উপর তোমার রহমত বর্ষণ কর' আমীন!

আগামীতেও যাতে মহান আল্লাহ আপনাদেরকে **'আন্দোলন'**-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধ্যমত সহযোগিতার তাওফীক দেন সেই কামনা করি। ওয়াসসালাম-

আপনাদের ভাই
গোলাম মোক্তাদির
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১): সিজদারত অবস্থায় দুই হাতের কনুই ও নিতম্ব মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি? ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মিনারা আক্তার কলি
সাহেবগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করলে সুন্নাত মোতাবেক হবে না। সিজদা হ'ল ছালাতের অন্যতম প্রধান 'রুকন'। সিজদা নষ্ট হ'লে ছালাত নষ্ট হবে। অতএব এই অভ্যাস থাকলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সিজদা এমন লম্বা হবে, যেন বুকের নীচ দিয়ে বকরীর বাচ্চা যেতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের কেউ যেন (সিজদায়) কুকুরের ন্যায় যমীনে হাত বিছিয়ে না দেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৮ 'সিজদা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) দ্রষ্টব্য)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে 'মারাসীলে আবী দাউদে' বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/৬৪৩)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : জনৈক ব্যক্তি মাদরাসার জন্য কিছু জমি দান করেছিলেন। তিনি এখন ঐ জমি ফেরত নিয়ে ধানী জমি দান করতে চান। কিন্তু ঐ ধানী জমি মাদরাসা করার উপযোগী নয়। প্রশ্ন হল- দান করে সে দান ফেরত নেওয়া কিংবা পরিবর্তন করা যাবে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : দান করে ফেরত নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, দান করে ফেরত নেওয়া বমি করে বমি খাওয়ার ন্যায় *(আবুদাঊদ, হা/৩৫৩৯)*। তবে ওয়াকফকারী তার চেয়ে উত্তম কিছু দিতে ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তা পরিবর্তন করতে পারেন। অন্যথা তিনি পরিবর্তন ও ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখেন না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : আলক্বামা নামক একটি নেক্কার ছেলে তার মায়ের উপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়ায় মৃত্যুকালে কালেমা পড়তে পারছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করা হ'লে তিনি স্বয়ং আলক্বামার নিকট গিয়ে ঘটনার সত্যতা দেখে ছাহাবীদের নির্দেশ দিলেন খড়ি জমা করে আগুনে আলক্বামাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। তখন তার মা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর তিনি কালেমা পড়লেন ও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাওলানা সাঈদুর রহমান
সাধুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তর : ঘটনাটি আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি জাল বা মওযূ' *(আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৩১৮৩)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : বাংলাদেশ বেতার থেকে সাহারী অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র আরশ ও কুরসী থেকে নবীর কবরের মর্যাদা অনেক বেশী। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-গোলাম রহমান
বাঁটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বক্তব্যটি বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : টমেটো মূলত সবজি হিসাবে চাষ হ'ত। বর্তমানে এটি বাণিজ্যিক হিসাবে চাষ করা হচ্ছে। কিভাবে এর যাকাত আদায় করতে হবে?

-তোফাযযল
নারায়ণপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : টমেটো সবজির অন্তর্ভুক্ত। আর শাক-সবজির কোন ওশর নেই। কাজেই এ ধরনের শস্যের ওশর দেওয়ার প্রয়োজন নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২০)*। তবে এ ধরনের শস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি নেছাব পরিমাণ হয় এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহ'লে তার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা যাবে না। কিন্তু অনেকে বাগের হাটের 'ষাট গম্বুজ' মসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জের 'সোনা মসজিদ' সহ অনেক মসজিদ দেখতে যান। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আবু হাশিম
বানাইপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : অধিক ছওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে উক্ত তিন মসজিদ ছাড়াও অন্যত্র সফর করা বৈধ *(আনকাবূত ২০)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সংগঠনের নাম কি ছিল? সে সংগঠন বাংলাদেশে আছে কি? থাকলে তার নাম কি? না থাকলে কোন সংগঠনে যোগ দিতে হবে?

-আতাউর রহমান
উডল্যান্ড, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : সংগঠন বলতে জামা'আতকে বুঝায়। একদল ঈমানদার মানুষ যখন আল্লাহ্র বিধান সমূহকে নিজ নিজ

জীবনে ও সমাজে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন ঐ দলটিকে 'ইসলামী জামা'আত' বা সংগঠন বলা হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী আদর্শের কিংবা কোন শিরক ও বিদ'আতের প্রচার-প্রসার যদি লক্ষ্য হয় এবং তা যদি মুসলমানদের দ্বারাও গঠিত হয়, তবু তাকে বাতিল বা জাহেলিয়াতের সংগঠন বলা হয়। যা থেকে দূরে থাকার জন্য হাদীছে কঠোর নির্দেশ এসেছে *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। জামা'আত বা সংগঠনের অপরিহার্যতা বিষয়ে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি ঃ (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁকে মান্য করা... *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, কেউ জামা'আত বা সংগঠন হ'তে বের হয়ে গেল, এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'লে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৮)*। তিনি আরও বলেন, তোমাদের জন্য জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা অপরিহার্য এবং বিচ্ছিন্ন থাকা নিষিদ্ধ। কেননা শয়তান একজনের সঙ্গে থাকে এবং দুইজন থেকে সে দূরে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চয়, সে যেন জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে জামা'আত ছিল। তবে সে জামা'আতের নাম পৃথকভাবে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কারণ সে সময় মুসলিম ও কাফের মাত্র দু'টি দল ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ফিৎনা দেখা দিল, তখন বিভিন্ন দলের উদ্ভব হ'ল। সকলেই নিজেদেরকে ইসলামপন্থী বলে দাবী করতে লাগল। তখন ভ্রান্ত ফের্কাগুলি হ'তে পার্থক্য বুঝানোর জন্য ছাহাবীদের যুগ হতে হকপন্থীদের বৈশিষ্ট্যগত নাম হয় আহলুস সুন্নাহ বা আহলুল হাদীছ *(মুসলিম ১/১১ পৃঃ)*। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী যুবকদের উৎসাহ দিতেন বলতেন, فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا 'কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলুল হাদীছ *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০)*। উক্ত জামা'আত বা সংগঠন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে আছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে *(মুসলিম হা/১৯২০)* ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশেও সে সংগঠন আছে ও তার 'আমীর' আছেন। অতএব আপনি নিঃসন্দেহে তাতে যোগ দিতে পারেন।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : খারেজী, রাফেযী, শী'আ, মুরজিয়া, মু'তাযিলা ইত্যাদি বাতিল ফের্কার লোকদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নিযামুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, যমুনা স্পিনিং মিলস লিঃ
সফিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : যেসব আক্বীদার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, সেসব আক্বীদাধারী মানুষের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। প্রশ্নে উল্লেখিত দলগুলোর প্রত্যেকেই এমন আক্বীদা পোষণ করে, যা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়।

মু'তাযিলা একটি ভ্রান্ত দল, যারা আল্লাহ্র ছিফাতকে অস্বীকার করে *(আওনুল মা'বূদ ৭/৩ পৃঃ)*। রাফেযীরা অধিকাংশ ছাহাবীকে কাফের মনে করে। শী'আরা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকে অস্বীকার করে। তারা মু'আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে গালি দেয়। আর খারেজীরা আলী (রাঃ)-তে বাড়াবাড়ি করে প্রথমে তাঁকে আল্লাহর আসনে বসিয়েছিল। পরে তারা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিল। মুরজিয়াদের আক্বীদা হল আমলের কারণে ঈমান বাড়ে না বা কমে না এবং আমল ঈমানের অংশ নয়। এ জন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নয়। তবে বাইরের লেবাস দেখে যেহেতু কাউকে চেনা যায় না, তাই না জেনে এদের পিছনে ছালাত আদায় করলে, তা সিদ্ধ হবে *(দ্রঃ আক্বীদার কিতাব সমূহ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯): পবিত্র কুরআনের সূরা কাহফ এর ১৭নং আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ যাকে সৎ পথ দেখান সে তা পায় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার পথ প্রদর্শনকারী পাবে না'। উক্ত আয়াতে বর্ণিত মুরশিদ শব্দের অর্থ কি? আমাদের এলাকার কিছু পীরপন্থী লোক ঐ আয়াতের উল্লেখ করে বলে, পীর-মুরশিদ না ধরলে সঠিক পথ পাওয়া যাবে না। আরো বলে যে, যাদের পীর নেই তারা হিন্দু। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ বাবলু সরকার
ঝিকরা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : 'মুরশিদ' শব্দের অর্থ পথ প্রদর্শনকারী। উক্ত আয়াতে মুরশিদ বলতে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ মানুষের পথ প্রদর্শনকারী। তিনি যাকে পথ দেখান সেই কেবল পথ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। পীর-ফকীরদের উক্ত দাবী সঠিক নয়। তাদেরকেও যদি আল্লাহ সঠিক পথ না দেখান তাহলে তারাও সঠিক পথ পাবে না। অর্থাৎ সকল মানুষের মুরশিদ আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেন, আপনি যাকে পসন্দ করেন তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন *(ক্বাছাছ ৫৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০) : সৃষ্টির সূচনা হয় কিভাবে? সমগ্র সৃষ্টি কি আল্লাহ্র নূরে তৈরী? যেমন ফেরেশতা, জিন, নবী, মানুষ সহ সকল সৃষ্টি।

-আব্দুল ওয়ারেছ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ছিলেন। তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না। পানির ওপরে তার আরশ ছিল। অতঃপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন। প্রতিটি বস্তুই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ ছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৯৮)*।

নূর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে, অগ্নিশিখা দ্বারা জিনদেরকে এবং মাটি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০১)*। নবী-রাসূলগণ এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির সৃষ্টি *(ফুছছিলাত ৬; কাহফ ১১০)*।

আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করেন। আর সেই নূর থেকেই আরশ সহ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন *(কাশফুল খাফা হা/৮২৭)* বলে যে কথা চালু আছে, তা মিথ্যা ও বানোয়াট *(আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী, আল-আছারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৪৩)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : নফল ছালাত আদায় করে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির নামে বখশে দেয়া কি দলীল সম্মত?

-সিতারা বেগম
সাহেবগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : এগুলো ধর্মের নামে চালু হওয়া সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। এ প্রথা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১২/৯২) : হাজী ক্যাম্পে জনৈক হাজী ছাহেব বলেন যে, ক্বিয়ামতের মাঠে একজন হাজী ৪০০ জন মানুষকে সুফারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। একথা কি ঠিক?

-মনছুর রহমান
জয়ভোগা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে পবিত্র কুরআন যেভাবে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তাতে কোন হরকত তথা যের, যবর, পেশ ছিল না। বিদায় হজ্জের দিন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করল। কিন্তু ওছমান (রাঃ) পরে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। আরও পরে হরকত লাগানো হয়। এটা কি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন নয়?

-এম আর খান
শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ) কুরআন একত্রিত করেন। অতঃপর ওছমান (রাঃ)-এর যুগে উক্ত কুরআনের কয়েকটি কপি করে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। এতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি। তিনি কেবল একত্রিত করেছেন মাত্র *(বুখারী, মিশকাত হা/২২২০ ও ২২২১)*। অনুরূপভাবে তাতে হরকত সংযোজন করতেও কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। কারণ হরকত বিহীন কুরআন যেভাবে পড়া হয় হরকত বিশিষ্ট কুরআনও সেভাবে পড়া হয়। বরং এটা আরব ও অনারব সকলের জন্য উপকারী হয়েছে।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : শারঈ আইনে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি মানবাধিকার লংঘন নয়?

-মীযানুর রহমান
সঊদী আরব

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে কোন ব্যক্তি তার দেশের কোন আইনের বিরোধিতা করলে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত হয় এবং তার জেল বা ফাঁসি হয়। নিজেদের তৈরি করা আইনের বিরোধিতা করলে যদি এধরনের শাস্তি হয়, তাহ'লে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আইনের বিরোধিতা করলে কেমন শাস্তি হওয়া উচিত? যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করল এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করল, অন্যদের আক্বীদায় বিভ্রান্তি এনে দিল, তার শাস্তি কম হবে কেন? এরপর তাকে তিনদিন তওবা করার সুযোগ দিতে হবে। এর মধ্যে তওবা করলে সে বেঁচে যাবে। অবশ্য ইসলামী আইন চালু আছে এরূপ ইসলামী রাষ্ট্রের শুধুমাত্র ইসলামী আদালতের মাধ্যমেই কেবল এই শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : 'মিল্লাতা আবীকুম ইবরাহীমা, হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলেমীন' আয়াতটির অর্থ কি? জনৈক টিভি আলোচক বলেন, ইব্রাহীম (আঃ) আরবদের পিতা, সকল মুসলিমের পিতা নন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-ছালেহ আহমাদ
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا অনুবাদ : 'তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত (অনুসরণ কর)। (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বের কিতাবসমূহে এবং এই কিতাবে (কুরআনে) *(হাজ্জ ২২/৭৮)*। আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ বিন আসলাম 'হুয়া' সর্বনাম দ্বারা 'ইবরাহীম' বুঝেছেন। কিন্তু নাহ্হাস বলেন, এই কথা উম্মতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের ব্যাখ্যার বিপরীত। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ 'আল্লাহ' বলেছেন। এতদ্ব্যতীত মুজাহিদ, আত্বা, যাহহাক, সুদ্দী, ক্বাতাদাহ, মুক্বাতিল বিন হাইয়ান সকলে একই কথা বলেছেন। ইবনু জারীর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এটা জানা কথা যে, ইবরাহীম এই উম্মতকে কুরআনে 'মুসলিম' বলেননি। বরং আল্লাহ বলেছেন, পূর্বেকার কেতাব সমূহে এবং এই কিতাবে। ইবনু কাছীর বলেন, এটাই সঠিক। এখানে 'তোমাদের পিতা' অর্থ মুমিনদের পিতা। কেননা মুসলমানদের উপর ইবরাহীমের সম্মান সন্তানের উপর পিতার সম্মানের ন্যায় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। উল্লেখ্য যে, সূরা হাজ্জ মদীনায় নাযিল হয়েছে। সেখানে মুহাজির-আনছার ও আরব-অনারব সব ধরনের মুসলমান ছিলেন। অতএব এখানে 'কুম' বলতে সকল মুসলিমকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : কোয়ান্টাম মেথডের কার্যক্রম নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখতে পাই। এতে অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল

সঊদী আরব।

উত্তর : 'কোয়ান্টাম মেথড' পদ্ধতির মাধ্যমে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের রীতি ও আদর্শকে সর্বদলীয় ধর্মীয় নীতি হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। এটা সম্রাট আকবরের বানানো জগাখিচড়ী 'দ্বীনে এলাহী'র মত। অথচ অন্য ধর্মের সাদৃশ্য অবলম্বন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১)*। এটা অভিনব পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজে শির্ক চালু করার মাধ্যম। যেমন- আল্লাহ্র উপর ভরসা বাদ দিয়ে নিজের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, তুমি চাইলে সবকিছুই করতে পার, ইচ্ছা করলেই রোগমুক্ত হ'তে পারো, কমাণ্ড সেন্টারের মাধ্যমে গায়েবী জ্ঞান লাভ করতে পারো, অন্তর্গুরু কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা রাখেন ইত্যাদি সবই শিরকী কথা। আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য তারা যে বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, তা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পদ্ধতি। যা সরাসরি শির্ক। 'কোয়ান্টাম মেথড' সব ধর্মকেই সত্য বলে প্রচার করে। এরা কুরআন এবং হাদীছের অপব্যাখ্যা করে এবং অন্যদের উপাসনা পদ্ধতিকে ইসলামী পদ্ধতির সাথে সদৃশ কল্পনা করে। বিদ'আতীরা যেমন বিদ'আত প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে, এরাও তাই করছে *(এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে গোগলে বাংলা ভাষায় সার্চ করুন)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : সূদ কি? এটি কেন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়? যদিও আপাত দৃষ্টিতে কল্যাণকর।

-মীযান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উত্তর : 'সূদ' ফারসী শব্দ। যার অর্থ ঋণ দিয়ে সেই টাকার উপর আদায়কৃত লভ্যাংশ। আরবীতে একে রিবা (الربا) বলা হয়। যার অর্থ হ'ল, বৃদ্ধি। শারঈ পরিভাষায় كل قرض جر نفعا فهو ربوا 'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ আনয়ন করে, সেটাই রিবা'। এটি জাহেলী আরবে চালু ছিল। ইসলাম এসে যা হারাম করে। সূদ হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার। পৃথিবীর আদিকাল থেকে সূদী প্রথা চলে আসছে। যার মন্দ প্রেরণা হ'ল ঋণ গ্রহীতাকে বাগে পেয়ে শোষণ করা। এর ফলে বিপদগ্রস্ত মানুষকে ঋণ দিয়ে উপকার করার মানবিক তাকীদ ধ্বংস হয়ে যায়। সূদ দ্বারা ঋণ গ্রহিতার প্রতি যুলুম করা হয়। আর যুলুম ইসলামে নিষিদ্ধ। এছাড়া সূদ মানুষকে নিষ্কর্মা করে। অথচ ইসলাম মানুষকে কর্ম করতে উৎসাহিত করেছে *(ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭০২)*। ইসলাম বিনা স্বার্থে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে যে উৎসাহ দিয়েছে সূদ তাতে বাধা প্রদান করে। এছাড়া সাধারণত সূদ গ্রহণকারী আরো ধনী হয়, আর সূদ দাতা আরো দরিদ্র হয়। এ সব কারণে সূদ হারাম। সূদ বিগত সকল ইলাহী ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে সূদ এমন এক পাপ, যার ৭০টি স্তরের সর্বনিম্ন স্তর হ'ল মায়ের সাথে যেনা করা *(ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে ছত্রিশ বার যেনা করার চেয়েও বড় পাপ *(আহমাদ, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/২৮২৫)*। অতঃপর সূদের ২৫টি কুফল জানার জন্য পাঠ করুন হা,ফা,বা, প্রকাশিত বই 'সূদ' *(২য় সংস্করণ ২০১০) পৃঃ ১৭-৩৭*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : ছালাতের মধ্যে দো'আ মাছূরার সাথে রাসূল (ছাঃ) আর কি কি দো'আ পড়তেন?

-জাফর
আমেরিকা

উত্তর : যে দো'আ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সে দো'আকেই দো'আয়ে মাছূরাহ্ বলা হয়। তাশাহ্হুদ ও দরূদ পাঠের পর থেকে সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হতে ইচ্ছামত যে কোন দো'আ পড়া যায় *(বুখারী হা/৮৩৫; মিশকাত হা/৯০৯)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : আমি পোষাক শিল্পে কাজ করি। যেখানে নারী-পুরুষ একত্রিতভাবে কাজ করে। কেউ পশ্চিমা পোষাকে অফিস করে। প্রভিডেন্ড ফাণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। আমার উক্ত চাকুরী কি হালাল হবে?

-নূর আলম
টরেন্টো, কানাডা।

উত্তর : ফেতনায় পড়ার আশঙ্কা আছে, এমন স্থানে কাজ করা যাবে না, যদিও সে কাজ বৈধ হয়। রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের জন্য নারীদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিকর ফিৎনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(বুখারী হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/৩০৮৫)*। আপনার কর্মটি যদি হারাম উৎপাদন বা হারাম বস্তুর সাথে জড়িত না থাকে, তাহ'লে উপার্জন অবশ্যই হালাল হবে। তবে ফেতনায় পড়ার আশঙ্কা থাকলে পরিবর্তন করতে হবে। এটাও সম্ভব না হ'লে সাধ্য মত আল্লাহকে ভয় করতে হবে ... *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : প্রাইজ বন্ড কেনা যাবে কি? এর পুরস্কার গ্রহণ করা কি বৈধ?

-হাসান
হাটহাজারী দক্ষিণ মাদরাসা, চট্টগ্রাম

উত্তর : প্রাইজ বন্ড কেনা যাবে না। 'যদি লাইগা যায়' এই রঙিন আশায় এটা ক্রয় করা হয়। অতএব এটা স্পষ্ট জুয়া। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তির বেদী ও শুভ-অশুভ নির্ণয়ের তীর গর্হিত বস্তু ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : ওয়াসওয়াসা কী? 'ওয়াসওয়াসা' কি মুমিনকে ঈমানশূন্য করতে পারে? এর বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল আলীম
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : 'ওয়াসওয়াসা' শব্দের আভিধানিক অর্থ গোপন শব্দ ও মনের খটকা *(লিসানুল আরব)*। আর শারী'আতের পরিভাষায় মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দ্বারা কুমন্ত্রণা এবং মনের মধ্যে খারাপ ধারণা এবং খারাপ কর্ম করার মানসিকতা সৃষ্টি

হওয়াকে বুঝানো হয়। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয় আবার মানুষের নিজের থেকেও হতে পারে। এর দ্বারা ঈমান শূন্য হয় না। তবে ঈমানের ক্ষতি হয়। এ জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ স্বীয় নবী (ছাঃ)-কেও পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(সূরা নাস; বুখারী হা/৩২৭৬)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : সূদী এনজিও-এর ডাইরেক্টরের দেওয়া কোন উপহার গ্রহণ করা যাবে কি? যদি সে পাঠিয়ে দেয় তাহ'লে করণীয় কি?

-বাঁধন
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : স্পষ্ট সূদী কোন বস্তু কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি একটি জঘন্য হারাম প্রথা। পবিত্র কুরআনের ৭টি আয়াতে ও ৪০টি হাদীছে সূদকে হারাম করা হয়েছে। অতএব সূদখোরের হাদিয়া গ্রহণ না করে ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : বাংলাদেশের কোন ব্যাংক কি পরিপূর্ণভাবে শরী'আত অনুসরণ করছে? বর্তমান ব্যাংকিং সিস্টেম কি শরী'আত সম্মত? এতে সঞ্চয় করা কি বৈধ?

-শাহ আলম
দাম্মাম, সৌদী আরব।

উত্তর : বাংলাদেশে সরকারীভাবে সূদী অর্থনীতি অনুসরণ করা হয়। এখানকার ব্যাংক ব্যবস্থা পুরাপুরি সূদ ভিত্তিক। ইসলামী ব্যাংক ও বীমাগুলি সূদমুক্ত বলে দাবী করা হয়। 'কিন্তু সেগুলি পুরাপুরি শারী'আহ ভিত্তিক করা সম্ভব নয় বলে অভিজ্ঞমহলের বিশ্বাস। কেননা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হ'ল সূদ ভিত্তিক এবং পুঁজিবাদী। তাই ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের যেমন রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা, তেমনি রয়েছে নানা আইনী প্রতিবন্ধকতা' *(শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সূদ (২য় সংস্করণ পৃঃ ৪৮-৪৯))*। অতএব বাধ্যগত কারণে এসব ব্যাংকে সঞ্চয় করলেও লাভের টাকা দান করে দেওয়া উত্তম।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : আমাদের এলাকায় তাবলীগ জামাতের মহিলারা একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করে সেখানে মহিলাদের তা'লীম দেয় এবং বলে যে, এই অনুষ্ঠান জান্নাতের বাগান স্বরূপ। ফেরেশতারা এখানে নূরের পাখা বিছিয়ে রেখেছে এবং তারা আপনাদের ছবি তুলে নিয়েছে। এ সকল বৈঠকে যাওয়া যাবে কি?

-ছালেহা বেগম
কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তর : তাবলীগ জামা'আত একটি বিদ'আতী দল। এ দলের সাথে বের হওয়া এবং তাদের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা যাবে না। তাদেরকে প্রশ্রয়ও দেয়া যাবে না। কারণ বিদ'আতীদেরকে প্রশ্রয় দিতে রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৩১৮০)*। তারা বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী এবং বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। আবার উপস্থাপনের সময় বানোয়াটকে সুন্দর করে প্রচার করে। কুরআনের আয়াত এবং ছহীহ হাদীছের অনুবাদগুলোও ঘুরিয়ে করে। অথচ হাদীছে এসেছে যে, যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করল সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৫৯, ২৬৬০, ২৬৬৯)*। অতএব এদের থেকে সাবধান হতে হবে অন্যদেরও সাবধান করতে হবে।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : সমাজে প্রচলিত আছে 'জমি বিক্রি করে ব্যবসা করলে নাকি তাতে বরকত হয় না। এর সত্যতা কি? অনুরূপ 'তোমরা ভূ-সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না, তা তোমাদেরকে দুনিয়ামুখী করে তুলবে' এ কথাকি ঠিক?

-নূর আলম
টরেন্টো, কানাডা।

উত্তর : প্রথমটি ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বৈধভাবে উপার্জন করলে ইনশাআল্লাহ তাতেই আল্লাহ বরকত দিবেন। তা জমি বিক্রি করে হোক বা অন্য কোন বৈধ পন্থায় হোক।

দ্বিতীয় কথাটি মূলতঃ হাদীছ لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِى الدُّنْيَا 'তোমরা ভূ-সম্পত্তি অর্জনে মগ্ন হয়ো না। কেননা তা তোমাদেরকে দুনিয়ার পিছনে লিপ্ত করে ফেলবে *(তিরমিযী হা/২৩২৮; ঐ, মিশকাত হা/৫১৭৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। এখানে الضيعة অর্থ ভূ-সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত ও পরকালের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় *(মিরক্বাত, তুহফা)*। জান্নাতী মুমিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আল্লাহ বলেন, তারা হ'ল ঐসব মানুষ, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হ'তে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি সমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে' *(নূর ২৪/৩৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ছালাত শেষ হবার পরেই তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহ সন্ধান কর'... *(জুম'আহ ৬২/১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সুন্দরভাবে সৎকর্ম সম্পাদন কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অনুসন্ধান কর। কেননা জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতী আমলের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, ইতিপূর্বে যে কাজই সে করুক না কেন..' *(তিরমিযী হা/২১৪১; ঐ, মিশকাত হা/৯৬)*।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়াকে নিজের গোলাম বানাতে হবে, নিজেকে দুনিয়ার গোলাম বানানো যাবে না। আখেরাতের জন্যই দুনিয়া করতে হবে, দুনিয়ার জন্য আখেরাত বিক্রি করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : বঙ্গানুবাদ বুখারীর ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারীতে হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (ছাঃ)-এর পবিত্র রওযার পাশে

বসে প্রতিটি হাদীছ মোরাকাবার মাধ্যমে নবী (ছাঃ)-এর সম্মতি লাভ করেছেন। উক্ত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই। মোরাকাবা কী?

-আব্দুল বাকী
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মতি লাভ করা কথাটি সঠিক নয়। অনুরূপ 'রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র রওযা' একথা বলা মারাত্মক অন্যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর মিম্বার এবং তাঁর বাড়ির মাঝের স্থানকে 'জান্নাতের রওযা' বলা হয়েছে *(বুখারী হা/১১৯৫; মিশকাত হা/৬৯৪)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ে উত্তর এই যে, ইমান বুখারী বলেন, আমি আমার এই কিতাব মসজিদুল হারামে বসে রচনা করেছি এবং আমি সেখানে কোন হাদীছ প্রবেশ করাইনি যতক্ষণ না আমি ইস্তিখারাহ্র দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেছি এবং হাদীছটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করেছি। ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এর অর্থ এই হ'তে পারে যে, তিনি প্রথমে দেশে বসে এটি সংকলন করেন। অতঃপর এটির রচনা ও অনুচ্ছেদ সমূহ বিন্যস্ত করেন মাসজিদুল হারামে বসে। এরপরে তিনি হাদীছ সমূহের তাখরীজ বা বিশুদ্ধতা যাচাই করেছেন নিজের দেশে বা অন্যত্র গিয়ে। যেটা তাঁর কথায় বুঝা যায় যে, তিনি সেখানে ১৬ বছর অবস্থান করেছিলেন। কেননা তিনি এই দীর্ঘ সময়ের পুরাটা মক্কায় কাটাননি'। ইবনু 'আদী একদল বিদ্বান থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবের 'শিরোনাম সমূহ' (تـــراجــم) নির্ধারণ করেছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বসে। এ সময় তিনি প্রতিটি শিরোনামের জন্য দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করেন। ভাষ্যকার ইবনু হাজার বলেন, পূর্বের সাথে এটির কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা হ'তে পারে তিনি প্রথমে এগুলির খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। অতঃপর এখানে বসে চূড়ান্ত করেন *(ফাৎহুল বারীর 'ভূমিকা' খণ্ড (কায়রো : দারুর রাইয়ান ২য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭) ৫১৩-১৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে নূর চাইতেন । তিনি বলতেন, আমার হাতে নূর দাও, পায়ে, সমস্ত অস্থি-মজ্জায় নূর দাও। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-দিদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : দো'আটি হাদীছে নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছালাতের মধ্যে অথবা দো'আর মধ্যে কিংবা ফজরের ছালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় বলতেন- হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর দাও, যবানে, শ্রবণে, দৃষ্টিতে, ডানে, বামে, উপরে, নিচে, সামনে, পিছনে ... নূর দাও *(বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/১৮২৪)*। মুহাদ্দিছগণের কেউ এর অর্থ করেছেন, দোষ-ত্রুটি থেকে এই অঙ্গগুলোকে মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে তিনি এই প্রার্থনা করতেন (ফাৎহুল বারী)। এটি একটি সুন্নাতী দো'আ। যে কেউ এটা আমল করতে পারেন।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : প্রশ্ন : সঊদী আরবের লোকেরা বিতর ছালাত পড়ার সময় প্রথমে দু'রাক'আত আদায় করে তাশাহ্হুদ পড়ে এবং সালাম ফিরায়। অতঃপর এক রাক'আত পড়ে এবং দো'আ কুনূতসহ দীর্ঘক্ষণ ধরে অন্যান্য দো'আ পড়ে। উক্ত নিয়মের প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহিদ
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে আদায় করে এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন *(তিরমিযী হা/৪৬১)*। অতএব ২+২ করে দশ রাক'আত, অতঃপর এক রাক'আত বিতর। সঊদীদের আমলকে এ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। হাসান বাছরীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, ইবনু ওমর (রাঃ) বিতর ছালাতের ২য় রাক'আতে সালাম ফিরাতেন। জবাবে তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) তার চাইতে অধিক ফক্বীহ ছিলেন। তিনি তাকবীর দিয়ে ৩য় রাক'আতে উঠে যেতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন এবং শেষে ব্যতীত সালাম, ফিরাতেন না। এটা হ'ল খলীফা ওমর (রাঃ)-এর বিতর এবং মদীনাবাসী সেটাই আমল করেন' *(হাকেম ১/৩০৪; বায়হাক্বী ৩/২৮)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : প্রশ্ন : দ্রাঘিমা রেখা ও অক্ষাংশ রেখার দূরত্বের কারণে এক সঙ্গে দিবা-রাত্রি হয় না। বাংলাদেশের বিপরীত স্থান চিলি। বাংলাদেশে সন্ধ্যা হ'লে চিলিতে সকাল হয়। তাহ'লে লায়লাতুল ক্বদর, প্রতি রাত্রে আল্লাহর নিম্ন আকাশে অবতরণ, আরবী তারিখের পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাখ্যা কিভাবে দেওয়া যাবে?

-আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ফযলুল হক
তেবাড়িয়া, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : যখন যেখানে রাত হয় তখন সেখানে তিনি প্রথম আসমানে নেমে আসেন। কিভাবে তিনি আসেন সেটা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ্র পক্ষে সবই সম্ভব। লায়লাতুল ক্বদরকে নির্ধারণ করেন আল্লাহ, সময়ের পার্থক্যও করেন তিনিই। কিছু এলাকা আছে যেখানে ছয় মাস সূর্য ডুবে না, আবার ছয় মাস সূর্য উঠে না। এ এলাকাগুলোতে ছালাত-ছিয়াম কিভাবে আদায় করতে হবে, তা রাসূল (ছাঃ) বলে গেছেন। দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেছেন, ولكن أقدروا له অর্থাৎ তোমরা তখন দিন ও রাতের সময় পরিমাপ করে ছালাত আদায় করবে *(তিরমিযী হা/২২৪০)*।

আরবী তারিখের বিভিন্নতার কারণ চাঁদ দেখা আর না দেখার

সাথে সম্পৃক্ত। সিরিয়ার চাঁদ দেখা মদীনার জন্য যথেষ্ট মনে করেননি ইবনু আব্বাস (রাঃ)। সুতরাং চাঁদের উদয়স্থল (مطلع) অনুযায়ী আরবী মাসের গণনা স্ব স্ব দেশ অনুযায়ী হবে *(মুসলিম হা/২৫৮০)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : প্রশ্ন : মৃত পিতা-মাতার নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে কি? তাতে ধনী-গরীব সবাই শরীক হ'তে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আতাবুর রহমান
দাঊদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে না, যেখানে সকল শ্রেণীর মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকবে *(মুসলিম হা/৪৩০৬)*। কারণ মৃত ব্যক্তির নামে যা করা হয় তা মূলতঃ ছাদাক্বাহ, যা ধনীরা খেতে পারে না *(তিরমিযী হা/৬৫২; তওবাহ ৬০)*। তবে কোন নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও অনুষ্ঠান ছাড়াই শুধু দরিদ্রদেরকে ইফতার করানো যাবে।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : কুরবানীর পশু যিলহজ্জ মাসের আগে ক্রয় করা যাবে কি? কতদিন পূর্বে কুরবানী ক্রয় করতে হবে এমন কোন সময়সীমা আছে কি?

-মামূন
চিনির পটল, গাইবান্ধা।

উত্তর : কুরবানীর পশু ক্রয়ের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যার যখন ইচ্ছা কুরবানীর পশু ক্রয় করতে পারবে।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা যায়, তাহলে তার ওয়ারিছগণ তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে কি?

-মারূফ প্রধান
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : করতে পারে *(ছহীহ নাসাঈ হা/২৬৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৪৭)*। তবে বদলী হজ্জকারীকে তার নিজের হজ্জ আগে করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৮১১)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : ক্বাযা ছালাত আদায় করার সময় সুন্নাত আদায় করতে হবে কি? উক্ত সুন্নাত না পড়লে কি গোনাহ আছে?

-মুহাম্মাদ মাজেদুল ইসলাম
গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ক্বাযা ছালাত আদায় করার সময় সুন্নাত আদায় করতে পারে। কারণ হাদীছে ফজরের ছুটে যাওয়া সুন্নাত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৪২৩)*। রাসূল (ছাঃ) যোহরের পূর্বের ছুটে যাওয়া চার রাক'আতও পরে আদায় করেছেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/৪২৬)*। আর ফরয ছালাতের পরের সুন্নাতের ব্যাপারেও অনুরূপ হাদীছ এসেছে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১২৭৩; বুখারী হা/৪৩৭০)*। তবে না পড়লে গোনাহ নেই। কেননা এটি ফরয নয়।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : অমুসলিমদের সদ্যপ্রসূত সন্তানের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে কোন মুসলিমের যোগদান করা ও খাওয়া-দাওয়া করা যাবে কি?

-আলমগীর
আবূধাবী।

উত্তর : সদ্যপ্রসূত সন্তানের জন্য ইসলামে কোন অনুষ্ঠান নেই। অতএব উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করার প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : পানি পানের সময় গোফ পানিতে লাগলে সে পানি পান করা কি হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আব্দুল্লাহ
আবুধাবী।

উত্তর : এটা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। তবে গোফ লম্বা রাখা সুন্নাত বিরোধী কাজ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : দাঁড়িয়ে, মাজা হেলিয়ে এবং খালি গায়ে ওযূ করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : যাবে। কারণ ওযূর এই অবস্থার ব্যাপারে হাদীছে কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : রোগমুক্তির জন্য বাড়ীর চার কোণায় আযান দেওয়া যাবে কি? যার ১ম কোণে এক আযান ২য় কোণে ৩ আযান, ৩য় কোণে ৫ আযান এবং ৪র্থ কোণে ৭ আযান।

-আব্দুস সাত্তার
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর : রোগ মুক্তির জন্য আযান দেওয়া কিংবা উল্লেখিত নিয়ম অবলম্বন করা কোনটাই শরী'আত সম্মত নয়। বরং বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : কোন অমুসলিমকে আল্লাহর কালাম দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি?

-মীকাইল
সাতানী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আল্লাহ্র কালাম দ্বারা অমুসলিমকে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে *(বুখারী হা/৫৭৩৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : ফরয ছালাতের পরে ইমাম মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসতে পারেন কি? মাত্র দুই বা তিন ওয়াক্ত ছালাতে বসতে হবে মর্মে কোন বিধান আছে কি?

-আব্দুল জব্বার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ইমাম প্রত্যেক ছালাতে মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪৪)*। মাত্র দুই বা তিন ওয়াক্তে মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসার পক্ষে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। এটা সুন্নাতের বরখেলাফ।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : সর্বপ্রথম জানাযার ছালাত শুরু করেন কে? মৃত ব্যক্তি ছিলেন কে?

-ওবায়দুল্লাহ
নারায়ানজোল, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সর্বপ্রথম জানাযার ছালাত শুরু করেন ফেরেশতাগণ। মৃত ব্যক্তি ছিলেন আদম (আঃ) *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৯১; মুসনাদ আহমাদ হা/২১২৭০৮, সনদ ছহীহ, আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৭২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

নওদাপাড়া মাদরাসার ৩য় তলার ছাদ ঢালাই উদ্বোধন

১৯৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭ ও ২০০০ সালে সঊদী ও কুয়েতী দাতা সংস্থার অর্থায়নে মাদরাসা ও দু'টি মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবারেই প্রথম দেশী দাতাগণের সাহায্যে মাদরাসার সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসাবে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বস্থ বিল্ডিংয়ের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই উদ্বোধন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উদ্বোধনের পূর্বে উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দ এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-র নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমরা ওয়াদা কর, আমাদের মৃত্যুর পরেও তোমরা এই মাদরাসাকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে বজায় রাখবে! তোমরা ওয়াদা কর, এই মাদরাসায় তোমরা কখনোই কোন শিরক ও বিদ'আতের প্রবেশ ঘটাবে না ও ঘটতে দিবে না! সকলে 'ইনশাআল্লাহ' বলে ওয়াদা করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি এই মাদরাসাকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকায হিসাবে কবুল করে নাও! হে আল্লাহ! যে সব ভাই ও বোন এই মহতী কাজে অকাতরে দান করেছেন, তুমি তাদের পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান কর। সকলে 'আমীন' বলেন। অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলে তিনি ঢালাই কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, মাওলানা বদীউযযামান, মাওলানা ফযলুল করীম, মোফাক্ষার হোসায়েন ও অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ 'সোনামণি'-র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।